পরিচয়

সাংবাদিকতায় সততা ও সাহসের প্রতীক ৩৩ বছর ধরে প্রকাশিত

New York Vol. 33, Issue 1641, Saturday, August 09, 2025 FREE www.parichoy.com

মার্কিন অর্থনীতিকে চাপে রেখেই শুল্ক কার্যকর করছেন ট্রাম্প

বিস্তারিত ৮ পৃষ্ঠায়

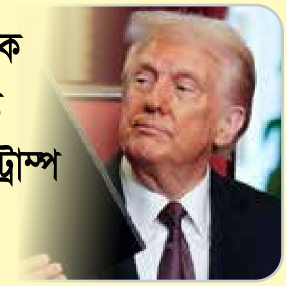

আরো আছে...

■ ট্রাম্প-পুতিনের দীর্ঘ প্রতীক্ষিত সাক্ষাৎ ১৫ আগষ্ট, আলাস্কায় : ৫ম পাতায়

■ মার্কিন অস্ত্র কেনার পরিকল্পনা স্থগিত করল ভারত : ৫ম পাতায়

■ গৃহহীনদের সুরক্ষা মন্ত্রী রুশনারা আলী নিজেই অনৈতিকভাবে উচ্ছেদ করলেন তার ভাড়াটে, হারালেন মন্ত্রীত্ব! - ৫ম পাতায়

■ পোস্টাল ব্যালটের মাধ্যমে ভোট , প্রবাসী বাংলাদেশীদের সুখবর দিলো ইসি : ৫ম পাতায়

■ 'মাস্ক ভাল মানুষ, তবে ওর সময় খারাপ যাচ্ছে'! কেন এমন বললেন ট্রাম্প? সম্পর্ক উন্নতির ইঙ্গিত কি : ৬ষ্ঠ পাতায়

■ মধ্যপ্রাচ্যে যেতে চাওয়া বাংলাদেশিদের স্বাস্থ্য পরীক্ষায় দুর্নীতি, ফেরত পাঠানো হচ্ছে দেশে : ৮ম পাতায়

■ বৃহত্তর বাংলাদেশের মানচিত্র প্রসঙ্গে যা বললেন জয়শঙ্কর : ৮ম পাতায়

■ চড়া দামে ইলিশের স্বাদ ভুলতে বসেছে বাংলাদেশের মানুষ : ৮ম পাতায়

■ বাংলাদেশে ক্ষমতা বদলের এক বছর, ইউনূসেরা কী বদলে দিতে পারবেন রাজনীতির সমীকরণ? : ৯ম পাতায়

■ চুক্তি ছাড়াই যুক্তরাষ্ট্রের বাজারে বাংলাদেশি পণ্যের ওপর নতুন ৩৬ শতাংশ শুল্কহার কার্যকর : ১০ম পাতায়

আবারো টানাপড়েনের পথে ভারত-যুক্তরাষ্ট্র সম্পর্ক

বিস্তারিত ০৭ পৃষ্ঠায়

বাংলাদেশে সাংবাদিক হত্যা: আইন-শৃঙ্খলা নিয়ে চরম উদ্বেগ

বিস্তারিত ০৯ পৃষ্ঠায়

রিয়েল এস্টেট ইনভেস্টমেন্ট
- প্রাইভেট অকশনের বাড়ি
- পাবলিক অকশনের বাড়ি
- ব্যাংক মালিকানা বাড়ি
- শর্ট-সেল ও REO প্রপার্টি

কল করুন: ৫১৬ ৪৫১ ৩৭৪৮
Eastern Investment
150 Great Neck Road, Great Neck, NY 11021
nurulazim67@gmail.com

Nurul Azim

Asef Bari (Tutul) C.E.O

বারী হোম কেয়ার
Passion for Seniors of NY Inc.
চলমান কেস ট্রান্সফার করে বেশী ঘন্টা ও সর্বোচ্চ পেমেন্ট পাবার সুবর্ণ সুযোগ নিন
আমরা HHA ট্রেনিং প্রদান করি
আমরা HHA, PCA & CDPAP সার্ভিসেস প্রদান করি
মেডিকেইড প্রোগ্রামের আওতায় আপনজনের সেবা করে ঘরে বসে বছরে সর্বোচ্চ আয় করুন $৫৫,০০০
চাকুরী দরকার? আমরা কেয়ারগিভার চাকুরী প্রদান করি, কোন সার্টিফিকেটের প্রয়োজন নাই
Email: info@barihomecare.com www.barihomecare.com Cell: 631-428-1901

JACKSON HEIGHTS OFFICE:
72-24 Broadway, Lower Level, Jackson Heights NY 11372 | Tel: 718-898-7100

JAMAICA
169-06 Hillside Ave, 2nd Fl, Jamaica NY 11432 Tel: 718-291-4163

BRONX
2113 Starling Ave., Suite 201 Bronx NY 10462 Tel: 718-319-1000

LONG ISLAND
469 Donald Blvd, Holbrook NY 11741 Tel: 631-428-1901

Law offices of
KIM & ASSOCIATES P.C
Accident cases
Attorneys at Law
এক্সিডেন্ট কেইসেস

Kwangsoo Kim, Esq
Attorney at Law

Eng. Mohammad A Khalek
Cell : 917-667-7324

Law Offices of KIM & Associates P.C
আমরা বাংলায় কথা বলি

CHAUDRI CPA P.C.
FINANCE, ACCOUNTING, TAX, AUDIT & CONSULTING
- Income Tax
- Business Tax & Audit
- Sales Tax
- Business Setup
- Payroll
- IRS Tax Problem resolution

718-429-0011, 347-771-5041
484-818-9716 C: 347-415-4546
74-09 37th Ave, Bruson Building
Suite # 203, Jackson Height, NY 11372
E-mail: info.chaudricpa@gmail.com | chaudricpa@gmail.com

আমরা PCA, HHA সার্ভিস দিয়ে থাকি
Aasha Home Care LHCSA
(718) 776-2717
(646) 744-5934

সাপ্তাহিক পরিচয় এর বিজ্ঞাপনদাতাদের পৃষ্ঠপোষকতা করুন

আলাদীন
Aladdin
Tel: 718-784-2554

সাপ্তাহিক পরিচয়ে বিজ্ঞাপন দিতে চাইলে যোগাযোগ: ৯১৭-৭৪৯-১১৭৯

PEOPLE N TECH
A Global Leader in IT Training, Consulting, and Job Placement Since 2005
EARN 100K TO 200K PER YEAR
• Selenium Automation Testing
• SQL Server Database Administration
• Business Analyst
PROVIDED JOBS TO 7000+ STUDENTS.
100% JOB PLACEMENT
RECORD FOR THE LAST 17 YEARS.
Opportunity to get up to 50% scholarship for Bachelor's and Master's Degree as PeopleNTech Alumni from Partner University: www.wust.edu
WUST
Washington University of Science and Technology
Authorized Employment Agency by:
NYC
Consumer and Worker Protection
Certified Training Institute by:
SCHEV
NYS Education Department Licensed
Proprietary School
Supervision
If you are making less than 80k/yr, contact now for two weeks free sessions:
info@piit.us
1-855-JOB-PIIT(1-855-562-7448)
www.piit.us

ই-ভার্সন পেতে আপনার ইমেইল এড্রেস পাঠিয়ে দিন

parichoyny@gmail.com

কে কি বললেন

● ভারতের সঙ্গে চলমান শুল্ক বিতর্কের অবসান না হওয়া পর্যন্ত কোনো বাণিজ্য আলোচনা হবে না - প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প।

● ভারতের কৃষক, জেলে ও দুগ্ধখাতের স্বার্থে কোনো আপস হবে না। আমাদের কাছে কৃষকদের স্বার্থই আগে। ভারতের কৃষক, জেলে ও দুগ্ধ খাতের স্বার্থে আমরা কখনোই আপস করবো না। এর জন্য যদি মূল্য চুকাতেও হয়, আমরা প্রস্তুত। ভারত প্রস্তুত। - ভারতের প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী

● আসুন, আজ জুলাই গণঅভ্যুত্থান দিবসে প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হইড়এই জাতিকে আমরা আর কখনো বিভক্ত হতে দেব না। আমরা সকল নাগরিকের প্রতি মর্যাদাশীল থাকব, তিনি যেই পরিচয়েরই হোন না কেন। - জুলাই গণঅভ্যুত্থান দিবস উপলক্ষে জাতির উদ্দেশে দেওয়া ভাষণে বাংলাদেশের অন্তর্বর্তীকালীন সরকারের প্রধান উপদেষ্টা ড. মুহাম্মদ ইউনূস

● আসন্ন নির্বাচনে জনগণের রায়ে আমরা ৩১ দফার আলোকে বাংলাদেশকে একটি নির্বাচনের মধ্যদিয়ে গণতান্ত্রিক কল্যাণ রাষ্ট্র হিসেবে গড়ে তুলতে পারব। - বিএনপির ভারপ্রাপ্ত চেয়ারম্যান তারেক রহমান নির্বাচন সিস্টেমের ওপর মানুষের আস্থা নষ্ট হয়ে গেছে। মানুষকে কেন্দ্র নিয়ে আসা একটা বড় চ্যালেঞ্জ। - প্রধান নির্বাচন কমিশনার এ এম এম নাসির উদ্দিন

● 'অধস্তন আদালতের বিচারকদের নিয়ন্ত্রণ ও শৃঙ্খলা বিধানের ক্ষমতা এককভাবে সুপ্রিম কোর্টের হাতে দেওয়া হলে, বিচারকদের দানবীয় আচরণের শিকার হওয়া থেকে রক্ষা করতে পারব না।' - বাংলাদেশের প্রধান আইন কর্মকর্তা অ্যাটর্নি জেনারেল মো. আসাদুজ্জামান।

● বাংলাদেশের মাটি কখনোই ভারতবিরোধী কাজে ব্যবহার হবে না - ভারতে নিযুক্ত বাংলাদেশের হাইকমিশনার রিয়াজ হামিদুল্লাহ বাংলাদেশে ব্যাংকিং খাতে যেভাবে লুটপাট হয়েছে, তা আর কোনো দেশে হয়নি - বাংলাদেশের অর্থ উপদেষ্টা ড. সালেহউদ্দিন আহমেদ

ট্রাম্প-পুতিনের দীর্ঘ প্রতীক্ষিত সাক্ষাৎ ১৫ আগষ্ট, আলাস্কায়

পরিচয় ডেস্ক : আলাস্কায় রাশিয়ার প্রেসিডেন্ট ভ্লাদিমির পুতিনের সঙ্গে বৈঠক করবেন মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প। আগামী ১৫ আগস্ট এ বৈঠক অনুষ্ঠিত হবে বলে জানিয়েছেন তিনি।

শুক্রবার (৮ আগস্ট) ট্রুথ সোশালে দেওয়া পোস্টে ট্রাম্প এই বৈঠককে 'দীর্ঘ প্রতীক্ষিত সাক্ষাৎ' হিসেবে উল্লেখ করেন এবং বিস্তারিত তথ্য পরে জানানো হবে বলে জানান।

রুশ সংবাদ সংস্থা রিয়া নভোস্তির খবরে বলা হয়, রাশিয়ার এক প্রতিনিধি জানিয়েছেনড়আলাস্কায় মস্কো ও ওয়াশিংটনের অর্থনৈতিক স্বার্থবং বড় ধরনের প্রকল্পের সম্ভাবনা রয়েছে। তিনি আরও জানান, ভবিষ্যতে বৈঠক রাশিয়াতেও হতে পারে, কারণ পুতিন ট্রাম্পকে আনুষ্ঠানিকভাবে আমন্ত্রণ জানিয়েছেন। তবে আলাস্কা সম্মেলনের কোনো আনুষ্ঠানিক আলোচ্যসূচি এখনও প্রকাশ করা হয়নি। যুক্তরাষ্ট্রের এ অঙ্গরাজ্যটি বেয়ারিং প্রণালীর ওপারে রাশিয়ার সীমানার কাছাকাছি অবস্থিত এবং ১৮৬৭ সালে রুশ সাম্রাজ্য থেকে যুক্তরাষ্ট্র কিনে নেয় এবং এর ঐতিহাসিক গুরুত্ব রয়েছে।

এর আগে ক্রেমলিনে পুতিন ট্রাম্পের বিশেষ দূত স্টিফেন উইটকফকে তিন ঘণ্টারও বেশি সময় ধরে বৈঠকে আমন্ত্রণ জানান। আলোচনায় ইউক্রেন পরিস্থিতি ও দুই দেশের কৌশলগত সহযোগিতা বৃদ্ধির সম্ভাবনা নিয়ে মতবিনিময় হয়।

মার্কিন অস্ত্র কেনার পরিকল্পনা স্থগিত করল ভারত

পরিচয় ডেস্ক : প্রেসিডেন্ট ট্রাম্পের অতিরিক্ত শুল্ক চাপানোর প্রতিক্রিয়ায় দেশটি থেকে অস্ত্র কেনার পরিকল্পনা স্থগিত করেছে ভারত। পরিকল্পনা সম্পর্কে অবগত এমন তিনজন ভারতীয় কর্মকর্তার বরাতে শুক্রবার (৮ আগস্ট) বার্তা সংস্থা রয়টার্স এক প্রতিবেদনে এ তথ্য জানায়।

এ ছাড়া মার্কিন অস্ত্র ক্রয়ের জন্য চলতি মাসের (আগস্ট) শেষ দিকে ওয়াশিংটন সফরে যাওয়ার কথা ছিল ভারতের কেন্দ্রীয় পরিকল্পনামন্ত্রী রাজনাথ সিংয়ের। সেই সফরসূচিও বাতিল করা হয়েছে।

এদিকে, রয়টার্স এই প্রতিবেদন প্রকাশের পর ভারতের কেন্দ্রীয় সরকার এক বিবৃতিতে যুক্তরাষ্ট্রের কাছ থেকে অস্ত্র ক্রয় স্থগিতের তথ্যকে 'মিথ্যা ও বানোয়াট' উল্লেখ করেছে। তারা বলেছে, ভারত যুক্তরাষ্ট্রের কাছ থেকে অস্ত্র কিনবে এবং 'বিদ্যমান পদ্ধতিতে' এ সংক্রান্ত প্রক্রিয়া অগ্রসর হচ্ছে।

এর আগে, নিষেধ করা সত্ত্বেও রাশিয়া থেকে জ্বালানি তেল ক্রয় অব্যাহত রাখায় ক্ষুব্ধ হয়ে গত ৬ আগস্ট ভারতের ওপর নতুন করে

বাকি অংশ ৪২ পৃষ্ঠায়

গৃহহীনদের সুরক্ষা মন্ত্রী রুশনারা আলী নিজেই অনৈতিকভাবে উচ্ছেদ করলেন তার ভাড়াটে, হারালেন মন্ত্রীত্ব!

পরিচয় ডেস্ক : বাংলাদেশি বংশোদ্ভূত ব্রিটিশ এমপি রুশনারা আলী যুক্তরাজ্যের গৃহহীনবিষয়ক মন্ত্রীর পদ থেকে পদত্যাগ করেছেন। পূর্ব লন্ডনে নিজের মালিকানাধীন একটি টাউনহাউস থেকে ভাড়াটেদের উচ্ছেদ করে ভাড়া একলাফে ৭০০ পাউন্ড বাড়ানোর ঘটনায় তীব্র সমালোচনার মুখে পড়ে তিনি এই সিদ্ধান্ত নেন। বৃহস্পতিবার (৭ আগস্ট) প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয় ১০ ডাউনিং স্ট্রিট তার পদত্যাগের বিষয়টি নিশ্চিত করেছে। খবর বিবিসির।

রুশনারা আলী ২০১০ সাল থেকে টানা টাওয়ার হ্যামলেটসের বেথনাল গ্রিন ও স্টেপনি আসন থেকে নির্বাচিত হয়ে আসছেন এবং যুক্তরাজ্যের পার্লামেন্টের প্রথম বাংলাদেশি বংশোদ্ভূত এমপি হিসেবে পরিচিত। গত বছরের নির্বাচনে লেবার পার্টির প্রার্থী হয়ে পঞ্চমবারের মতো জয়ী হওয়ার পর তাকে গৃহায়ন, কমিউনিটি ও স্থানীয় সরকার মন্ত্রণালয়ের পার্লামেন্টারি আন্ডার সেক্রেটারি বা 'হোমলেসনেস মিনিস্টার' পদে নিয়োগ দেওয়া হয়। এটি ছিল তার প্রথম মন্ত্রীত্ব।

বিতর্কের সূত্রপাত হয় তার মালিকানাধীন বো এলাকার একটি বাড়ি নিয়ে। সেখানে চারজন ভাড়াটে ৩ হাজার ৩০০ পাউন্ড মাসিক ভাড়ায় বসবাস করছিলেন। চুক্তির মেয়াদ শেষে গত

বাকি অংশ ৪২ পৃষ্ঠায়

পোস্টাল ব্যালটের মাধ্যমে ভোট , প্রবাসী বাংলাদেশীদের সুখবর দিলো ইসি

পরিচয় ডেস্ক : প্রবাসী ভোটারদের পোস্টাল ব্যালটের মাধ্যমে ভোট দেওয়ার ব্যবস্থা নিশ্চিত করতে যাচ্ছে ইসি। এ ক্ষেত্রে প্রার্থী চূড়ান্ত হওয়ার আগেই দলীয় ও স্বতন্ত্র প্রার্থীদের জন্য বরাদ্দ করা প্রতীকসহ ব্যালট পেপার প্রবাসী ভোটারদের কাছে পাঠানো হবে। বৃহস্পতিবার (৭ আগস্ট) নির্বাচন কমিশনের এক মিটিং শেষে সংবাদিকদের এসব কথা জানান নির্বাচন কমিশনার (ইসি) ব্রিগেডিয়ার জেনারেল (অব.) আবুল ফজল মো. সানাউল্লাহ।

তিনি বলেন, প্রবাসী ভোটারদের ভোট দিতে হলে অনলাইনে রেজিস্ট্রেশন করতে হবে।

বাকি অংশ ৩১ পৃষ্ঠায়

কানাডায় ১৮০০ শতাংশ বেড়েছে ইসলামবিদ্বেষ ও ঘৃণাজনিত অপরাধ

পরিচয় ডেস্ক : উত্তর আমেরিকার দেশ কানাডায় ইসলামবিদ্বেষ ও ফিলিস্তিন-বিরোধী ঘৃণাজনিত অপরাধ উদ্বেগজনক হারে বেড়েছে। ২০২৩ সালের ৭ অক্টোবর গাজায় ইসরায়েলি আগ্রাসনের পর থেকে এ ধরনের অপরাধের হার বেড়েছে প্রায় ১৮০০ শতাংশ। বৃহস্পতিবার (৭ আগস্ট) এ তথ্য প্রকাশ করেছে তুরস্কভিত্তিক সংবাদমাধ্যম টিআরটি ওয়ার্ল্ড।

টিআরটি ওয়ার্ল্ডের প্রতিবেদনে বলা হয়, গাজায় ইসরায়েল সামরিক অভিযান শুরুর পরপরই কানাডার বিভিন্ন প্রদেশে ইসলামোফোবিয়া ও ফিলিস্তিনবিরোধী বিদ্বেষমূলক কর্মকাণ্ড ব্যাপকভাবে বৃদ্ধি পেয়েছে। এই পরিসংখ্যান উঠে এসেছে ইয়র্ক বিশ্ববিদ্যালয়ের ইসলামোফোবিয়া রিসার্চ হাবের গবেষক নাদিয়া হাসান পরিচালিত এক গবেষণা প্রতিবেদনে।

অটোয়ায় আয়োজিত এক সংবাদ সম্মেলনে নাদিয়া হাসান বলেন, 'গত বছরের ৭ অক্টোবরের পর থেকে কানাডায় ইসলামবিদ্বেষ, ফিলিস্তিনবিরোধী এবং আরব-বিরোধী বর্ণবাদ জীবনের বিভিন্ন স্তরে প্রভাব ফেলছে।'

গবেষণাটি তৈরি করা হয়েছে ১৬টি কানাডীয় সংগঠনের

বাকি অংশ ৩১ পৃষ্ঠায়

পরিচয়
BANGLA WEEKLY THE PARICHOY

সম্পাদক: নাজমুল আহসান
Editor & Publisher: M. Najmul Ahsan
37-12, 75th Street, Suite 204, Jackson Heights, NY 11372, USA
Tel: 718.607.7014 | Fax: 718.559.4835
Email: parichoyny@gmail.com | web: www.parichoy.com

‘মাস্ক ভাল মানুষ, তবে ওর সময় খারাপ যাচ্ছে’! কেন এমন বললেন ট্রাম্প? সম্পর্ক উন্নতির ইঙ্গিত কি

পরিচয় ডেস্ক : আমেরিকার প্রেসিডেন্ট নির্বাচনের আগে প্রচারে ধনকুবের তথা টেসলা-কর্তা ইলন মাস্ককে পাশে পেয়েছিলেন ডোনাল্ড ট্রাম্প। ক্ষমতায় আসার পর ট্রাম্প প্রশাসনে বিশেষ গুরুত্ব পান মাস্ক। তবে সম্প্রতি সেই সম্পর্ক তলানিতে ঠেকেছে। এক সময়ের বন্ধু এখন তাঁর অন্যতম ‘শত্রু’। মাস খানেক আগে দুই ‘বন্ধু’র বিরোধ চরমে উঠেছিল। কথা হচ্ছে, ইলন মাস্ক এবং ডোনাল্ড ট্রাম্পের। দু’জনের সম্পর্ক ঠেকেছিল তলানিতে। তবে পরিস্থিতি পাল্টেছে, সময় গড়িয়েছে। মার্কিন প্রেসিডেন্ট ট্রাম্প মনে করেন, খারাপ মানুষ নন মাস্ক। তবে সময় খারাপ যাচ্ছে তাঁর!

সম্প্রতি সমীক্ষা সংস্থা ‘গ্যালপ’-এর একটি রিপোর্ট প্রকাশ্যে এসেছে। সেই রিপোর্টে দেখা গিয়েছে, জানুয়ারির তুলনায় আমেরিকায় মাস্কের জনপ্রিয়তা অনেকটা কমেছে! সেই বিষয়ে ট্রাম্পকে প্রশ্ন করা হলে তিনি সাংবাদিকদের বলেন, ‘‘আমি জানি না ওই সমীক্ষা সঠিক কি না। তবে আমার মনে হয়, ও (মাস্ক) এক জন ভাল মানুষ। তবে তার সময় খারাপ সময় যাচ্ছে। কিন্তু অবশ্যই ও ভাল মানুষ, এটা আমার বিশ্বাস।’’ উল্লেখ্য, গত ৭ থেকে ২১ জুলাই পর্যন্ত ‘গ্যালপ’ একটি সমীক্ষা চালায়। তারা হাজার জন আমেরিকানের কাছে ১৪ জন বিশিষ্ট ব্যক্তির সম্পর্কে জানতে চায়। সেই ১৪ জনের মধ্যে ছিলেন যেমন মাস্ক, তেমনই ছিলেন ইজরায়েলের প্রধানমন্ত্রী বেঞ্জামিন নেতানিয়াহু, ইউক্রেনের প্রেসিডেন্ট ভলোদিমির জ□লেনস্কি, প্রাক্তন মার্কিন প্রেসিডেন্ট জো বাইডেন, পোপ লিও চতুর্দশও। সেই সমীক্ষায় দেখা গিয়েছে, জানুয়ারির তুলনায় জুলাইয়ে মাস্কের জনপ্রিয়তা কমেছে ২৪ পয়েন্ট। ৬১ শতাংশ উত্তরদাতা মাস্কের সম্পর্কে নেতিবাচক মতামত দিয়েছেন। তবে ৩৩ শতাংশ উত্তরদাতার পছন্দের তালিকায় ছিলেন মাস্ক। বাকি ছয় শতাংশ মুখ খুলতে চাননি মাস্কের সম্পর্কে। আমেরিকার প্রেসিডেন্ট নির্বাচনের আগে প্রচারে ধনকুবের তথা টেসলা-কর্তা মাস্ককে পাশে পেয়েছিলেন ট্রাম্প। রিপাবলিকান প্রার্থীর প্রতি মাস্ক সম্পূর্ণ সমর্থন জানিয়েছিলেন। ট্রাম্পের হয়ে প্রচারও করেছেন। ক্ষমতায় আসার পর ট্রাম্প প্রশাসনে বিশেষ গুরুত্ব পান মাস্ক। তাঁকে প্রেসিডেন্টের বিশেষ পরামর্শদাতা হিসাবে নিয়োগ করা হয়েছিল। তাঁর জন্য গড়ে দেওয়া হয়েছিল আলাদা একটি দফতর। সেই সরকারি দক্ষতা বিষয়ক দফতর (ডিওজিই)-এর কাজ ছিল অপ্রয়োজনীয় খরচে কাটছাঁট করে সরকারের সাশ্রয়ের ব্যবস্থা করা। ট্রাম্প এবং মাস্কের ঘনিষ্ঠতা দিন দিন বাড়ছিল। কিন্তু সম্প্রতি একটি বিলকে কেন্দ্র করে দু’জনের মধ্যে বিরোধ শুরু হয়। যে বিলকে ট্রাম্প ‘বড় ও সুন্দর’ বলে ব্যাখ্যা করেছিলেন, প্রকাশ্যে তার সমালোচনা শুরু করেন। এক সময়ের মধুর সম্পর্ক তিক্ততার রূপ নেয়। ট্রাম্পকে ব্যক্তিগত আক্রমণ করতেও ছাড়েননি মাস্ক। ডিওজিই ছেড়ে দেন তিনি। তবে মার্কিন কংগ্রেসের উভয়কক্ষে পাশ হওয়ার পর আইনে পরিণত হয়েছে ট্রাম্পের সেই ‘বড় ও সুন্দর’ বিল। তার পরই নিজের নতুন রাজনৈতিক দলের ঘোষণা করেন মাস্ক। নাম দিয়েছেনন ‘আমেরিকা পার্টি’। তবে মাস্কের দলকে গুরুত্ব দিতে নারাজ বলেও জানিয়েছিলেন ট্রাম্প।

ট্রাম্পকে সমর্থন করে টেসলার জনপ্রিয়তা খুইয়েছেন মাস্ক

পরিচয় ডেস্ক : মার্কিন বৈদ্যুতিক গাড়ি নির্মাতা প্রতিষ্ঠান টেসলা বহু বছর ধরে যুক্তরাষ্ট্রের বাজারে জনপ্রিয়তার (গ্রাহক আনুগত্যে) শীর্ষে ছিল। কিন্তু সিইও ইলন মাস্ক গত বছরের জুলাইয়ে মার্কিন নির্বাচনের আগে ডোনাল্ড ট্রাম্পকে সমর্থন জানানোর পর এই জনপ্রিয়তা হঠাৎ করেই কমে গেছে। গবেষণা সংস্থা এসঅ্যান্ডপি গ্লোবাল মোবিলিটি এমন তথ্য জানিয়েছে। এসঅ্যান্ডপি এই তথ্য বার্তা সংস্থা রয়টার্সের সঙ্গে শেয়ার করেছে।

এসঅ্যান্ডপির তথ্য অনুযায়ী, ২০২৪ সালের জুনে টেসলার জনপ্রিয়তা বা ব্র্যান্ড আনুগত্য ছিল সর্বোচ্চ পর্যায়ে। সে সময় নতুন গাড়ি কিনতে গিয়ে টেসলামালিকদের ৭৩ শতাংশ আবারও টেসলাই কিনেছিল। কিন্তু জুলাইয়ে পেনসিলভানিয়ায় ট্রাম্পের ওপর হামলার পর মাস্ক প্রকাশ্যে রিপাবলিকান প্রার্থীর প্রতি সমর্থন জানালে এই আনুগত্যের হার দ্রুত কমতে থাকে। বাকি অংশ ৩৬ পৃষ্ঠায়

ভেনেজুয়েলার প্রেসিডেন্টকে ধরতে পুরস্কার দ্বিগুণ - ৫০ মিলিয়ন ডলার করল যুক্তরাষ্ট্র

পরিচয় ডেস্ক : মাদক চোরাচালান এবং আন্তর্জাতিক অপরাধী চক্রের সঙ্গে যোগসাজশের অভিযোগে ভেনেজুয়েলার প্রেসিডেন্ট নিকোলাস মাদুরোর বিরুদ্ধে গ্রেপ্তারি পরোয়ানা ও পুরস্কার ঘোষণা করেছিল যুক্তরাষ্ট্র। এবার গ্রেপ্তারে সহায়ক তথ্য প্রদানকারীদের জন্য পুরস্কার দ্বিগুণ করে ৫০ মিলিয়ন ডলার ঘোষণা করেছে প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্পের প্রশাসন। ৭ আগষ্ট বৃহস্পতিবার যুক্তরাষ্ট্রের অ্যাটর্নি জেনারেল পাম বন্ডি এক ভিডিও বার্তায় এ ঘোষণা দেন। এক্স (সাবেক টুইটার)-এ পোস্ট করা ওই ভিডিওতে তিনি অভিযোগ করেন, মাদুরো ত্রেন দে আরাগুয়া এবং সিনালোয়া কার্টেলএর মতো কুখ্যাত অপরাধী গোষ্ঠীগুলোর সঙ্গে মিলে কাজ করছেন। ভেনেজুয়েলার পররাষ্ট্রমন্ত্রী ইভান গিল এই ঘোষণাকে ‘ইতিহাসের সবচেয়ে হাস্যকর প্রচারণা’ বলে আখ্যায়িত বাকি অংশ ৩৪ পৃষ্ঠায়

ফিলিস্তিন রাষ্ট্রকে স্বীকৃতি দেওয়ার বিষয়ে যা বললো যুক্তরাষ্ট্র

পরিচয় ডেস্ক : যুক্তরাষ্ট্রের ফিলিস্তিন রাষ্ট্রকে স্বীকৃতি দেওয়ার কোনো পরিকল্পনা নেই বলে জানিয়েছেন মার্কিন ভাইস-প্রেসিডেন্ট জেডি ভ্যান্স। শুক্রবার কেন্টের চিভনিং হাউসে (পররাষ্ট্রমন্ত্রীর সরকারি গ্রামীণ বাসভবন) ব্রিটিশ পররাষ্ট্রমন্ত্রী ডেভিড ল্যামির সঙ্গে বৈঠকে তিনি এই মন্তব্য করেন।

যুক্তরাজ্য জানিয়েছে, ইসরায়েল নির্দিষ্ট কিছু শর্ত পূরণ না করলে তারা সেপ্টেম্বর মাসে ফিলিস্তিন রাষ্ট্রকে স্বীকৃতি দেবে। তবে মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প এ পথে হাঁটেননি এবং মনে করেন যে ফিলিস্তিন রাষ্ট্রকে স্বীকৃতি দেওয়া মানে হামাসকে পুরস্কৃত করা।

গাজায় চলমান যুদ্ধ নিয়ে যুক্তরাষ্ট্র ও যুক্তরাজ্যের দৃষ্টিভঙ্গির এই পার্থক্যই ভ্যান্স ও ল্যামির আলোচ্য বিষয়গুলোর একটি ছিল।

ল্যামির পাশে দাঁড়িয়ে ভ্যান্স বলেন, ‘যুক্তরাজ্য তাদের সিদ্ধান্ত নেবে। আমাদের ফিলিস্তিন রাষ্ট্রকে স্বীকৃতি দেওয়ার কোনো পরিকল্পনা নেই। সেখানে কার্যকর কোনো সরকার নেইড় এই অবস্থায় ফিলিস্তিন রাষ্ট্রকে স্বীকৃতি দেওয়ার প্রকৃত অর্থ কী হবে, আমি তা জানি না।’

ভাইস-প্রেসিডেন্ট বলেন, যুক্তরাষ্ট্র চায় হামাসকে সম্পূর্ণভাবে নির্মূল করা হোক, যাতে ইসরায়েলি বেসামরিকদের ওপর আর কোনো বাকি অংশ ৩৪ পৃষ্ঠায়

যুক্তরাষ্ট্রে বিদেশি শিক্ষার্থী ঠেকাতে ট্রাম্প-মিলারের গোপন নীতি, কী হবে ভবিষ্যতে

পরিচয় ডেস্ক : গত কয়েক মাস ধরে মার্কিন বিশ্ববিদ্যালয়গুলোতে এক নীরব কিন্তু গভীর রূপান্তর ঘটছে। এর মাধ্যমে দীর্ঘকাল ধরে বিদেশি শিক্ষার্থীদের প্রতি যুক্তরাষ্ট্রের উচ্চশিক্ষা ব্যবস্থা যে উন্মুক্ত নীতির চর্চা করে এসেছে, তা প্রশ্নের মুখে পড়েছে। ২০২৫ সালে ট্রাম্প প্রশাসনের অধীনে এই পরিবর্তন শুরু হয়েছিল ক্যাম্পাসগুলোতে ইহুদি-বিরোধী কর্মকাণ্ডের প্রতিক্রিয়া হিসেবে। তবে কিছুদিনের মধ্যেই এটি এমন এক কৌশলে রূপ নিয়েছে, যার মূল লক্ষ্য হলো মার্কিন বিশ্ববিদ্যালয়গুলোকে বিদেশি শিক্ষার্থীদের ওপর নির্ভরশীলতা কমাতে বাধ্য করা।

এই বিষয়ে টাইমস অব ইন্ডিয়ার এক প্রতিবেদনে বলা হয়েছে, এই প্রক্রিয়ার কেন্দ্রে রয়েছে কলাম্বিয়া ইউনিভার্সিটির সঙ্গে মার্কিন সরকারের একটি বিতর্কিত সমঝোতা। মূলত ৪০ কোটি ডলারের গবেষণা তহবিল আটকে রেখে ওই বিশ্ববিদ্যালয়কে একটি গোপন ধারা মানতে বাধ্য করা হয়। এই ধারায় বলা হয়েছেড়বিশ্ববিদ্যালয়টিকে তার অর্থনৈতিক মডেল পুনর্মূল্যায়ন করতে হবে এবং বিদেশি শিক্ষার্থীদের টিউশন-ফি নির্ভরতা কমাতে হবে। যদিও এই শিক্ষার্থীরাই সাধারণত অধিক ফি প্রদান করে বিশ্ববিদ্যালয়ের আয় বৃদ্ধিতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখেন।

এই পরিবর্তনের মূল পরিকল্পনাকারী হচ্ছেন ট্রাম্পের উপপ্রধান উপদেষ্টা স্টিফেন মিলার। তার দীর্ঘদিনের অভিবাসনবিরোধী অবস্থান এখন শিক্ষাক্ষেত্রে বিস্তার লাভ করছে। বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রশাসনের সঙ্গে গোপন বৈঠকে মিলার ও তাঁর সহযোগীরা এই ধরনের চুক্তি চাপিয়ে দিচ্ছেন, যেখানে শিক্ষার্থীর সংখ্যা নয়, বরং তাদের জাতীয়তা হয়ে উঠছে মূল বিষয়।

ব্রাউন ইউনিভার্সিটির উদাহরণ প্রমাণ করে এই কৌশল কতটা সুনির্দিষ্ট লক্ষ্যে এগিয়ে যাচ্ছে। সেখানে বিদেশি শিক্ষার্থীর সংখ্যা তুলনামূলক কম হওয়ায় তাদের ওপর কলাম্বিয়ার মতো কোনো চাপ প্রয়োগ করা হয়নি। এতে স্পষ্ট বোঝা যাচ্ছে, যেসব প্রতিষ্ঠান বৈশ্বিক পরিচয়ে দৃঢ়, বাকি অংশ ৩৮ পৃষ্ঠায়

আবারো টানাপড়েনের পথে ভারত-যুক্তরাষ্ট্র সম্পর্ক

পরিচয় ডেস্ক : শীতল যুদ্ধের সময়ে ভারত-যুক্তরাষ্ট্র সম্পর্ক ছিল সংশয়ের, অবিশ্বাসের ও দূরত্বের। একদিকে সোভিয়েতঘনিষ্ঠ ভারত, অন্যদিকে পাকিস্তানঘেঁষা যুক্তরাষ্ট্র। এ ভূকৌশলগত বিভাজনে দুই দেশের মধ্যে তৈরি হয়েছিল দ্বিধান্বিত সম্পর্কের দীর্ঘ অধ্যায়। তবে একবিংশ শতাব্দীতে এসে বদলাতে থাকে দৃশ্যপট। গণতান্ত্রিক মূল্যবোধ, অর্থনৈতিক অংশীদারত্ব ও নিরাপত্তা কৌশল একসঙ্গে মিলে দুই রাষ্ট্রকে কাছাকাছি আনে। কোয়াড জোট, ইন্দো-প্যাসিফিক কৌশল ও প্রযুক্তিগত সহযোগিতার মঞ্চে ভারত হয়ে ওঠে ওয়াশিংটনের গুরুত্বপূর্ণ অংশীদার। ট্রাম্প ও মোদির পারস্পরিক রসায়নও সেই উষ্ণতার প্রতীক হয়ে উঠেছিল। ডোনাল্ড ট্রাম্প যখন দ্বিতীয় মেয়াদে হোয়াইট হাউজে ফেরেন দিল্লিতেও বেজেছিল ঢোল-নাগড়া। এক সময় মোদি বলেছিলেন 'আবকি বার, ট্রাম্প সরকার'। আর ট্রাম্প বলেছিলেন 'হাউডি মোদি'। কূটনীতিক মহলে আলোচনা ছিল ট্রাম্প ফিরলে ভারত 'স্পেশাল ট্রিটমেন্ট' পাবে। কিন্তু ছয় মাস পেরোতেই উল্টো চাপের মুখে ভারত। ওই 'মিষ্টি মুহূর্ত' ভেঙে এখন শুরু হয়েছে শুল্কের কশাঘাত, বাণিজ্যযুদ্ধ।

গত ৩১ জুলাই ভারতের ওপর ২৫ শতাংশ শুল্ক আরোপ

করেন মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প। রাশিয়ার কাছ থেকে তেল কেনায় ক্ষুব্ধ ট্রাম্প গত ০৫ আগষ্ট নয়াদিল্লির ওপর চাপিয়েছেন আরো ২৫ শতাংশ শুল্ক। ফলে ভারতীয় পণ্যে মোট শুল্ক দিতে হবে ৫০ শতাংশ। ০৫ আগষ্টই ডোনাল্ড ট্রাম্প এ-সংক্রান্ত নির্বাহী আদেশে সই করেছেন। আজ থেকে ২০ দিন পর এ শুল্ক কার্যকর হবে। পাল্টা জবাব দিয়েছে ভারতও। দেশটির পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয় বলছে, অতিরিক্ত শুল্ক আরোপ 'অন্যায্য, অযৌক্তিক ও অন্যায়'। জাতীয় স্বার্থ রক্ষায় পদক্ষেপ নেয়ার ঘোষণাও দিয়েছে নয়াদিল্লি। বিশ্লেষকরা বলছেন, ভারতের সঙ্গে বাণিজ্যযুদ্ধের নতুন দুয়ার খুলল হোয়াইট হাউজ, যা বদলে দিতে পারে ভারত-যুক্তরাষ্ট্র সম্পর্কের সমীকরণ। বদলে দিতে পারে দক্ষিণ এশিয়ার ভূরাজনীতিও।

কিন্তু ভারতের ওপর কেন এত ক্ষুব্ধ ট্রাম্প। বিশ্লেষকরা বলছেন, ট্রাম্প যে ইউক্রেন যুদ্ধ থামাতে পারছেন না তার খেসারত দিতে হচ্ছে নয়াদিল্লিকে। আলোচনায় না পেরে রাশিয়ার তেল বাণিজ্যে আঘাত করতে চান ট্রাম্প। সেখানে রুশ তেলের বড় ক্রেতা যুক্তরাষ্ট্রের বন্ধুরাষ্ট্র ভারত। ইউক্রেন যুদ্ধের আগে ভারতের তেল আমদানির তালিকায় রাশিয়ার বাকি অংশ ৪১ পৃষ্ঠায়

মার্কিন শুল্কারোপ: যুক্তরাষ্ট্রের সঙ্গে আপস না করার ঘোষণা মোদির

পরিচয় ডেস্ক : যুক্তরাষ্ট্রের প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প ভারতীয় পণ্যের ওপর 'দ্বিগুণ' শুল্ক আরোপ করার একদিন পর কড়া বার্তা দিয়েছেন ভারতের প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি। তিনি জোর দিয়ে বলেছেন, কৃষক ও জেলেদের স্বার্থে ভারত কোনোভাবেই আপস করবে না।

বৃহস্পতিবার (৭ আগস্ট) এক প্রতিবেদনে এই তথ্য জানিয়েছে ভারতীয় সংবাদমাধ্যম এনডিটিভি। দিল্লিতে 'এম এস স্বামীনাথন জন্মশতবার্ষিকী' উপলক্ষে এক সম্মেলনে ভাষণ দিতে গিয়ে মোদি বলেন, "আমাদের কাছে কৃষকদের স্বার্থই সবার আগে। ভারত কখনো কৃষক, মৎস্যজীবী বা খামারিদের স্বার্থে আপস করবে না। আমরা জানি, এর জন্য বড় মূল্য দিতে হতে পারে, তবুও আমরা তৈরি।"

যুক্তরাষ্ট্র ভারতের কৃষি ক্ষেত্রে আরো বেশি প্রবেশাধিকারের দাবি জানিয়েছে। বিশেষত, ভুট্টা, সয়াবিন ও তুলো রপ্তানির পথ খুলে দিতে চায় তারা। তবে ভারত সরকার এখনই কৃষি ও দুগ্ধখাত পুরোপুরি উন্মুক্ত করতে রাজি নয়। কারণ এর ফলে দেশের কৃষকরা ক্ষতিগ্রস্ত হতে পারেন, এমন আশঙ্কা রয়েছে। বাণিজ্য চুক্তিতে না পৌঁছানোয় যুক্তরাষ্ট্র ভারতের উপর ইতিমধ্যেই ২৫ বাকি অংশ ৪১ পৃষ্ঠায়

মার্কিন অর্থনীতিকে চাপে রেখেই শুল্ক কার্যকর করছেন ট্রাম্প

পরিচয় ডেস্ক : মার্কিন অর্থনীতিকে চাপের মধ্যে রেখেই প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প কয়েক ডজন দেশের ওপর উচ্চ আমদানি কর আরোপ শুরু করেছেন। ট্রাম্পের শুল্ক হুমকি ইতোমধ্যে যুক্তরাষ্ট্রের অর্থনীতির দৃশ্যমান ক্ষতিসাধন করেছে। বৃহস্পতিবার মধ্যরাতেই ৬০টিরও বেশি দেশ এবং ইউরোপীয় ইউনিয়নের (ইইউ) পণ্যের ওপর ১০ শতাংশ বা তার বেশি শুল্ক আরোপ করা হয়েছে। বার্তা সংস্থা এপির এক প্রতিবেদনে এসব তথ্য উঠে এসেছে।

প্রতিবেদনে বলা হয়, ইইউ, জাপান এবং দক্ষিণ কোরিয়ার পণ্যের ওপর ১৫ শতাংশ কর আরোপ করা হয়েছে। যেখানে তাইওয়ান, ভিয়েতনাম এবং বাংলাদেশ থেকে আমদানির ওপর ২০ শতাংশ আরোপ করা হয়। ট্রাম্প আশা করেন ইইউ, জাপান এবং দক্ষিণ কোরিয়া নতুন করে যুক্তরাষ্ট্রে শত শত বিলিয়ন ডলার বিনিয়োগ করবে।

ট্রাম্পের একের পর বাকি অংশ ৩৬ পৃষ্ঠায়

আমেরিকায় বিনিয়োগ করলে চিপ আমদানিতে ১০০ শতাংশ শুল্ক মাফ, ট্রাম্পের ঘোষণায় কি তবে জিতলেন অ্যাপল কর্ণধার কুক!

পরিচয় ডেস্ক : আপল কম্প্যুটার এর প্রধান নির্বাহী টিম কুক জানিয়েছেন, অ্যাপল ফোন এবং ঘড়িতে যে কাচ

ব্যবহার করা হয়, তা খুব শীঘ্রই তৈরি হবে কেন্টাকিতে। আমেরিকায় বিনিয়োগ করলে চিপ আমদানিতে ১০০ শতাংশ শুল্ক মাফ, ট্রাম্পের ঘোষণায় কি তবে জিতলেন অ্যাপল কর্ণধার কুক!

আমেসংবাদমাধ্যম 'ওয়াল স্ট্রিট জার্নাল'-এ প্রকাশিত প্রতিবেদন অনুযায়ী, ৬ আগস্ট বুধবার ট্রাম্প জানান, অ্যাপল আমেরিকায় আরও ১০ হাজার কোটি ডলার বিনিয়োগের কথা ঘোষণা করেছে। ভারতীয় মুদ্রায় যার মূল্য প্রায় আট লক্ষ কোটি টাকা। তার পরেই তিনি চিপ আমদানিতে শুল্ক ছাড়ের বিষয়টি জানান। অ্যাপল নতুন করে বিনিয়োগের কথা ঘোষণা করলেও ভারত এবং চিনে তাদের উৎপাদন যে বন্ধ করছে না, তা-ও এক প্রকার স্পষ্ট করে দিয়েছে। তার পরেও ট্রাম্পের এই ঘোষণাকে অ্যাপল সংস্থার সিইও টিম কুকের বড় জয় বলে মনে করা হচ্ছে।

ট্রাম্প যখন ভারত এবং চিন থেকে আমেরিকায় রফতানি করা পণ্যের উপর অতিরিক্ত শুল্ক চাপানোর কথা ঘোষণা করেছিলেন, তখন তাঁর প্রভাব নিয়ে সতর্ক করে হুঁশিয়ারি দিয়েছিলেন কুক। বিষয়টি ভাল চোখে দেখেননি ট্রাম্প। সরাসরি জানিয়ে দেন, ভারত বা অন্য দেশে আইফোন তৈরি করলে চলবে না। আমেরিকাতেই তৈরি করতে হবে। এ বার আমেরিকায় আরও বাকি অংশ ৩৮ পৃষ্ঠায়

বিশ্বজুড়ে ট্রাম্পের নতুন শুল্ক কার্যকর, বাড়ছে উত্তেজনা

পরিচয় ডেস্ক : প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প ঘোষিত নতুন শুল্ক (ট্যারিফ) কার্যকর হয়েছে ৭ আগষ্ট মধ্যরাতে। বিশ্বজুড়ে বিভিন্ন দেশের ওপর আরোপিত এই শুল্কের ফলে বৈশ্বিক বাণিজ্যে বাকি অংশ ৪২ পৃষ্ঠায়

'প্রেসিডেন্ট হওয়ার কোনো পরিকল্পনা নেই'

ডন ডটকম জানিয়েছে, সেনাপতি আসিম মুনিরের প্রেসিডেন্ট হওয়ার গুজবকে সম্পূর্ণভাবে উড়িয়ে দিয়েছেন আইএসপিআর প্রধান।

এর আগে জুলাইয়ের শুরুতে স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী মোহসিন নাকভিও স্পষ্ট করেছিলেন, প্রেসিডেন্টকে পদত্যাগে বাধ্য করার বা সেনাপ্রধানের প্রেসিডেন্ট হওয়ার কোনো পরিকল্পনার কথা সরকারের মধ্যে নেই।

ভারতের সঙ্গে শুল্কযুদ্ধের মধ্যে যুক্তরাষ্ট্রে আসছেন পাকিস্তানের সেনাপ্রধান

পরিচয় ডেস্ক : ভারতের সঙ্গে শুল্কযুদ্ধের মধ্যে ফের যুক্তরাষ্ট্র সফরে আসছেন পাকিস্তানের সেনাপ্রধান ফিল্ড মার্শাল আসিম মুনির। বৃহস্পতিবার (৭ আগস্ট) ডন ডটকম লিখেছে, চলতি সপ্তাহে ওয়াশিংটন সফর করবেন আসিম মুনির। যেখানে তিনি মার্কিন সেনাপ্রধান ও পদস্থ সামরিক কর্মকর্তাদের সঙ্গে আলোচনা করবেন।

ভারতের ওপর অতিরিক্ত ২৫ শতাংশ পাল্টা শুল্ক চাপিয়েছেন মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প। ভারতের প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি তার ঘনিষ্ট বন্ধু হিসেবে বারবার ট্রাম্পের নাম নিলেও বাণিজ্যের ক্ষেত্রে ট্রাম্প যে একেবারে আলাদা, সেটি তার শুল্ক চাপানোর ঘোষণায় স্পষ্ট।

ভারতের ওপর বর্ধিতসহ মোট ৫০ শতাংশ

শুল্ক চাপালেন ট্রাম্প। অথচ পাকিস্তানের ওপর ট্রাম্পের চাপানো পাল্টা শুল্কের পরিমাণ মাত্র ১৯ শতাংশ। সম্প্রতি পাকিস্তানের ওপর ট্রাম্প প্রশাসনের সুনজর সব দিক থেকেই প্রকাশ পাচ্ছে। প্রথম সফরের দুই মাস না বাকি অংশ ৩৬ পৃষ্ঠায়

বিএনপির শক্ত প্রতিপক্ষ হবে জামায়াত-এনসিপি ও ‘অন্যান্য’?

পরিচয় ডেস্ক : জুলাই ঘোষণাপত্র প্রকাশের আগে তার কপি মাত্র তিনটি দলকে দেয়া হয়েছে। অন্য দলগুলোর বেশিরভাগের প্রতিনিধি প্রধান উপদেষ্টার মঙ্গলবারের অনুষ্ঠানে উপস্থিত থাকলেও তারা বিষয়টি ভালোভাবে নেননি।

সিপিবিসহ কয়েকটি বাম দল ওই অনুষ্ঠান বর্জন করেছে। তারা বলছে এটা বহুদলীয় গণতন্ত্রের পথে বাধা। বিশ্লেষকরা বলছেন, আসলে এখন বহুদল বা দ্বিদলীয় গণতন্ত্রের পথে এগোনোর কোনো ইঙ্গিত পাওয়া যাচ্ছে না। আওয়ামী লীগ নিষিদ্ধ হওয়ার পর দেশের এখন সবচেয়ে বড় দল বিএনপি। কিন্তু পরের দলগুলো বিএনপির কাছাকাছি তো দূরের কথা, বিএনপির সঙ্গে কোনো ধরনের প্রতিযোগিতাই গড়ে তুলতে সক্ষম নয়। অন্তর্বর্তী সরকারের প্রবণতা হলো, জামায়াত ও এনসিপিকে বিএনপির প্রতিদ্বন্দ্বী হিসাবে গড়ে তোলা। কিন্তু বাস্তব পরিস্থিতি একেবারেই ভিন্ন।

ঘোষণাপত্র প্রকাশের অনুষ্ঠানে ৫০টিরও বেশি দল ও সংগঠন অংশ নেয়। লোক সমাগমের উদ্দেশ্যে ঢাকার বাইরে থেকে লোক আনার জন্য ট্রেন ভাড়া করে দেয় সরকার।

গণঅধিকার পরিষদের মুখপাত্র ফারুক হাসান ডয়চে ভেলেকে বলেন,চআমরা ঘোষণাপত্র প্রকাশ অনুষ্ঠানে গিয়েছি। কিন্তু বিএনপি, জামায়াত ও জাতীয় নগরিক পার্টি (এনসিপি) - এই তিনটি দলকে আগে ঘোষণাপত্র দেয়া হয়েছে। আর কোনো দলকে দেয়া হয়নি। আমাদের খসড়াও দেয়া হয়নি। বলা হয়েছিল, ঘোষণার জন্য চূড়ান্ত করার পর দেয়া হবে, তা-ও দেয়া হয়নি। যা ঘোষণা করা হলো তা আগে আমরা কিছুই জানতাম না।”

তার কথা, “এখানে আসলে এখন কোনো গণতন্ত্রের চর্চা হচ্ছে না। ‘একটি দল্প যেরকম চায় সেরকমই হয়। আর বিএনপিসহ দুই-একটি দলের সাথে কথা বলা হয়। আসলে এখানে এখন আর দ্বিদলীয়, বহুদলীয় গণতন্ত্র বলে কিছু নাই। ‘তারা্ল যা চায়, তাই হয়। তাদের মর্জিমাফিক সবকিছু হচ্ছে।”

অনুষ্ঠানে যোগ দেয়া আরেক দল ইসলামী আন্দোলন, বাংলাদেশের যুগ্ম মহাসচিব মাওলানা আতাউর রহমান গাজী বলেন, “৫ আগস্টকে আমরা সম্মান জানিয়ে ওই *বাকি অংশ ৩১ পৃষ্ঠায়*

বৃহত্তর বাংলাদেশের মানচিত্র প্রসঙ্গে যা বললেন জয়শঙ্কর

পরিচয় ডেস্ক : ভারতের পররাষ্ট্রমন্ত্রী এস জয়শঙ্কর বলেছেন, ভারত সরকারের নজরে এসেছে যে, ভারতের কিছু অংশ নিয়ে তথাকথিত ঙবৃহত্তর বাংলাদেশ্ল-এর একটি মানচিত্র প্রকাশ করেছে বাংলাদেশের ইসলামিক সংগঠন ‘সালতানাত-ই-বাংলা’। এই সংগঠনটির পেছনে তুর্কি যুব ফেডারেশন নামের একটি তুর্কি স্বেচ্ছাসেবী সংস্থার সমর্থন রয়েছে।

রাজ্যসভায় কংগ্রেস সাংসদ রণদীপ সিং সুরজেওয়ালার প্রশ্নের জবাবে এক লিখিত বিবৃতিতে এসব কথা বলেন তিনি।

এস জয়শঙ্কর বলেন, এই ‘বৃহত্তর বাংলাদেশের’ মানচিত্রটি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রদর্শিত হয়েছিল। ভারতের জাতীয় নিরাপত্তার উপর প্রভাব ফেলে এমন ঘটনাগুলো নিবিড়ভাবে পর্যবেক্ষণ করছে সরকার। দেশের স্বার্থ রক্ষার জন্য সরকার

প্রয়োজনীয় সমস্ত ব্যবস্থা গ্রহণ করবে বলেও জানিয়েছেন তিনি।

এদিকে জয়শঙ্করকে *বাকি অংশ ৩৭ পৃষ্ঠায়*

মধ্যপ্রাচ্যে যেতে চাওয়া বাংলাদেশিদের স্বাস্থ্য পরীক্ষায় দুর্নীতি, ফেরত পাঠানো হচ্ছে দেশে

পরিচয় ডেস্ক : কাজের জন্য মধ্যপ্রাচ্যের দেশগুলোতে যাওয়ার আগে বাংলাদেশিদের যে স্বাস্থ্য পরীক্ষা করা হয়, তাতে দুর্নীতি হচ্ছে। এর ফলে বিদেশে পৌঁছার পর যখন তাঁদের আবার স্বাস্থ্য পরীক্ষা করা হয়, তখন তাঁরা উত্তীর্ণ হতে পারছেন না। স্বাস্থ্যগত কারণে অযোগ্য বিবেচিত হওয়ায় তাঁদের দেশে ফেরত পাঠানো হচ্ছে।

রাজধানীর জাতীয় প্রেসক্লাবে ৭ আগস্ট বৃহস্পতিবার এক সংবাদ সম্মেলনে গালফ হেলথ কাউন্সিল অনুমোদিত মেডিকেল সেন্টারের মালিকেরা এমনই অভিযোগ তুলেছেন।

সংবাদ সম্মেলনে লিখিত বক্তব্যে মেডিকেল সেন্টার মালিকদের সমন্বয়কারী মেজবাহ উদ্দিন সাঈদ বলেন, মধ্যপ্রাচ্যের যেসব দেশে বাংলাদেশিরা যান, তাঁদের স্বাস্থ্য পরীক্ষার জন্য উপসাগরীয় দেশগুলোর স্বাস্থ্য মন্ত্রণালয়ের সমন্বয়ে একটি বোর্ড আছে, যা গালফ হেলথ কাউন্সিল নামে পরিচিত। এর মধ্যে সৌদি আরব, সংযুক্ত আরব আমিরাত, কুয়েত, কাতার, ওমান, বাহরাইন উল্লেখযোগ্য। কাউন্সিলের কাজ হলো, উপসাগরীয় দেশগুলো যেসব দেশ থেকে জনশক্তি *বাকি অংশ ৪৫ পৃষ্ঠায়*

চড়া দামে ইলিশের স্বাদ ভুলতে বসেছে বাংলাদেশের মানুষ

পরিচয় ডেস্ক : ভরা মৌসুমেও পর্যাপ্ত ইলিশের দেখা মিলছে না বরিশালের ইলিশ মোকামে। যে পরিমাণ মাছ আসছে তা অতিরিক্ত দামের কারণে কিনতে পারছেন

না সাধারণ ক্রেতারা। আগে এমন সময়ে হাজার মণ ইলিশ এলেও বর্তমানে ১৫০-২০০ মণ ইলিশ আসছে মোকামগুলোতে। সংশ্লিষ্টরারা বলছেন, ইলিশের সরবরাহ কম থাকায় দাম কিছুটা বেশি, সরবরাহ বাড়লে দাম কমবে।

শুক্রবার (৮ আগস্ট) সকালে বরিশালের পাইকারি ইলিশের মোকাম পোর্টরোড মৎস অবতরণ কেন্দ্র ঘুরে দেখা যায়, এক কেজি ওজনের ইলিশ ২৩৫০ টাকা, দেড় কেজি ওজনের ইলিশ ২৮০০ টাকা ও ৭০০-৯০০ গ্রাম ইলিশ ২১০০ টাকা, ৫০০ গ্রাম আকারের ইলিশ ১২০০-১৫০০ টাকা ও ৩ পিসে এক কেজি আকারের ইলিশ ৮০০ টাকা দরে বিক্রি হচ্ছে। ইলিশের পাশাপাশি অন্য মাছেরও চড়া দাম দেখা গেছে।

ইলিশের আড়তগুলো ঘুরে দেখা গেছে, জেলার বড় এই মৎস্য অবতরণ কেন্দ্রটির ১৬০টির বেশি আড়তে তেমন মাছ নেই বললেই চলে। আগে যেখানে প্রতিদিন ভোরে মাছভর্তি ট্রলার *বাকি অংশ ৩৯ পৃষ্ঠায়*

বাংলাদেশ সীমান্তবর্তী এলাকায় আদিবাসীদের বন্দুকের লাইসেন্স দেবে আসাম সরকার

পরিচয় ডেস্ক : বাংলাদেশের সীমান্তবর্তী এলাকায় বসবাসরত আদিবাসী জনগোষ্ঠীর জন্য অস্ত্রের লাইসেন্স দেওয়ার উদ্যোগ নিয়েছে ভারতের আসাম রাজ্য সরকার। মুখ্যমন্ত্রী হিমন্ত বিশ্ব শর্মার ঘোষণাকে ঘিরে রাজ্যের মুসলিম জনগোষ্ঠীর মধ্যে উদ্বেগ সৃষ্টি হয়েছে। এ তথ্য জানিয়েছে বার্তা সংস্থা এএফপি এবং ভারতীয় সংবাদমাধ্যম দ্য হিন্দু।

মুখ্যমন্ত্রী হিমন্ত ৫ আগস্ট বুধবার সামাজিক যোগাযোগমাধ্যম এক্স-এ (সাবেক টুইটার) জানান, একটি নতুন ওয়েবসাইট চালু করা হচ্ছে, যেখানে সংবেদনশীল ও ঝুঁকিপূর্ণ এলাকায় বসবাসকারী আদিবাসী মানুষ অস্ত্রের লাইসেন্সের জন্য আবেদন করতে পারবেন্র

তিনি জানান, আবেদনকারীদের ক্ষেত্রে বহুস্তর বিশিষ্ট যাচাই-বাছাই প্রক্রিয়া চালানো হবে। এতে নিরাপত্তা মূল্যায়ন, আইন মানা, লাইসেন্স হস্তান্তর না করার শর্ত এবং নিয়মিত পর্যবেক্ষণ অন্তর্ভুক্ত থাকবে। জেলা প্রশাসন ও নিরাপত্তা সংস্থার মূল্যায়নের ভিত্তিতে ঝুঁকিপূর্ণ এলাকা চিহ্নিত করা হবে।

গত মে মাসে আসাম মন্ত্রিসভা সীমান্তবর্তী ও প্রত্যন্ত অঞ্চলেঙমূল বা আদিম ভারতীয় নাগরিকদেল্প অস্ত্রের লাইসেন্স দেওয়ার নীতিগত সিদ্ধান্ত নেয়। সরকারের দাবি, এসব এলাকাগুলোতে পুলিশের উপস্থিতি সীমিত এবং স্থানীয়রা নিরাপত্তাহীনতায় ভুগছেন। *বাকি অংশ ৪৯ পৃষ্ঠায়*

বাংলাদেশে সাংবাদিক হত্যা: আইন-শৃঙ্খলা নিয়ে চরম উদ্বেগ

পরিচয় ডেস্ক : একদিনের ব্যবধানে গাজীপুরে একজন সাংবাদিককে কুপিয়ে হত্যা এবং আরেকজনকে প্রকাশ্যে পিটিয়ে গুরুতর আহত করার ঘটনায় দেশের আইন-শৃঙ্খলার নাজুক পরিস্থিতি নিয়ে উদ্বেগ আরো বাড়িয়েছে।

এর আগে যেসব সাংবাদিক খুন হয়েছেন সেগুলোর বিচার না করায় যে কেউ সাংবাদিকদের ওপর হামলা চালানোর সাহস পাচ্ছে বলে মত দিয়েছেন সাংবাদিক নেতারা। দ্রুত নিয়ন্ত্রণে না আনলে পরিস্থিতি আরো খারাপের দিকে যাবে বলে আশঙ্কা করছেন বলে মানবাধিকার কর্মীরা।

অন্যদিকে দুর্বৃত্তের হামলায় আহত দৈনিক বাংলাদেশের আলো পত্রিকার প্রতিবেদক আনোয়ার হোসেন সৌরভ পেশাগত দায়িত্ব পালনে ভয় পাচ্ছেন বলে তার মা জানিয়েছেন। দুর্বৃত্তের হাতে খুন হওয়া মো. আসাদুজ্জামান তুহিনের পত্রিকা দৈনিক প্রতিদিনের কাগজ এর সম্পাদক জানিয়েছেন, খুন হওয়ার আগেও হুমকি পেয়েছিলেন তুহিন।

সাংবাদিকদের ওপর সহিংসতা বাড়ছে

গত ৬ আগষ্ট বুধবার বিকেলে গাজীপুরের সাহাপাড়া এলাকায় সৌরভকে প্রকাশ্যে পিটিয়ে গুরুতর আহত করে দুর্বৃত্তরা। একদিন পর, বৃহস্পতিবার রাতে গাজীপুরের চান্দনা চৌরাস্তা এলাকায় কুপিয়ে খুন করা হয় তুহিনকে। এসব ঘটনার ভিডিও ফেসবুকে ছড়িয়ে পড়েছে।

সাম্প্রতিক সময়ে সাংবাদিকদের ওপর হামলা বা সাংবাদিক নির্যাতনের অনেক ঘটনা ঘটেছে আইন ও সালিশ কেন্দ্রের হিসাব অনুযায়ী, গত ১ জানুয়ারি থেকে ৩০ জুন পর্যন্ত বাংলাদেশে অন্তত ১৯৬ জন সাংবাদিক বিভিন্নভাবে নির্যাতনের শিকার হয়েছেন। তাদের মধ্যে হত্যার হুমকি পেয়েছেন ৮ জন। এই সময়ে সংবাদ প্রকাশের জেরে মামলার আসামি হয়েছেন ৪৪ জন সাংবাদিক। ২০২৪ সালের জুলাই আন্দোলনের সময় পেশাগত দায়িত্ব পালনের সময় গুলিবিদ্ধ হয়ে প্রাণ হারান ছয় সাংবাদিক। আইন ও সালিশ কেন্দ্রের একজন কর্মকর্তা বলেন, জুলাই মাসে অন্তত এক ডজন সাংবাদিক হত্যা-নির্যাতনের শিকার হয়েছেন। আগামী রোববার তারা এসব তথ্য হালনাগাদ বাকি অংশ ৪৯ পৃষ্ঠায়

সাংবাদিকদের ওপর সহিংসতা বাড়ছে

পরিচয় ডেস্ক : চাঁদাবাজিসহ সন্ত্রাসী কর্মকাণ্ডের পাশাপাশি প্রভাবশালী ব্যক্তিদের দুর্নীতি উন্মোচন করতে গিয়ে চরম বিপদের মুখোমুখি হচ্ছেন দেশের সাংবাদিকরা। সত্য তুলে ধরার ক্ষেত্রে পদে পদে বাধা দেওয়া হচ্ছে তাঁদের। কথায় কথায় সন্ত্রাসীরা তাঁদের দিচ্ছে প্রাণনাশের হুমকি। এমনকি পুলিশ সদস্য বা অন্য সরকারি কর্মচারীদের দুর্নীতির বিরুদ্ধে প্রতিবেদন প্রকাশ পেলে সংশ্লিষ্ট সাংবাদিককে তলবও করা হচ্ছে।

সন্ত্রাসীদের কথা না মানলে অনেক ক্ষেত্রে নৃশংসভাবে হত্যাও করা হচ্ছে সাংবাদিকদের। গত বৃহস্পতিবার রাতে গাজীপুরে সাংবাদিক আসাদুজ্জামান তুহিনকে উপর্যুপরি কুপিয়ে ও গলা কেটে হত্যার বাকি অংশ ৪০ পৃষ্ঠায়

বাংলাদেশে ক্ষমতা বদলের এক বছর, ইউনূসেরা কী বদলে দিতে পারবেন রাজনীতির সমীকরণ?

পরিচয় ডেস্ক : বাংলাদেশের অনেকেই ২০২৪ সালের ৫ অগস্টের তুলনা টেনেছেন ১৯৭১-এর ১৬ ডিসেম্বর আর ১৯৭৫ সালের ১৫ অগস্টের সঙ্গে। তাঁদের মতে, ঢাকায় ক্ষমতার পালাবদলের গুরুত্বের নিরিখে মুক্তিযুদ্ধে জয় এবং সেনা বিদ্রোহে শেখ মুজিবুর রহমানের পতনের (এবং নিহত হওয়ার) সঙ্গেই এক সারিতে চলে আসবে গণবিক্ষোভের জেরে শেখ হাসিনার ১৬ বছরের প্রধানমন্ত্রিত্বের ইতির ঘটনা।

গত বছরের জুলাইয়ের গোড়ায় শুরু হওয়া কোটা সংস্কার আন্দোলন এবং তার পরবর্তী বৈষম্যবিরোধী ছাত্র আন্দোলন এবং রক্তাক্ত গণঅভ্যুত্থানের জেরে গত ৫ অগস্ট বাংলাদেশে

হাসিনার 'ভবিষ্যৎ'ই বা কী?

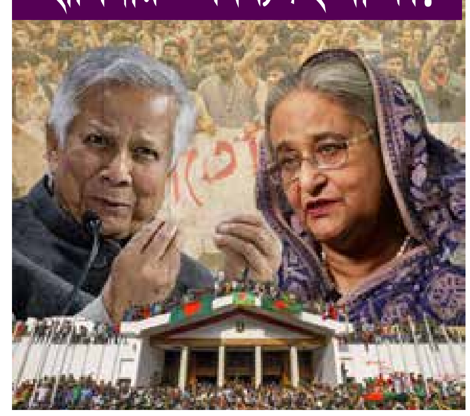

আওয়ামী লীগের সরকারের পতন হয়। বাংলাদেশ ছাড়েন তৎকালীন প্রধানমন্ত্রী হাসিনা। তার পর থেকে তিনি ভারতেই রয়েছেন। হাসিনার অনুপস্থিতিতেই তাঁর বিরুদ্ধে একাধিক মামলা রুজু হয়েছে। বৈষম্যবিরোধী ছাত্র আন্দোলনের নেতা সাইদুর রহমানের খুনের ঘটনায় বাংলাদেশের প্রাক্তন প্রধানমন্ত্রী হাসিনা-সহ ১৪৩ জনের বিরুদ্ধে অভিযোগ দায়ের হয়েছে। হাসিনা বাংলাদেশ ছাড়ার পর থেকে সে দেশের বিভিন্ন থানায় প্রায় আড়াইশোটি ফৌজদারি মামলা দায়ের হয়েছে তাঁর বিরুদ্ধে। এর মধ্যে ১৯৮টি ক্ষেত্রে খুনের অভিযোগ আনা হয়েছে। হাসিনা-সহ ১৪৩ জনের বিরুদ্ধে গ্রেফতারি পরোয়ানাও জারি করেছে বাংলাদেশের বাকি অংশ ৪০ পৃষ্ঠায়

মুসলমান নয়, বাংলাদেশে হিন্দুরাই হিন্দুদের শত্রু বললেন বিএনপি নেতা গয়েশ্বর

পরিচয় ডেস্ক : রাজনৈতিক মোড় ঘোরাতে আওয়ামী লীগ ও ভারতের জন্য বাংলাদেশে একটা দাঙ্গা প্রয়োজন বলে মন্তব্য করেছেন বিএনপির স্থায়ী কমিটির সদস্য গয়েশ্বর চন্দ্র

রায়।

বাংলাদেশে হিন্দুরাই হিন্দুদের শত্রু মন্তব্য করে তিনি বলেন, বাংলাদেশে মুসলমান নয়, হিন্দুরাই হিন্দুদের শত্রু, হিন্দুরাই হিন্দুদের ক্ষতি করে। এক ভাই (ভারতে) যায়, তিন ভাইয়ের জায়গা লিখে দিয়ে (বিক্রি করে) যায়।

রাজনৈতিক মোড় ঘোরাতে আওয়ামী লীগ ও ভারতের জন্য বাংলাদেশে একটা দাঙ্গা প্রয়োজন বলে মন্তব্য করেছেন বিএনপির স্থায়ী কমিটির সদস্য গয়েশ্বর চন্দ্র রায়।

বাংলাদেশে হিন্দুরাই হিন্দুদের শত্রু মন্তব্য করে তিনি বলেন, বাংলাদেশে মুসলমান নয়, হিন্দুরাই হিন্দুদের শত্রু, হিন্দুরাই হিন্দুদের ক্ষতি করে। এক ভাই (ভারতে) যায়, তিন ভাইয়ের জায়গা লিখে দিয়ে (বিক্রি করে) যায়।

তিনি বলেন, শেখ মুজিব বিহারি-বাঙালি দাঙ্গা লাগিয়ে, বিহারি-বাঙালি আলাদা করে ১৯৭০ এর নির্বাচনে নিরঙ্কুশ সংখ্যাগরিষ্ঠতা নিলেন- এই অঞ্চলের লোকদের বাঙালি বানিয়ে। এ ধরনের ঘটনা ঘটানোয়

ইউনূসের চিঠি পেয়েই বাংলাদেশ নির্বাচন কমিশন সক্রিয়, ডিসেম্বরে ভোটের দিন ঘোষণা করার বার্তা

পরিচয় ডেস্ক : গত বৃহস্পতিবার ৭ আগষ্ট কমিশনের আধিকারিকদের সঙ্গে বৈঠক শেষে নির্বাচন কমিশনার আবুল ফজল মহম্মদ সানাউল্লা সাংবাদিকদের জানান, আগামী ডিসেম্বর মাসে ভোটের দিন ঘোষণা করা হতে পারে।

বাংলাদেশের অন্তর্বতী সরকারের মুখ্য উপদেষ্টা মুহাম্মদ ইউনূসের চিঠি পেয়েই জাতীয় সংসদের ভোটের প্রস্তুতি শুরু করে দিল বাংলাদেশের নির্বাচন কমিশন। বৃহস্পতিবার কমিশনের আধিকারিকদের সঙ্গে বৈঠক শেষে নির্বাচন কমিশনার আবুল ফজল মহম্মদ সানাউল্লা সাংবাদিকদের জানালেন, আগামী ডিসেম্বর মাসে ভোটের দিন ঘোষণা করা হতে পারে।

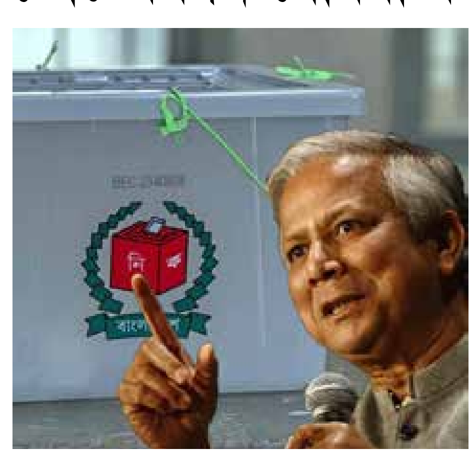

আবুল জানান, আগামী ৩১ অক্টোবর পর্যন্ত যাঁরা ভোটার হিসাবে নাম নথিভুক্ত করবেন, তাঁরা আগামী নির্বাচনে ভোট দিতে পারবেন। সেই সঙ্গে তিনি বলেন, ''প্রবাসী ভোটারদের পোস্টাল ব্যালটের মাধ্যমে ভোট দেওয়ার ব্যবস্থা নিশ্চিত করবে নির্বাচন কমিশন।'' এ ক্ষেত্রে দলীয় ও নির্দল প্রার্থীদের জন্য বরাদ্দ করা প্রতীক-সহ ব্যালট পেপার প্রবাসী ভোটারদের কাছে পাঠানো হবে বলে জানান তিনি।

৫ আগষ্ট মঙ্গলবার জাতির উদ্দেশে ভাষণে ইউনূস প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন, রমজান মাস শুরুর আগেই আগামী ফেব্রুয়ারিতে জাতীয় সংসদের নির্বাচনের আয়োজন করা হবে। এর পরে বুধবারে ভোটের আয়োজনের জন্য সব প্রস্তুতি শেষ করতে নির্বাচন কমিশনকে চিঠি পাঠিয়েছিলেন তিনি।

৭ আগষ্ট বৃহস্পতিবার নির্বাচন কমিশনার আবুল জানান, ফেব্রুয়ারি মাসে ভোট করাতে হলে নির্বাচনী বিধি মেনে দু'মাস আগে দিন ঘোষণা করতে হবে।

প্রসঙ্গত, ইউনূসের দফতরের মুখ্যসচিব এম সিরাজউদ্দিন মিঁয়া অন্তর্বতী সরকারের তরফে কমিশনকে চিঠি লিখেছিলেন। উল্লিখিত সময়সীমার মধ্যে (রমজান মাস শুরুর আগে) 'প্রত্যাশিত মানের অবাধ, সুষ্ঠু, শান্তিপূর্ণ ও উৎসবমুখর জাতীয় বাকি অংশ ৪৫ পৃষ্ঠায়

চুক্তি ছাড়াই যুক্তরাষ্ট্রের বাজারে বাংলাদেশি পণ্যের ওপর নতুন ৩৬ শতাংশ শুল্কহার কার্যকর

পরিচয় ডেস্ক : যুক্তরাষ্ট্রের বাজারে প্রবেশের জন্য বাংলাদেশি পণ্যের ওপর নতুন শুল্কহার ৭ আগষ্ট বৃহস্পতিবার থেকে কার্যকর হয়েছে। এর ফলে বাংলাদেশি পোশাকসহ বিভিন্ন রপ্তানি পণ্যে গড়ে ২০ শতাংশ পাল্টা শুল্কসহ মোট ৩৬ শতাংশ শুল্ক দিতে হবে। তবে এ বিষয়ে এখনো মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের সঙ্গে চুক্তি হয়নি বাংলাদেশ সরকারের। খসড়া তৈরি হয়েছে বলে বাণিজ্য মন্ত্রণালয় সূত্রে জানা গেছে।

ব্যবসায়ীরা বলছেন, প্রতিযোগীদের তুলনায় শুল্কের হারে বাংলাদেশ ভালো অবস্থানে রয়েছে। এ ছাড়া এই শুল্ক পরিশোধ করবেন যুক্তরাষ্ট্রের আমদানিকারকেরাই। রপ্তানিকারকদের দায়িত্ব থাকে জাহাজে পণ্য তুলে দেওয়া পর্যন্ত। তাই সিদ্ধান্ত হওয়ার পর ব্যবসায়ীরা এ বিষয়ে এখন আর খুব বেশি চিন্তিত নন। তবে শুল্ক আরও কীভাবে কমানো যায়, সে বিষয়ে আলোচনা চালিয়ে যেতে সরকারকে পরামর্শ দেন তাঁরা। এতে রপ্তানির প্রতিযোগিতায় আরও শক্ত অবস্থানে থাকতে পারবে বাংলাদেশ।

জানা যায়, গত ৩১ জুলাই (বৃহস্পতিবার) মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প বাংলাদেশসহ বিভিন্ন দেশের ওপর চূড়ান্ত শুল্কহার ঘোষণা করেন। তাতে বাংলাদেশের পাল্টা শুল্ক ৩৫ শতাংশ থেকে কমে হয় ২০ শতাংশ। যা ৭ আগস্ট থেকে কার্যকর করার ঘোষণা ছিল যুক্তরাষ্ট্র সরকারের প্রজ্ঞাপনে। মার্কিন প্রশাসনের সঙ্গে বেশ কয়েক দফা আলোচনার পর বাংলাদেশের পণ্যের ওপর শুল্ক কামানোর ঘোষণা আসে।

গত এপ্রিলে বাংলাদেশের ওপর ৩৭ শতাংশ শুল্ক ঘোষণা করেছিলেন ট্রাম্প, পরে জুলাইয়ে তা ৩৫ শতাংশে নামিয়ে আনেন।

তৈরি পোশাক কারখানা মালিকদের সংগঠন বিজিএমইএ সম্প্রতি তাদের বিবৃতিতে জানিয়েছে, এর আগে বাংলাদেশকে যুক্তরাষ্ট্রে ১৬ দশমিক ৫ শতাংশ হারে শুল্ক দিতে হতো। এখন যে ২০ শতাংশ অতিরিক্ত শুল্ক নির্ধারিত হয়েছে, তার ফলে বাংলাদেশের মোট শুল্কের হার দাঁড়িয়েছে ৩৬ দশমিক ৫ শতাংশে, যা সুনির্দিষ্টভাবে বিভিন্ন পণ্যের জন্য বিভিন্ন হারে প্রযোজ্য হবে।

নিট পোশাকশিল্পের মালিকদের সংগঠন বিকেএমইএর নির্বাহী সভাপতি ফজলে শামীম *বাকি অংশ ৩৪ পৃষ্ঠায়*

যুক্তরাষ্ট্রের তুলায় তৈরি পোশাক রপ্তানিতে কিছুটা শুল্ক ছাড় পাবে বাংলাদেশ জানালো বিজিএমইএ

পরিচয় ডেস্ক : যুক্তরাষ্ট্রের তুলা দিয়ে তৈরি পোশাক রপ্তানির ক্ষেত্রে মার্কিন শুল্কে কিছুটা ছাড় পাবে বাংলাদেশ। গত ৩১ জুলাই জারি করা পাল্টা শুল্ক নিয়ে প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্পের সর্বশেষ নির্বাহী আদেশে এমন সুযোগ রাখা হয়েছে। তবে এক্ষেত্রে মোট ব্যবহৃত তুলার ২০ শতাংশ বা তার বেশি আমদানি করতে হবে। শনিবার (২ আগস্ট) বিজিএমইএ কার্যালয়ে আয়োজিত এক সংবাদ সম্মেলনে তৈরি পোশাকমালিকদের সংগঠন বিজিএমইএ সভাপতি মাহমুদ হাসান খান এসব তথ্য জানান।

মাহমুদ হাসান খান বলেন, 'আমরা ট্রাম্পের নির্বাহী আদেশে বিষয়টি পেয়েছি। এরপরই আরও বিস্তারিত ব্যাখ্যার জন্য ইউএস প্রশাসনের সঙ্গে যোগাযোগ করেছি। ইউএস কাস্টমস যাতে বিষয়টির বাস্তবায়ন করে, সেটা নিশ্চিত হওয়ার চেষ্টা করছি। কারণ, আমাদের জন্য এটি খুবই গুরুত্বপূর্ণ। এতে আমাদের উৎপাদন খরচও কমানো সম্ভব হবে। ইউএস তুলার দামও কমে আসবে।' বর্তমানে বাংলাদেশ আফ্রিকার বিভিন্ন দেশ, অস্ট্রেলিয়া, ভারত ও যুক্তরাষ্ট্র থেকে তুলা আমদানি করে। বিজিএমইএ সভাপতি বলেন, 'আমাদের মার্কিন রপ্তানির প্রায় ৭৫ শতাংশ হচ্ছে তুলাভিত্তিক পোশাক। যুক্তরাষ্ট্রের শুল্ক-সংক্রান্ত নির্বাহী আদেশে বলা আছে, যদি ন্যূনতম ২০ শতাংশ আমেরিকার কাঁচামাল (যেমনড় আমেরিকার তুলা) ব্যবহার করা হয়, তাহলে এই অতিরিক্ত ২০ শতাংশ শুল্ক প্রযোজ্য হবে না। অর্থাৎ আমেরিকার কাঁচামাল ব্যবহার করলে আমরা বাড়তি কিছু শুল্ক ছাড় পাব।' *বাকি অংশ ১০ পৃষ্ঠায়*

ট্রাম্পের ৫০% শুল্ক: ভারতীয় কোন কোন খাত সবচেয়ে ক্ষতিগ্রস্ত হবে

পরিচয় ডেস্ক : যুক্তরাষ্ট্রের প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প ভারতের রফতানি পণ্যের ওপর শুল্ক দ্বিগুণ করে ৫০% করার সিদ্ধান্ত নিয়েছেন। ২৭ আগস্ট থেকে এই সিদ্ধান্ত কার্যকর হবে। রাশিয়া থেকে তেল আমদানি বন্ধ না করায় ভারতের বিরুদ্ধে এই প্রতিশোধমূলক পদক্ষেপ নেয়া হয়েছে বলে জানা গেছে। এই সিদ্ধান্ত ভারতীয় রফতানি খাতের জন্য এক বিশাল ধাক্কা। বিশেষ করে সামুদ্রিক খাদ্য, বস্ত্র ও পোশাক, রত্ন ও গয়না, এবং অটো পার্টস খাত এই শুল্ক বৃদ্ধির ফলে সবচেয়ে বেশি ক্ষতির মুখে পড়বে।

নিম্ন শুল্ক সুবিধা পাওয়া বাংলাদেশ, ভিয়েতনাম ও অন্যান্য দেশের তুলনায় ভারতীয় রফতানিকারকরা এখন বড় প্রতিযোগিতার মধ্যে পড়তে যাচ্ছেন। অনেক শিল্পপতি এই পরিস্থিতিকে 'ডুমসডে' বা প্রলয় সমতুল্য বলে অভিহিত করেছেন এবং অনেকেই উৎপাদন কার্যক্রম অন্য দেশে স্থানান্তরের চিন্তাভাবনা শুরু করেছেন।

স্বস্তিকা ইনভেস্টমার্ট-এর রিসার্চ প্রধান সন্তোষ মীনা বলেন, 'শুল্ক বৃদ্ধির খবরটি প্রত্যাশিত ছিল, তবে এর প্রভাব বিশাল। ২৭ আগস্ট থেকে ২৫% অতিরিক্ত শুল্ক কার্যকর হবে। এখনো আলোচনার জন্য ২০ দিন সময় আছে এবং ২৪ আগস্ট একটি মার্কিন বাণিজ্য প্রতিনিধি দল ভারত সফরে আসবে।'

বস্ত্র, রত্ন ও গয়না, চামড়া শিল্পের মতো শ্রমনির্ভর খাত সবচেয়ে বড় ধাক্কা খাবে বলে আশঙ্কা প্রকাশ করেছেন বিশ্লেষকরা। ভারতের সামুদ্রিক খাদ্য রফতানির প্রায় ৪০% মার্কিন বাজারে যায়, যার বড় অংশ চিংড়ি। ভারতের সি-ফুড এক্সপোর্টার্স অ্যাসোসিয়েশনের সভাপতি পবন কুমার বলেন, 'এই খাতে কৃষকদের ওপরও বড় প্রভাব পড়বে।' পশ্চিম উপকূলের এক রফতানিকারক জানান, প্রায় ১৫% পণ্য স্টকে থেকে যায়, যেগুলোর বিক্রি এখন বন্ধ হয়ে যেতে পারে। নতুন মৌসুম শুরু হলেও অনেক কৃষক উৎপাদন বন্ধ করে দিতে পারেন। *বাকি অংশ ৩৪ পৃষ্ঠায়*

বাংলাদেশের পিরোজপুরের কচুরিপানা রপ্তানি হচ্ছে ২৫ দেশে

পরিচয় ডেস্ক : কচুরিপানা। যা একসময় ছিল অযত্নের আগাছা। আজ সেটি হয়ে উঠেছে জীবিকার মাধ্যম। দেশের দক্ষিণ-পশ্চিমাঞ্চলের পিরোজপুর জেলার বিল অঞ্চল নাজিরপুর উপজেলার গাওখালী ইউনিয়নের সোনাপুর গ্রামের শত শত পরিবার এখন নিজেদের ভাগ্য বদলাতে শুরু করেছে এই কচুরিপানার মাধ্যমে। তারা নদীনালা, খালবিল ও পুকুর থেকে ফেলনা এই জলজ উদ্ভিদ সংগ্রহের পর শুকিয়ে, সংরক্ষণ ও প্রক্রিয়াজাতের মাধ্যমে পৌঁছে দিচ্ছে বিশ্বের ২৫টির বেশি দেশে।

স্থানীয় বাসিন্দাদের ভাষায়, 'বিনা পুঁজিতে ব্যবসা।' কারণ, কচুরিপানা কেনার খরচ নেই বললে চলে। শুধু সংগ্রহ, শুকানো ও পরিবহনের খরচ লাগে। এই কাজে যুক্ত

বাংলাদেশে জুলাইয়ে সার্বিক মূল্যস্ফীতির হার ৮.৫৫%

পরিচয় ডেস্ক : বাংলাদেশে ২০২৫ পঞ্জিকাবর্ষের জুলাইয়ে পয়েন্ট টু পয়েন্ট ভিত্তিতে সার্বিক মূল্যস্ফীতির হার ছিল ৮ দশমিক ৫৫ শতাংশ। এর আগে জুনে এ হার ছিল ৮ দশমিক ৪৮ শতাংশ। ভোক্তা মূল্যসূচক (সিপিআই) ও মূল্যস্ফীতির হার নিয়ে বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরোর (বিবিএস) আজ ৭ আগস্ট বৃহস্পতিবার প্রকাশিত *বাকি অংশ ৩৪ পৃষ্ঠায়*

THE ONLY BANGLADESHI OWNED
HOMECARE PPL FACILITATOR

DHCARE
HOMECARE
LICENSED HOME HEALTH CARE AGENCY

বাংলাদেশী মালিকানাধীন
লাইসেন্সড হোম কেয়ার এজেন্সি

আপনজনদেরকে সেবার মাধ্যমে ঘরে বসেই আয় করুন

ADDRESSES

- 172-15 Hillside Avenue Queens, NY 11432
- 2162 Westchester Ave, Bronx, NY 10462
- 3329 Bailey Ave, Buffalo, NY 14215
- 21 101 Ave, Brooklyn, NY 11208
- 136-20 38th Ave, Ste 3A2, Flushing, NY 11354
- 332 Broadway, Staten Island, NY 10310

লক্ষণীয়

- আমরা বাংলায় কথা বলি
- আমরা সর্বোচ্চ রেটে পেমেন্ট করে থাকি

CONTACT
DHCARE NY LLC
(718) 459-0180
FAX: 718-561-2834,
E-MAIL: SUPPORT@DHCARENY.COM
WEB: WWW.DHCARENY.COM

গাজা সম্পূর্ণ দখলের সিদ্ধান্ত নেতানিয়াহুর

পরিচয় ডেস্ক : ইসরায়েলি প্রধানমন্ত্রী বেনিয়ামিন নেতানিয়াহু গাজা উপত্যকাকে পুরোপুরি দখলে নেওয়ার পরিকল্পনা ঘোষণা করতে যাচ্ছেন। দেশটির গণমাধ্যমগুলো এ খবরই প্রকাশ করেছে।

দ্য জেরুজালেম পোস্ট, চ্যানেল ১২ ও ওয়াইনেট তাদের খবরে বলেছে, এই সিদ্ধান্তের ফলে ইসরায়েলি সেনাবাহিনী গাজার পুরো এলাকা জুড়ে তাদের সামরিক অভিযান সম্প্রসারিত করবে, এমনকি সেইসব এলাকাতেও যেখানে হামাসের হাতে বন্দী ব্যক্তিরা আটক রয়েছেন।

চ্যানেল ১২-এর প্রধান রাজনৈতিক বিশ্লেষক আমিত সেগা ইসরায়েলি প্রধানমন্ত্রী নেতানিয়াহুর অফিসের এক ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তার বরাতে বলেছেন, 'সিদ্ধান্ত হয়ে গেছে।' উক্ত কর্মকর্তা বলেন, 'হামাস পুরোপুরি আত্মসমর্পণ না করলে আর কোনো জিম্মিকে ছেড়ে দেবে না। আর আমরা আত্মসমর্পণ করব না। এখন যদি আমরা পদক্ষেপ না নেই, তাহলে জিম্মিরা অনাহারে মারা যাবে এবং গাজা হামাসের নিয়ন্ত্রণেই রয়ে যাবে।'

এদিকে ফিলিস্তিনের পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয় নেতানিয়াহুর সম্ভাব্য এই পরিকল্পনার তীব্র নিন্দা জানিয়েছে। তারা আন্তর্জাতিক সম্প্রদায়কে এই পদক্ষেপের বিরুদ্ধে সোচ্চার হওয়ার আহ্বান জানিয়েছে।

ফিলিস্তিনের পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয় বলেছে, 'এই পরিকল্পনা বাস্তবায়ন ঠেকাতে জরুরি হস্তক্ষেপ নিন। এটি চাপ তৈরির কৌশল হোক। আন্তর্জাতিক প্রতিক্রিয়া যাচাইয়ের জন্য পরীক্ষামূলক প্রচেষ্টা হোক কিংবা সত্যিই বাস্তব কোনো উদ্যোগ হোক, তা যাই হোক না কেন।' এদিকে, বিষয়টি নিয়ে আল জাজিরার অনুরোধ সত্ত্বেও নেতানিয়াহুর দপ্তর তাৎক্ষণিকভাবে কোনো মন্তব্য করেনি।

গাজা দখলে নেতানিয়াহুর পরিকল্পনায় বাধা দিচ্ছেন না ট্রাম্প, বললেন সিদ্ধান্ত ইসরায়েলের

পরিচয় ডেস্ক : যুক্তরাষ্ট্রের প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প বলেছেন, ইসরায়েল যদি গাজা পুরোপুরি দখল করতে চায়, তাহলে সেটা তাদেরই সিদ্ধান্ত। তিনি এতে কোনো বাধা দেবেন না। মঙ্গলবার (৫ আগস্ট) এক সংবাদ সম্মেলনে সাংবাদিকরা যখন তাঁকে এই বিষয়ে প্রশ্ন করেন, তখন ট্রাম্প বলেন, "আমি এখন গাজার মানুষদের খাবার দেওয়ার বিষয়টি নিয়ে ভাবছি। বাকি সিদ্ধান্তগুলো *বাকি অংশ ৩২ পৃষ্ঠায়*

এবার ফিলিস্তিনকে স্বীকৃতি দিতে যাচ্ছে অস্ট্রেলিয়া

ফ্রান্স, যুক্তরাজ্য ও কানাডার পর এবার ফিলিস্তিনকে স্বাধীন রাষ্ট্র হিসেবে স্বীকৃতি দেওয়ার কথা সক্রিয়ভাবে বিবেচনা করছে অস্ট্রেলিয়া। আগামী মাসে জাতিসংঘের সাধারণ পরিষদের অধিবেশনের আগেই এ বিষয়ে ঘোষণা আসতে পারে।

বৃহস্পতিবার অস্ট্রেলিয়ার প্রধানমন্ত্রী অ্যান্টনি আলবানিজ এ তথ্য জানিয়েছেন। তিনি বলছেন, এটি একটি সার্বভৌম সিদ্ধান্ত। এ জন্য মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্পের অনুমোদনের কোনো প্রয়োজন নেই।

এক প্রশ্নের জবাবে আলবানিজ বলেন, তাঁর সরকার অস্ট্রেলিয়ার জাতীয় স্বার্থে স্বাধীনভাবে সিদ্ধান্ত নেবে। সম্প্রতি ফ্রান্স, যুক্তরাজ্য ও কানাডা ফিলিস্তিনকে স্বীকৃতি দেওয়ার পরিকল্পনার কথা ঘোষণা করলে অস্ট্রেলিয়ার ওপরও চাপ বৃদ্ধি পায়।

অস্ট্রেলিয়া সরকার জানিয়েছে, স্বীকৃতির সঙ্গে কিছু শর্ত থাকবে। এর মধ্যে রয়েছে ইসরায়েলের নিরাপত্তা নিশ্চিত করা, হামাসকে গাজার নিয়ন্ত্রণ ত্যাগ করা এবং ফিলিস্তিন কর্তৃপক্ষের *বাকি অংশ ৩২ পৃষ্ঠায়*

ট্রাম্প-জেলেনস্কি ফোনে কথা

পরিচয় ডেস্ক : ইউক্রেনের প্রেসিডেন্ট ভলোদিমির জেলেনস্কি জানিয়েছেন, মঙ্গলবার (৫ আগষ্ট) মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডনাল্ড ট্রাম্পের সঙ্গে তার টেলিফোনে কথা হয়েছে। মূলত যুদ্ধ শেষ করার পরিকল্পনা, রাশিয়ার উপর নিষেধাজ্ঞা এবং যুক্তরাষ্ট্রের সঙ্গে ড্রোন চুক্তি নিয়ে আলোচনা হয় তাদের। জেলেনস্কি তার এক্স হ্যান্ডেলে লেখেন, কিয়েভসহ ইউক্রেনের *বাকি অংশ ৩৪ পৃষ্ঠায়*

ইউক্রেনে যুদ্ধ নিয়ে ট্রাম্প পুটিনের সাক্ষাতের সম্ভাবনা আগামী সপ্তাহেই

পরিচয় ডেস্ক : রাশিয়ার প্রেসিডেন্ট ভ্লাদিমির পুটিনের সঙ্গে মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডনাল্ড ট্রাম্পের বৈঠকের একটা ভালো সম্ভাবনা তৈরি হয়েছে। ৬ আগষ্ট বুধবার ট্রাম্পই একথা জানিয়েছেন। রাশিয়ার এক নেতার সঙ্গে অ্যামেরিকার দূত স্টিভ উইটকফের ফলপ্রসূ কথাবার্তা হয়েছে। ট্রাম্পের মতে, রাশিয়ার সঙ্গে আলোচনায় অনেক উন্নতি হয়েছে। অ্যামেরিকার পররাষ্ট্র মন্ত্রী মার্কো রুবিও দুই প্রেসিডেন্টের সাক্ষাৎ প্রসঙ্গে বলেন, দুই দেশের মধ্যে যে প্রতিবন্ধকতা আছে তা কাটাতে সামনে অনেক *বাকি অংশ ৩৪ পৃষ্ঠায়*

জেলেনস্কির সঙ্গে বৈঠক নয়, জানিয়ে দিলেন পুতিন

পরিচয় ডেস্ক : ইউক্রেনের প্রেসিডেন্ট ভলোদিমির জেলেনস্কির সঙ্গে বৈঠক করার মতো পরিবেশ পরিস্থিতি এখনো তৈরি হয়নি বলে জানিয়েছেন রুশ প্রেসিডেন্ট ভ্লাদিমির পুতিন।তবে রাশিয়া মার্কিন প্রতিনিধিদের সঙ্গে আলোচনায় বসতে পারে বলে জানিয়েছেন তিনি।

জেলেনস্কি ইতিমধ্যেই মস্কোরসঙ্গে বৈঠকের আগ্রহ দেখিয়েছেন। সরাসরি রাশিয়ার প্রেসিডেন্টের সঙ্গে আলোচনায় বসতে চেয়েছেন তিনি। কিন্তু পুতিন জানিয়েছেন, এখনো সেই সময় আসেনি। জেলেনস্কির সঙ্গে আলোচনায় বসার মতো পরিস্থিতি তৈরি হয়নি। এদিকে মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প আগেই জানিয়েছিলেন, যে কোনো সময় পুতিনের সঙ্গে বৈঠক *বাকি অংশ ৩২ পৃষ্ঠায়*

ভারত সফরে যাচ্ছেন ভ্লাদিমির পুটিন

পরিচয় ডেস্ক : মস্কোয় ভারতের জাতীয় নিরাপত্তা উপদেষ্টা অজিত ডোভাল জানিয়েছেন, রাশিয়ার প্রেসিডেন্ট পুটিনের ভারত সফর চূড়ান্ত হয়েছে।

তবে ডোভাল নির্দিষ্ট তারিখের কথা জানাননি। রাশিয়ার বার্তাসংস্থা ইন্টারফ্যাক্সকে উদ্ধৃত করে রয়টার্স জানিয়েছে, চলতি বছরের শেষে ভ্লাদিমির পুটিন ভারত সফরে যাবেন।

রাশিয়ার জাতীয় নিরাপত্তা উপদেষ্টা সের্গেই শোইগুর সঙ্গে *বাকি অংশ ৩৪ পৃষ্ঠায়*

বাংলা ভাষাকে 'বাংলাদেশি ভাষা' বলা কলঙ্কজনক, মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের প্রতিবাদ

পরিচয় ডেস্ক : দিল্লি পুলিশের একটি অফিসিয়াল চিঠিতে বাংলা ভাষাকে 'বাংলাদেশি ভাষা' আখ্যা দেওয়ায় তীব্র প্রতিবাদ জানিয়েছেন পশ্চিমবঙ্গের মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। তিনি এই ঘটনাকে "কলঙ্কজনক, অপমানকর, অসাংবিধানিক ও বাঙালিদের প্রতি অবমাননাকর" বলে উল্লেখ করেছেন। ঘটনার সূত্রপাত ২৯ জুলাই, দিল্লি পুলিশের পক্ষ থেকে বঙ্গভবনের (দিল্লিতে পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য সরকারের গেস্ট হাউস) এক কর্মকর্তার কাছে পাঠানো একটি চিঠিকে কেন্দ্র করে। চিঠিতে কিছু নথি অনুবাদের অনুরোধ জানানো হয় এবং *বাকি অংশ ৩২ পৃষ্ঠায়*

KARNAFULLY HOME CARE

KARNAFULLY HOME CARE LLC

A TRUSTED INSTITUTION FOR HOME CARE SERVICES

WE ARE LICENSED HOME CARE SERVICES AGENCY

We Care
Your Family
Like Ours

LHCSAs

Our Services in New York Counties

We Provide The Following Home Care Services

HHA (Home Health Aide)
PCA (Personal Care Assistant)
CDPAP (Consumer Directed Personal Assistance Program)

Service Areas (Boroughs & Counties)

- Queens
- Nassau
- Suffolk
- Bronx
- Westchester
- Dutchess
- Orange
- Rockland
- Sullivan
- Ulster

NYS Department of Health LHCSAs

Main Office
37-20 74th Street, 2nd Fl,
Jackson Heights, NY, 11372

Jamaica Office
167-18 Hillside Ave, 2nd Fl,
Jamaica, NY, 11432

Mohammed Hasem, EA, MBA
President and CEO

MBA in Accounting
IRS Enrolled Agent
Admitted to Practice before the IRS
IRS Certifying Acceptance Agent

Fax: 347-338-6799

347-621-6640

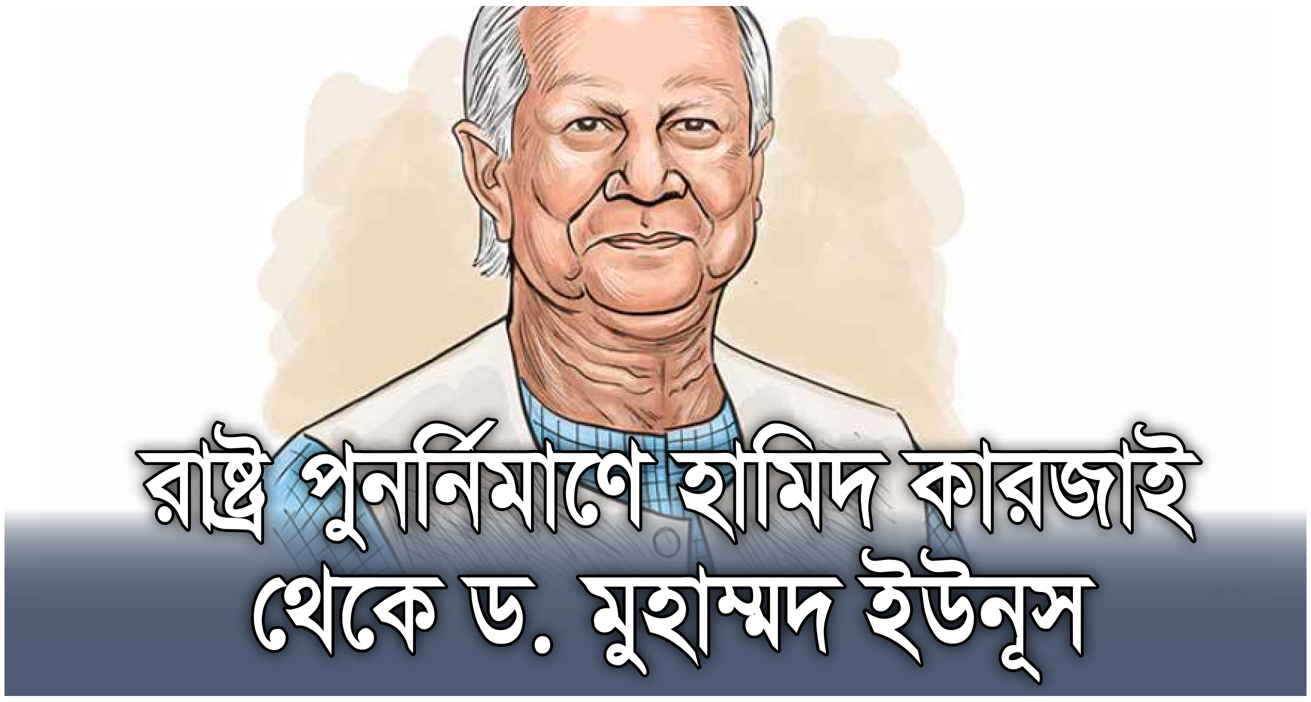

রাষ্ট্র পুনর্নির্মাণে হামিদ কারজাই থেকে ড. মুহাম্মদ ইউনূস

দেওয়ান হানিফ মাহমুদ

২০২১ সালের ১৫ আগস্ট। তালেবানদের হাতে পতন ঘটে আফগান সরকারের, যার নেতৃত্বে ছিলেন হামিদ কারজাইয়ের উত্তরসূরি আশরাফ ঘানি। তার পতনে ধসে পড়ে দুই দশক ধরে ১৪৩ বিলিয়ন ডলার ব্যয়ে পশ্চিমাদের আধুনিক আফগান রাষ্ট্রগঠনের অভিপ্রায়। এ পতন কেবল একটি সরকারের নয়, বরং রাষ্ট্রগঠনের দৃষ্টিভঙ্গিরও। পারস্পরিক সম্পর্কযুক্ত তিনটি সংকট যে পতনের মূল কারণ। প্রথমত, আফগানিস্তানের সমাজ ও রাজনীতির ঐতিহ্যগত বংশানুক্রমিক, ধর্মনির্ভর ও ঔপজাতিক কাঠামো কখনই আধুনিক রাষ্ট্র ব্যবস্থার সঙ্গে সহজে মানিয়ে নিতে পারেনি। দ্বিতীয়ত, বিদেশী মদদে গড়ে ওঠা সরকার কখনই দেশজ একক কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠা করতে সক্ষম হয়নি। আফগান ভূখণ্ডে ছড়িয়ে থাকা বহু ক্ষমতার কেন্দ্র নিজ নিজ বলয়ে স্বাধীন ছিল। আর তৃতীয়ত, গভীর ধর্মবিশ্বাসে আস্থাশীল একটি সমাজে 'বাইরের দুনিয়া' থেকে আমদানি করা ধর্মনিরপেক্ষ রাষ্ট্র ব্যবস্থার গ্রহণযোগ্যতা গড়ে ওঠেনি। যে কারণে আধুনিক রাষ্ট্রগঠন প্রচেষ্টার নড়বড়ে ভিত্তি সময়ের প্রবল ঝাঁকুনিতে টিকতে পারেনি।

আধুনিক রাষ্ট্র হিসেবে আফগানিস্তানের অভিযাত্রা শুরু হয়েছিল অমিত সম্ভাবনায়। কিন্তু ইতিহাস তার পথে বিছিয়ে দিয়েছিল অগণিত কাঁটা। বিশ শতকের গোড়ায় বাদশাহ আমানউল্লাহ খানের নেতৃত্বে প্রথম যে পদক্ষেপ নেয়া হয়েছিল, তা ভেঙে পড়ে সমাজ-সংস্কৃতির বাধায়। পরবর্তী শাসকরা তার রাষ্ট্রগঠনের কর্মসূচি পরিত্যাগ করে আবার ফিরে যান পরোক্ষ শাসন ব্যবস্থায়। যেখানে ধর্মীয় নেতা ও উপজাতীয় প্রধানরা হয়ে ওঠেন রাষ্ট্রের ছায়াশাসক।

১৯৭৮ সালে 'সাওর বিপ্লব' বা এপ্রিল রেভল্যুশন নামে এক অভ্যুত্থানের মাধ্যমে ক্ষমতায় আসে আফগান কমিউনিস্টরা। তারা সমাজতান্ত্রিক কাঠামোর সাহায্যে আফগানিস্তানকে আধুনিক রাষ্ট্রে পরিণত করতে চেয়েছিলেন। কিন্তু সোভিয়েত সমর্থিত সেই প্রয়াসও মুখ থুবড়ে পড়ে বিদ্রোহ আর গৃহযুদ্ধে। এ পর্যায়ে তালেবানদের সমর্থনে ছিল পশ্চিমা শক্তি। আশি ও নব্বইয়ের দশক পর্যন্ত বিস্তৃত যুদ্ধগুলো আফগানিস্তানের গ্রামীণ অর্থনীতি ও সীমিত রাষ্ট্রীয় কাঠামো ধ্বংস করে দেয়। এমন বিধ্বস্ত প্রেক্ষাপটে পশ্চিমাদের আদর্শিক রাষ্ট্রগঠনের চেষ্টা ছিল মরুভূমিতে জলসিঞ্চনের মতো।

২০০১ সালে আফগানিস্তানে মার্কিন আগ্রাসনের পর ২০০২ সালে হামিদ কারজাইয়ের নেতৃত্বে যে অন্তর্বর্তী সরকার গঠিত হয় তাদের হাতে না ছিল কোনো সেনাবাহিনী, না প্রশাসন, না পুলিশ। মার্কিন কূটনীতিকদের ভাষ্যমতে দেশের বহু মানুষ 'কেন্দ্রীয় সরকারের কেন প্রয়োজন'এ বোধই রাখে না। তাদের বোঝাতে হতো সরকার তাদের জন্য কেন গুরুত্বপূর্ণ। সরকারি শক্তির ব্যবহার, আধুনিক রাষ্ট্রের ধারণা, পুলিশ ইউনিফর্মের ছায়াড়সবই ছিল তাদের সংস্কৃতির বাইরে।

এ দূরত্ব শুধু মানসিক নয়, ছিল পারিপার্শ্বিকও। অক্ষরজ্ঞানহীনতায় ডুবে থাকা একটি জনগোষ্ঠী, যেখানে ৮০-৯০ শতাংশ সেনাসদস্য ছিলেন লিখতে-পড়তে অক্ষম (সূত্র: দ্য ইনস্টিটিউট ফর পিস অ্যান্ড ডিপ্লোমেসি)। এমন জনগোষ্ঠী নিয়ে একটি পশ্চিমা ধাঁচের সেনাবাহিনী গড়ে তোলার প্রচেষ্টা ছিল এক ধরনের বিভ্রম। এ পরিস্থিতিকে আরো ঘনীভূত করে তোলে একটি কঠিন বাস্তবতাড়আধুনিক রাষ্ট্রগঠনে প্রয়োজনীয় একক কর্তৃত্ব কখনই প্রতিষ্ঠিত করতে পারেনি কারজাই সরকার। এমনকি ২০০৪ সালে নির্বাচনে হামিদ কারজাই প্রেসিডেন্ট নির্বাচিত হলেও পুরো দেশের নিয়ন্ত্রণ তার হাতে ছিল না। যুদ্ধ-বিদ্রোহ ছিল প্রতিদিনের বাস্তবতা। ফলে একদিকে যুদ্ধ, অন্যদিকে রাষ্ট্রগঠনের দ্বৈত ভার কাঁধে নিয়ে হোঁচট খেতে থাকে যুক্তরাষ্ট্র। সঙ্গে ছিল দুর্নীতির কালো ছায়া। পেন্টাগনের তিন হাজার চুক্তির (যেগুলোর মোট মূল্য ১০৬ বিলিয়ন ডলার) মূল্যায়নে দেখা যায় যে এগুলোর ১৮ শতাংশ গিয়েছিল বিদ্রোহীদের হাতে এবং ১৫ শতাংশ সরকারঘনিষ্ঠ দুর্বৃত্তদের পকেটে।

আধুনিক আফগান রাষ্ট্রগঠনের অন্যতম চ্যালেঞ্জ ছিল ধর্মনিরপেক্ষ ব্যবস্থাকে একটি রক্ষণশীল মুসলিম সমাজে বৈধতা দেয়া। মধ্য যুগ থেকে শুরু করে রেনেসাঁ, প্রোটেস্ট্যান্ট সংস্কার, বৈজ্ঞানিক ও শিল্প বিপ্লব, পুঁজিবাদের মতো ধারাবাহিক বুদ্ধিবৃত্তিক ও বস্তুগত পরিবর্তনের প্রভাবে ইউরোপের সমাজ ধাপে ধাপে আধুনিক ধর্মনিরপেক্ষতার অবস্থানে পৌঁছে। কিন্তু আফগানিস্তানে কি সে রকম কোনো প্রেক্ষাপট ছিল? এককথায় উত্তর 'না'। ইউরোপের মানবকেন্দ্রিক রাষ্ট্রদর্শন আফগান সমাজে এক অপসংযোগ হিসেবে দেখা দেয়। ইউরোপের মানুষের মতো 'ধর্ম থেকে আলগা' হওয়ার যাত্রা আফগান সমাজে কখনো শুরুই হয়নি।

বাকি অংশ ২৪ পৃষ্ঠায়

বোয়িং কিনে কি যুক্তরাষ্ট্রের মন পাওয়া যাবে?

চিররঞ্জন সরকার

বিশ্ব অর্থনীতিতে যেন হঠাৎই ঝড় উঠেছে। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র একের পর এক পাল্টা শুল্ক আরোপ করে কাঁপিয়ে দিয়েছে বৈশ্বিক বাণিজ্য কাঠামো। শুধু উন্নয়নশীল দেশ নয়ড়উন্নত অর্থনীতিগুলোও পড়েছে চাপে, জব্দ হয়েছে বহুসময়ের স্থিতিশীল হিসাব-নিকাশ।

এমন প্রেক্ষাপটে বোয়িং কেনা, খাদ্যশস্য আমদানি, এমনকি উচ্চপর্যায়ের আলোচনায় অংশগ্রহণড়সবই একটি নরম কূটনৈতিক চাপ লাঘবের কৌশল হিসেবে দেখা যেতে পারে। কিন্তু যুক্তরাষ্ট্রের সিদ্ধান্ত যদি হয় একতরফাভাবে ঘাটতি কমানো, তাহলে বাংলাদেশের এসব 'গুড গেসচার' কতটা কাজে আসবে, তা নিয়ে সন্দেহ থাকাই স্বাভাবিক।

আমাদের বোঝা উচিত, যুক্তরাষ্ট্র কেবল একটি শক্তিধর রাষ্ট্র নয়, এটি একটি সুগঠিত নীতিনির্ধারক ব্যবস্থাও। তাদের বাণিজ্যনীতি একদিনে বদলায় না, আর তা বদলালেও তা হয় দীর্ঘমেয়াদি কৌশল ও ভূরাজনৈতিক সমীকরণ মাথায় রেখে। ইউএস ট্রেড রিপ্রেজেন্টেটিভ (ইউএসটিআর) অফিস কিংবা অন্যান্য সরকারি সংস্থা কোনো নির্দিষ্ট দেশের 'সহানুভূতিশীল বন্ধু' নয়ড়তারা কেবল আমেরিকার অর্থনৈতিক ও কৌশলগত স্বার্থ রক্ষায় অটল। ফলে, বোয়িং কেনার মতো বড় ক্রয়াদেশ কিংবা খাদ্যশস্য আমদানির মতো সিদ্ধান্ত হয়তো আলোচনার টেবিলে বাংলাদেশের অবস্থান কিছুটা ইতিবাচক করতে পারে, কিন্তু সেজন্য যুক্তরাষ্ট্র শুল্কে ছাড় দেবেড়এমন প্রত্যাশা করা বাস্তবতা বিবর্জিত হতে পারে।

এখানে আরও একটি বাস্তবতা মাথায় রাখা জরুরি: যুক্তরাষ্ট্রের পাল্টা শুল্ক অনেক ক্ষেত্রেই আসলে 'ঝিকে মেরে বউকে বোঝানোর' কৌশল। অর্থাৎ, তাদের মূল টার্গেট অনেক সময় চীন, কিন্তু 'মুক্ত বাণিজ্যের নামে সুবিধা পাওয়া' অন্যান্য দেশকে শাস্তি দিয়ে চীনকে বার্তা দেওয়াই হয় আসল লক্ষ্য। বাংলাদেশের মতো তুলনামূলক দুর্বল অর্থনীতি তখন অনিচ্ছাকৃতভাবে সেই বার্তার বাহক হয়ে পড়ে। এই মনোভাবের ফলে আমেরিকা এমন দেশগুলোকে শুল্ক দিয়ে চাপে ফেলে, যেগুলোর আসলে বড় কোনো ভূরাজনৈতিক ভূমিকা নেই। অথচ এতে ক্ষতিটা হয় ঠিক সেই দেশগুলোর, যারা রপ্তানির মাধ্যমে নিজেদের অর্থনীতিকে সচল রাখার চেষ্টা করছে।

এ প্রসঙ্গে আরেকটি দিক অনুধাবন করা জরুরিড়চীন ও যুক্তরাষ্ট্রের টানাপোড়েনের ভূ-রাজনৈতিক পটভূমি। যুক্তরাষ্ট্র এখন তার বিশ্বজুড়ে থাকা অর্থনৈতিক অংশীদারদের ওপর বাড়তি চাপ দিয়ে তাদের চীনমুখিতা কমাতে চায়। বাংলাদেশের সঙ্গে সাম্প্রতিক বছরগুলোতে চীনের অবকাঠামোগত ও কৌশলগত সম্পর্ক বেড়েছে, বিশেষ করে বন্দর, বিদ্যুৎ ও যোগাযোগ খাতে। এমতাবস্থায় বোয়িংয়ের ক্রয়াদেশ, খাদ্যপণ্য আমদানি, এমনকি সয়াবিন ও তুলা কেনার উদ্যোগও যুক্তরাষ্ট্রের কাছে একধরনের 'নৈতিক আনুগত্যের ইঙ্গিত' হতে পারে। অর্থাৎ, এটি শুধু একটি ব্যবসায়িক সিদ্ধান্ত নয়, বরং চীন থেকে কিছুটা কৌশলগত দূরত্ব তৈরি করে যুক্তরাষ্ট্রের ঘনিষ্ঠতায় প্রবেশের একটি রাজনৈতিক অঙ্গভঙ্গিও।

আন্তর্জাতিক রাজনীতি এমনইড়এখানে প্রতীকী কার্যক্রমেরও অর্থ হয়, প্রভাব পড়ে। বোয়িং কেনা কিংবা গমের মতো মৌলিক খাদ্য আমদানি আসলে এক ধরনের বার্তা: 'আমরা কেবল রপ্তানিকারক নই, আমদানিতেও মার্কিন বাজারকে প্রাধান্য দিচ্ছি।' যদিও এসব পদক্ষেপে অর্থনৈতিকভাবে বড় কোনও লাভ হবে এমন নিশ্চয়তা নেই, তবে রাজনৈতিক পয়েন্ট অর্জনের চেষ্টা হিসেবে এগুলোকে একেবারে খাটো করে দেখা যাবে না।

তবে বিষয়টি এখানেই শেষ নয়। বোয়িং কেনা বা খাদ্যশস্য আমদানি সহায়ক হলেও, যুক্তরাষ্ট্রের মন জয়ের একমাত্র চাবিকাঠি নয়। এজন্য চাই গভীর কূটনৈতিক পরিকল্পনা, আন্তর্জাতিক সম্পর্কের ধারাবাহিক চর্চা এবং যুক্তরাষ্ট্রের অভ্যন্তরীণ রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক প্রেক্ষাপট সম্পর্কে সূক্ষ্ম বোঝাপড়া। একইসঙ্গে, দেশের রপ্তানি নির্ভরতা কমিয়ে পণ্য ও বাজার বৈচিত্র্য (ডাইভারসিফিকেশন), নিজস্ব উৎপাদন খাতের প্রতিযোগিতামূলক সক্ষমতা বাড়ানো, এবং নন-ট্যারিফ ফ্যাসিলিটি অর্জনে জোরালো প্রচেষ্টা চালানো এখন সময়ের দাবি।

এ প্রসঙ্গে আরেকটি দিক অনুধাবন করা জরুরিড়চীন ও যুক্তরাষ্ট্রের টানাপোড়েনের ভূ-রাজনৈতিক পটভূমি। যুক্তরাষ্ট্র এখন তার বিশ্বজুড়ে থাকা অর্থনৈতিক অংশীদারদের ওপর বাড়তি চাপ দিয়ে তাদের চীনমুখিতা কমাতে চায়। বাংলাদেশের সঙ্গে সাম্প্রতিক বছরগুলোতে চীনের অবকাঠামোগত ও কৌশলগত সম্পর্ক বেড়েছে, বিশেষ করে বন্দর, বিদ্যুৎ ও যোগাযোগ খাতে। এমতাবস্থায় বোয়িংয়ের ক্রয়াদেশ, খাদ্যপণ্য আমদানি,

বাকি অংশ ৩০ পৃষ্ঠায়

ঢাকা জেলা এসোসিয়েশন ইউ,এস,এ ইন্‌ক
দোহার-নবাবগঞ্জ-কেরানীগঞ্জ-সাভার-ধামরাই উপজেলার সমন্বয়ে গঠিত
Sunday, August 24, 2025
Belmont Lake State Park
Maple Pavilion
625 Belmont Ave
West Babylon, NY 11704
বার্ষিক বনভোজন ২০২৫
সম্মানিত সুধী,
আসছে ২৪ আগষ্ট ২০২৫ রোজ রবিবার ঢাকা জেলা এসোসিয়েশন ইউ,এস,এ ইন্‌ক এর বার্ষিক বনভোজন লং আইল্যান্ডের বেলমন্ট লেক ষ্টেট পার্কের মনোরম পরিবেশে অনুষ্ঠিত হতে যাচ্ছে। আপনি/আপনারা আমন্ত্রিত।
আমন্ত্রণে
আহ্বায়ক
কবির এ খাঁন
৬৪৬-৩২৭-১২৭৫
অনুষ্ঠান পরিকল্পনায়
বি,এইচ, সাইফুর
৯১৭-৪৯৬-২৪৭৩
সদস্য সচিব
দেওয়ান কাউসার
৩৪৭-৮৯১-৭০৭০
যুগ্ম আহ্বায়ক
মো: ফরিদ খাঁন
প্রধান পৃষ্ঠপোষক
আমির আফতাব
যুগ্ম সদস্য সচিব
মো: আলী সবুজ
প্রধান সমন্বয়কারী
মোঃ রবিউল আলম
পৃষ্ঠপোষক
মো: নূর আমীন
সমন্বয়কারী
সাইফুল ইসলাম সুমন
সার্বিক নির্দেশনায়: সম্মানিত উপদেষ্টা পরিষদ
গিয়াস আহমেদ (প্রধান উপদেষ্টা), মো: আমান উল্লাহ আমান, শেখ সালাউদ্দিন আহমেদ খোকন, বীরমুক্তিযোদ্ধা মো: আজাদ হোসেন, ইঞ্জিনিয়ার ফারুক হোসেন, হাবিব জোয়ার্দার, আলাউদ্দিন আহমেদ, সোয়েব হোসেন খান, মিশুক সেলিম, কাউসার আলমীর, একেএম তারেক।
মোস্তফা কামাল মুকুল, ডালিয়া রহমান, কাউসার আলমগীর,
বাস ছাড়ার সময় ও স্থান :
সকাল ৮:০০ ঘটিকায়
72nd & Broadway Corner, Jackson Height
আকর্ষনীয় র‍্যাফেল ড্র, খেলাধুলা ও মনোজ্ঞ সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান
BELMONT LAKE STATE PARK
সার্বিক ব্যবস্থাপনায়: মো: দেলোয়ার হোসেন, শাহীনুর রহমান বিপ্লব, মনিরুল ইসলাম প্রিন্স, মো: সেলিম খান, সাইফুর রহমান টুটুল, মোঃ লাভলু মিয়া, মেজবাহ উদ্দিন আহমেদ চঞ্চল, মো: আওলাদ হোসেন, ফারুক দেওয়ান কুসুম, আমিনুল ইসলাম কচি, আক্তার সিদ্দিকি শামীম, এহতেশাম হায়াৎ, মো: জাওয়াদুল ইসলাম (অলিদ), লিমন শিকদার, শারমিনা লিপা, মো: আকতার হোসেন বিপ্লব।
কার্যকরি পরিষদ ২০২৫-২০২৬
সভাপতি
দুলাল বেহেদু
মো: খায়রুল আলম
সিনিয়র সহ-সভাপতি
আকতার সিদ্দিকী শামিম
সহ-সভাপতি
আমীর আফতাব
সহ-সভাপতি
শাহীনুর রহমান বিপ্লব
সহ-সভাপতি
মো: কবির আহমেদ খান
সহ-সভাপতি
মো: ইউসুফ ভুইয়া
সহ-সভাপতি
সাধারণ সম্পাদক
কাজী আমিনুল ইসলাম স্বপন
মো: রবিউল আলম
যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক
দেওয়ান কাউসার
সহ সাধারণ সম্পাদক
মো: জাওয়াদুল ইসলাম (অলিদ)
সহ সম্পাদক
বি,এইচ,সাইফুর
সাংগঠনিক সম্পাদক
লিমন শিকদার
সহ সাংগঠনিক সম্পাদক
মোহাম্মদ আল সবুজ
সহ সাংগঠনিক সম্পাদক
সাইফুল ইসলাম সুমন
কোষাধ্যক্ষ
মো: রফিকুল ইসলাম
প্রচার সম্পাদক
মো: আজাদ হোসেন
ধর্ম বিষয়ক সম্পাদক
মো: ফরিদ খান
দপ্তর সম্পাদক
শারমিনা লিপা
মহিলা সম্পাদিকা
মো: লাভলু মিয়া
ক্রীড়া সম্পাদক
মোস্তাক রহমান
সাংস্কৃতিক সম্পাদক
মো: আকতার হোসেন বিপ্লব
সাংস্কৃতিক সম্পাদক
মোহাম্মদ বাবুল হোসেন (ছানি)
সাহিত্য ও প্রকাশনা সম্পাদক
মো: তোফাজ্জল হোসেন
সমাজ কল্যাণ সম্পাদক
মো: দেলোয়ার হোসেন
কার্যকরী সদস্য
আমিনুল ইসলাম কচি
কার্যকরী সদস্য
মোস্তফা কামাল মুকুল
কার্যকরী সদস্য
নুর আমিন
কার্যকরী সদস্য
মো: আওলাদ হোসেন
কার্যকরী সদস্য
মেজবাহ উদ্দিন আহমেদ চঞ্চল
কার্যকরী সদস্য
এহতেসাম হায়াত (সাগর)
কার্যকরী সদস্য
মো: সেলিম খান
কার্যকরী সদস্য
মনিরুল ইসলাম প্রিন্স
কার্যকরী সদস্য
ফারুক দেওয়ান (কুসুম)
কার্যকরী সদস্য
সাইফুর রহমান টুটুল
কার্যকরী সদস্য
দুলাল বেহেদু
সভাপতি
৬৪৬-৩৭৩-৭২৯২
কাজী আমিনুল ইসলাম স্বপন
সাধারণ সম্পাদক
৯২৯-৪৬২-২৩৩২
প্রচার সম্পাদক: মো: রফিকুল ইসলাম (৩৪৭) ৪৮১-৭৫৩৫ কর্তৃক প্রচারিত

ট্রাম্প শুল্ক: উচ্ছ্বাসের বদলে হোক সতর্ক পর্যালোচনা

হাসান মামুন

যুক্তরাষ্ট্রে তৈরি পোশাক রপ্তানিতে মাঝে যে ঝুঁকিতে আমরা পড়েছিলাম, তা থেকে রেহাই পাওয়ার খবরে স্বস্তি মিলেছে। এটা 'আপাত স্বস্তি' কিনা, সেটা অবশ্য বোঝা যাবে এ-সংক্রান্ত চুক্তি হলে এবং আওতাভুক্ত অন্যান্য বিষয় জানা গেলে। গড়ে সাড়ে ১৬ শতাংশ শুল্ক মিটিয়েই তৈরি পোশাকের ওই বৃহত্তম বাজারে আমরা ঢুকতাম। মাঝে কোন বিবেচনায় ট্রাম্প প্রশাসন নতুন ৩৭ শতাংশ শুল্ক চাপিয়ে দিয়েছিল, সে প্রশ্ন তুলে অবশ্য লাভ নেই। দীর্ঘদিনের বহুমাত্রিক মিত্রদের সঙ্গেও দেশটি 'সদাচরণ' করেনি। পরে আরোপিত ৩৫ শতাংশ শুল্কও ছিল বিপজ্জনক। এ অবস্থায় সুবিধাজনক শুল্ক সুবিধা আদায়ে নিকট প্রতিযোগীরা এগিয়ে গেলেও বাংলাদেশ এগোতে না পারায় বাড়ছিল উদ্বেগ। অবশেষে নতুন শুল্ক কার্যকরের আগমুহূর্তে মিলল ১৫ শতাংশ শুল্ক হ্রাসের খবর। এটাকে 'ঐতিহাসিক' না বলতে চাইলেও উৎসাহব্যঞ্জক বলা যায়। সংশ্লিষ্ট খাতের উদ্যোক্তাদের প্রতিক্রিয়ায় বোঝা যায়, তারা আশ্বস্ত।

যুক্তরাষ্ট্রে তৈরি পোশাকের বাইরে তেমন কিছু রপ্তানি করি না, যেটা আমাদের নিকটতম প্রতিযোগী যেমন চীন ও ভিয়েতনাম করে। সে কারণে নতুন শুল্ক আরোপের এ ঘটনায় আমাদের অন্যান্য রপ্তানি পণ্য উৎপাদকদের প্রতিক্রিয়া তেমন পরিলক্ষিত হচ্ছে না। চামড়াজাত পণ্যসহ কিছু খাতের রপ্তানি সম্ভাবনাকে কিন্তু খাটো করে দেখা যাবে না। তবে এ মুহূর্তে যুক্তরাষ্ট্রে তৈরি পোশাকের বাজার ধরে রাখতেই বেশি উদ্যোগী হতে হবে। এমনকি সচেষ্ট হতে হবে সেখানে এর রপ্তানি বাড়াতেও। নিকটতম প্রতিযোগীদের ওপর প্রায় সমান শুল্ক আরোপের ঘটনায় আমাদের বাজার হারানোর শঙ্কা অবশ্য দূর হয়েছে। চীন, ভারতের মতো প্রতিযোগীর ওপর পাঁচ থেকে ১০ শতাংশ অধিক শুল্ক আরোপের খবরে এ আশাবাদও জেগেছে, তাদের কাছ থেকে কিছু ক্রয়াদেশ বাংলাদেশে চলে আসবে। বাড়তি ক্রয়াদেশ অনুযায়ী পণ্য তৈরির সক্ষমতাও আমাদের আছে। এ খাতে রয়েছে আমাদের উদ্যোক্তাদের কমপক্ষে চার দশকের অভিজ্ঞতা। এর সবই যুক্তরাষ্ট্রের ক্রেতা প্রতিষ্ঠানগুলোর জানা।

চীন, ভারতের সঙ্গে যুক্তরাষ্ট্রের শুল্ক আলোচনায় চূড়ান্ত নিষ্পত্তি এখনও হয়নি অবশ্য। চীনের সঙ্গে দেশটির সম্পর্ক জটিল। শুরুতে তো ধারণা ছিল, বিপুল বাণিজ্য ঘাটতিতে থাকায় ট্রাম্প প্রশাসন মূলত চীনের ওপরেই বড়মাপের শুল্ক বসাবে। এর বদলে কী ঘটেছে, আমরা জানি। 'দক্ষিণ এশিয়ার কৌশলগত মিত্র' ভারতকেও খাতির করছে না; এখন পর্যন্ত আরোপিত নতুন শুল্ক ২৫ শতাংশ। রাশিয়ার সঙ্গে ভারতের চলমান বাণিজ্য, বিশেষত জ্বালানি তেল আমদানি নিয়ে ডোনাল্ড ট্রাম্প তাঁর বিরক্তি গোপন করেননি। ইউক্রেন যুদ্ধ ঘিরে বাইডেন প্রশাসন আরোপিত নিষেধাজ্ঞায়ও রাশিয়া থেকে জ্বালানি আমদানি অব্যাহত রেখেছিল ভারত। কম দামের কারণেই সুযোগটি হাতছাড়া করেনি। যুক্তরাষ্ট্রও ভুলে যায়নি সেটা। এ অবস্থায় ভারত তার বাণিজ্যনীতিতে বড় ছাড় দিয়ে ট্রাম্প প্রশাসনের মন গলাতে পারবে কিনা, কে জানে! দেশটির ওপর শুল্ক আরও বাড়তে পারে বলে জল্পনা রয়েছে। সেটি ঘটলে আমাদের জন্য ভালো। আর চীন থেকে শুধু ক্রয়াদেশ নয়; বস্ত্র খাতের কিছু বিনিয়োগও এখানে চলে আসার সম্ভাবনা। দেশটি এমনিতেও এসব খাতে মনোযোগ কমিয়ে ব্যবসার অন্য দিগন্তে ছুটছে।

যুক্তরাষ্ট্রে বাজার হারানোর শঙ্কার বদলে আমরা এখন সেখানে আরও বেশি হিস্যা লাভের আলাপ করতে পারছি; এটা আনন্দের। নতুন শুল্কের বড় আঘাতে বাজার হারালে যুক্তরাষ্ট্রে পোশাক রপ্তানির ওপর নির্ভরশীল প্রতিষ্ঠানগুলো সাক্ষাৎ বিপদে পড়ে যেত। দ্রুত অন্যত্র বাজার খুঁজে নিয়ে ব্যবসা ধরে রাখা তো কঠিন। সে ক্ষেত্রে ইইউভুক্ত দেশগুলোয় বাড়ত বাজার ধরার প্রতিযোগিতা। উৎপাদকদের মধ্যে প্রতিযোগিতা বাড়লে ক্রেতারা দাম কমিয়ে মুনাফা বাড়ানোর সুযোগ নিয়ে থাকেন। তখন কম মুনাফায়, এমনকি লোকসানে কারখানা চালু রাখতে বাধ্য হন অনেক উদ্যোক্তা। দীর্ঘদিনের ব্যবসা থেকে চট করে সরে যাওয়ার সুযোগ কমই। নতুন সুযোগের প্রত্যাশায়ও থাকেন অনেকে।

বেদনাদায়ক এ প্রক্রিয়ায় যাওয়ার অভিজ্ঞতা থেকে রেহাই পেয়েছেন আমাদের উদ্যোক্তারা। ৩৫ শতাংশ নতুন শুল্ক বহাল থাকলে ১০ লাখের মতো শ্রমিক কর্মচ্যুতির ঝুঁকিতে পড়ত বলে আশঙ্কা করা হচ্ছিল। এ পরিস্থিতিতে সরকারের টিম অন্তিম মুহূর্তে হলেও যুক্তরাষ্ট্র থেকে এক ধরনের সুখবর দিতে পেরেছে।

চুক্তি সইয়ের আগ পর্যন্ত অবশ্য জানার সুযোগ নেই, ঠিক কোন কোন শর্তে ১৫ শতাংশ শুল্ক ছাড় আদায় করা গেছে কঠোর বাণিজ্য-বুদ্ধিসম্পন্ন ট্রাম্প প্রশাসন থেকে। বাণিজ্য-বহির্ভূত (নিরাপত্তা ও ভূরাজনৈতিক) *বাকি অংশ ৩০ পৃষ্ঠায়*

ব্লু গোল্ড: বাংলাদেশ হতে পারে বিশ্ব অর্থনীতিতে এক উদীয়মান শক্তি

কবীর আহমেদ ভূঁইয়া

বিশ্বব্যাপী যখন বিশুদ্ধ পানির সংকট তীব্র থেকে তীব্রতর হচ্ছে, তখন বাংলাদেশ একটি ব্যতিক্রমী ভূপ্রাকৃতিক বাস্তবতায় দাঁড়িয়ে। বছরে গড়ে ২ হাজার ৩০০ মিলিমিটার বৃষ্টিপাত, ৭০০ শতাধিক নদীনালা, অসংখ্য খাল-বিল, হাওর-বাঁওড় ও জলাভূমিড়এসব মিলিয়ে বাংলাদেশ একটি অনাবিষ্কৃত সম্ভাবনার জলভান্ডার।

যেখানে বিশ্বে মাত্র শূন্য দশমিক ৫ শতাংশ মিঠাপানি সরাসরি মানব ব্যবহারের উপযোগী, সেখানে বাংলাদেশের তুলনামূলক প্রাকৃতিক সুবিধা এক নতুন কৌশলগত সুযোগ সৃষ্টি করেছে। বিশ্বব্যাপী বিশুদ্ধ পানির সংকট এখন একবিংশ শতাব্দীর অন্যতম মারাত্মক হুমকি।

বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থার (ডব্লিউএইচও) তথ্য অনুযায়ী, বর্তমানে প্রায় ২ দশমিক ২ বিলিয়ন মানুষ নিরাপদ পানির সরবরাহ থেকে বঞ্চিত। অন্যদিকে জাতিসংঘ পূর্বাভাস দিয়েছে, ২০৫০ সালের মধ্যে বিশ্বের প্রায় ৪০ শতাংশ মানুষ পানির চরম সংকটে পড়বে। বাংলাদেশের এই বিপুল জলসম্পদকে যদি প্রযুক্তি, নীতি ও আন্তর্জাতিক বাণিজ্যকাঠামোর সঙ্গে যুক্ত করা যায়, তাহলে বাংলাদেশ রূপ নিতে পারে একটি বিশ্ব জল রপ্তানিকেন্দ্রে, যা মধ্যপ্রাচ্য, আফ্রিকা ও পানিশূন্য এশীয় অঞ্চলগুলোতে উন্নত মানের বিশুদ্ধ পানির সরবরাহকারী হিসেবে আত্মপ্রকাশ করতে পারে।

বাংলাদেশের পানি বিশুদ্ধতার দিক থেকে পৃথিবীর যেকোনো দেশের পানির চেয়ে এগিয়ে। বিশেষ করে সুনামগঞ্জ, নেত্রকোনা ও সিলেট অঞ্চলের পানিতে পিএইচ ও টিডিএসের মাত্রা স্বাভাবিকভাবে বোতলজাতকরণের উপযোগী। টাঙ্গুয়ার হাওর ও সুরমা-কুশিয়ারা অববাহিকার পানি ইতিমধ্যে উচ্চ বিশুদ্ধতার জন্য চিহ্নিত। এই অঞ্চলের পানির পিএইচ লেভেল ৬.৫, ৮.০ ডব্লিউএইচও সুপারিশকৃত: ৬.৫, ৮.৫। যা রীতিমতো অবাক হওয়ার মতো। এটাকে বাংলাদেশের জন্য একটা সোনার খনি বলা চলে। এ জন্যই বাংলাদেশের পানিকে ব্লু গোল্ড বলা যায়।

বর্ষা, নদী ও সম্ভাবনা

বাংলাদেশের বর্ষা শুধুই মৌসুমি ঘটনা নয়; এটি একটি অর্থনৈতিক সুযোগ। জুন-সেপ্টেম্বর মাসে দেশের মোট বৃষ্টিপাতের ৮০ শতাংশের বেশি ঘটে। এই পানির একটি অংশ যদি আধুনিক প্রযুক্তির মাধ্যমে সংরক্ষণ ও পরিশোধন করা যায়, তবে তা রপ্তানিযোগ্য বিশুদ্ধ পানিতে পরিণত হতে পারে।

বাংলাদেশের নদ-নদীর মাধ্যমে প্রতিবছর প্রায় ১ হাজার ২০০ বিলিয়ন ঘনমিটার পানি প্রবাহিত হয়, যা বিশ্বের অনেক বড় নদীব্যবস্থার চেয়ে বেশি। এসব পানির বিশাল অংশ সামান্য পরিশোধনেই ডব্লিউএইচও এবং আইএসও মানদণ্ডে উত্তীর্ণ হতে পারে।

বিশ্বব্যাপী বোতলজাত পানির বাজার বর্তমানে দ্রুতগতিতে সম্প্রসারিত হচ্ছে। ২০২৪ সালের হিসাব অনুযায়ী, এই বাজারের আকার দাঁড়িয়েছে প্রায় ৩৪৫ বিলিয়ন মার্কিন ডলার এবং বিভিন্ন আন্তর্জাতিক গবেষণা অনুযায়ী ২০৩০ সালের মধ্যে এই বাজারের পরিধি ৫২৫ বিলিয়ন ডলার অতিক্রম করবে বলে আশা করা হচ্ছে। এই বাজারের বার্ষিক গড় প্রবৃদ্ধির হার (সিএজিআর) প্রায় ৬ দশমিক ৮ শতাংশ, যা এ খাতকে বৈশ্বিক বিনিয়োগ ও রপ্তানির জন্য একটি গুরুত্বপূর্ণ ও লাভজনক খাত হিসেবে প্রতিষ্ঠিত করেছে।

বিশ্বের বোতলজাত পানির সবচেয়ে বড় ভোক্তা অঞ্চলগুলোর মধ্যে রয়েছে মধ্যপ্রাচ্যের ধনী দেশসমূহ, যেমন সৌদি আরব, কুয়েত, কাতার ও সংযুক্ত আরব আমিরাত। যেখানে বিশুদ্ধ, হালাল ও মিনারেলসমৃদ্ধ পানির চাহিদা দিন দিন বাড়ছে।

এ ছাড়া চীন ও আফ্রিকার বিভিন্ন দেশে বিশুদ্ধ বোতলজাত পানির বাজার উল্লেখযোগ্য হারে সম্প্রসারিত হচ্ছে। এসব অঞ্চলে এক লিটার প্রিমিয়াম ব্র্যান্ডের পানির দাম বর্তমানে এক থেকে পাঁচ ডলার পর্যন্ত, বিশেষ করে যেসব পানি হিমবাহ থেকে সংগৃহীত, স্লো ফিল্টারড বা হালাল সার্টিফায়েড।

এই বাস্তবতায় বাংলাদেশের জন্য একটি নতুন সম্ভাবনার দ্বার খুলে গেছে। দেশের প্রচুর প্রাকৃতিক মিঠাপানির উৎস, খরচ-সাশ্রয়ী উৎপাদন ব্যবস্থা এবং দক্ষ জনশক্তি ব্যবহার করে যদি বাংলাদেশ এই বিশাল বাজারের মাত্র ১ শতাংশও অর্জন করতে সক্ষম হয়, তবে প্রতিবছর ৩ দশমিক ৫ বিলিয়ন মার্কিন ডলার পর্যন্ত রপ্তানি আয় সম্ভব হতে পারে। শুধু তাই নয়, এই খাতে ব্যাপক কর্মসংস্থান সৃষ্টি, বৈদেশিক মুদ্রা অর্জন এবং বহুজাতিক প্রত্যক্ষ বিদেশি বিনিয়োগ (এফডিআই) আকর্ষণের দ্বারও উন্মুক্ত হবে।

বাকি অংশ ২৬ পৃষ্ঠায়

বারী হোম কেয়ার

BARI HOME CARE
YOUR HEALTH OUR CARE

Ultracare Family Wellness of NY, Inc.
Diana's Angels Home Care Inc.

PCA/HHA HOME CARE
Service Provider

Home care PCA/PA দের সর্বোচ্চ সাপ্তাহিক পেমেন্ট **Direct Deposit** এর মাধ্যমে দেওয়া হয়।
Home care সুবিধা পেতে আমরা কোন ফি চার্জ করি না।
আমরা **Medicaid** এর আবেদন ও নবায়নে সাহায্য করে থাকি।
We hire PCA Aides/ Provide Training & Certificate
We speak Bengali, Hindi, Urdu, Punjabi & Spanish

আমরা **HHA/PCA**
সার্টিফিকেট প্রদান করে
হোম কেয়ারে সকল সেবা প্রদান করছি।

PCA সেবা নিতে চান?
আমাদের সাথে যোগাযোগ করুন

NYS- licensed LHCSA Agency Offering Professional, compassionate care - we are ready to help you to Enroll PCA/HHA services.
Our Expert Team will guide you through the LHCSA transition with trained PCA ready to help.

THE BARI GROUP

BARI SUPERMARKET | BARI PARTY HALL | BARI RESTAURANT | BARI HOME CARE | BARI &BARI | BARI CHARITY FOUNDATION | BUTTERFLY SENIOR DAY CARE

Head Office:
37-16 73rd St., 4th FL
Suite 401
Jackson Heights, NY 11372
Tel: 718-898-7100

Jamaica Office:
169-06 Hillside Ave,
2nd FL
Jamaica, NY 11432
Tel: 718-291-4163

Bronx Office:
1412 Castle Hill Ave
2nd FL, Suite 201
Bronx, NY 10462
Tel:718-319-1000

Woodside Office:
49-22 30th Ave
Woodside
NY 11377
Tel: 347-242-2175

Brooklyn Office:
31 Church Ave, #8
Brooklyn, NY 11218
Tel: 347-837-4908
Cell: 347-777-7200

Long Island Office:
469 Donald Blvd.
Holbrook, NY 11741
Tel: 631-428-1901

Ozone Park Office:
1088 Liberty Ave
Brooklyn, NY 11208
Tel: 470-447-8625

Buffalo Office:
59 Walden Ave,
Buffalo, NY 14211
Tel: 716-891-9000
716-400-8711

Buffalo Office:
977 Sycamore St
2nd Floor,
Buffalo, NY 14212
Tel: 347-272-3973

Bari Tower:
74-09 37th Ave
Room 401
Jackson Heights,
NY 11372
Tel: 718-898-7100

CALL US TODAY: 718-898-7100, 631-428-1901
Fax: 646-630-9581, info@barihomecare.com www.barihomecare.com

কনগ্রেশনাল প্রক্লেমেশনপ্রাপ্ত, এক্সিডেন্ট কেইসেস
ও ইমিগ্রেশন বিষয়ে অভিজ্ঞ যুক্তরাষ্ট্র
সুপ্রিম কোর্টের এটর্নী এট ল'

এটর্নী মঈন চৌধুরী

Moin Choudhury, Esq.

Hon. Democratic District Leader at Large, Queens, NY

মাননীয় ডেমোক্রেটিক ডিস্ট্রিক্ট লিডার এট লার্জ, কুইন্স, নিউইয়র্ক।

সাবেক ট্রাষ্টি বোর্ড সদস্য-বাংলাদেশ সোসাইটি, ইনক.

917-282-9256

Moin Choudhury, Esq

Email: moinlaw@gmail.com

Moin Choudhury is admitted in the United States Supreme Court and MI State only. Also admitted in the U.S. Court of International Trade located in NYC

Timothy Bompart
Attorney at Law

এক্সিডেন্ট কেইসেস
বিনামূল্যে পরামর্শ
কনস্ট্রাকশন কাজে দূর্ঘটনা
গাড়ী/ বিল্ডিং এ দূর্ঘটনা/ হাসপাতালে
বিকলাঙ্গ শিশুর জন্য
ফেডারেল ডিজএবিলিটি
(কোন অগ্রিম ফি নেয়া হয় না)
Immigration

(To Schedule Appointment Only)

Call:917-282-9256
E-mail: moinlaw@gmail.com

Moin Choudhury
Attorney at Law

Law offices of Timothy Bompart : 37-11 74 St., Suite 209, Jackson Heights, NY 11372
Manhattan Office By Appointment Only.
Moin Choudhury Law Firm, P.C. 29200 Southfield Rd, Suite # 108, Southfield, MI 48076

Timothy Bompart is admitted in NY only. Moin Choudhury is admitted in MI State only and the U.S Supreme Court.

Focus on expat generation, Bangladesh in globalization
FOBANA
HOSTED BY:
বাংলাধারা
AUGUST 29-31, 2025
39th FOBANA CONVENTION
Atlanta, Georgia
VENUE
Gas South Convention Center
6400 Sugarloaf Parkway Duluth, Georagia 30097
Performing Artist
Contact us For Any Information.
Masud Rob Chowdhury (CA)
Chairperson
(818) 730-1020
Abir Alamgir (NY)
Executive Secretary
(347) 724-9518
Nahidul Khan Sahel (GA)
Convener
(770) 722-5369
Mahbubur Rahman Bhuiya (GA)
Member Secretary
(404) 202-6484
Title Sponsor
TOP DOLLAR AMUSEMENT
ACE PROPERTIES
TAREK REAL ESTATE
Diamond Sponsor
river
TAJ
Emerald Sponsor
FDL
Utshob Group
BARI GROUP
Icon Sponsor
COURTYARD BY MARRIOTT
Tucker Auto Body Shop
Fauma
SmartBizPay
(877) 663-5033
Her WiLL
Media Partners
ntv
ATN BANGLA
Media Friends
Bornomala news 24
Bornomalanews
BANGLA PRESS
Every news is draft of history
প্রথম আলো
ATLANTA TIMES
For more information: www.fobanaonline.com | 2025.fobanaonline.com

ওজন কমাতে খেতে পারেন ডিম সালাদ

পরিচয় ডেস্ক : আপনি ভোজনরসিক মানুষ, খাওয়া দেখলে হুঁশ থাকে না। তাই বাড়তি ওজন কমাতে আপনি হিমশিম খাচ্ছেন। কোনো কিছুতেই আপনি ডায়েট কন্ট্রোল করেও ওজন কমাতে পারছেন না। এ নিয়ে আপনার দুশ্চিন্তার অন্ত নেই। ডায়েট ধরে রাখা ভীষণ কষ্টকর হয়ে দাঁড়িয়েছে।

তবে ভাববেন না, এ নিয়ে আপনার দুশ্চিন্তার কোনো কারণ নেই। আপনার এ সমস্যার সমাধান দেবে ডিমের সালাদ। অল্প কয়েকটি উপকরণ দিয়ে স্বাস্থ্যকর সালাদটি তৈরি করুন। এরপর সুস্বাদু এ সালাদ সারাদিন আপনাকে এনার্জি দেবে এবং দ্রুত ওজন কমাতে সাহায্য করবে। চলুন জেনে নেওয়া যাক,

কীভাবে আপনি ডিমের সালাদ তৈরি করবেন:

উপকরণ: ২টি ডিম, টমেটো একটি, শসা এক টেবিল চামচ, কাজুবাদাম ৬টি, শুকনো মরিচ ২টি, ঘি এক টেবিল চামচ, ধনেয়া পাতা, পিংক সল্ট সামান্য এবং গোলমরিচ গুঁড়া পরিমাণমতো।

প্রণালি: প্রথমে ডিম সেদ্ধ করে নিন। এবার ডিম, শসা কিউব করে কেটে নিন। এরপর ব্লেন্ডারে টমেটো, কাজুবাদাম ও শুকানো মরিচ দিয়ে ব্লেন্ড করে নিন। এবার একটি বাটিতে ডিম, শসা নিয়ে তার ওপর টমেটো পেস্ট দিয়ে একসঙ্গে মিশিয়ে নিন। শেষে ধনেয়াপাতা কুচি, পিংকসল্ট ও গোলমরিচ ছড়িয়ে পরিবেশন করুন।

ডায়াবেটিস রোগীরা খেতে পারবেন ৮ ফল, পরামর্শ বিশেষজ্ঞদের

পরিচয় ডেস্ক : ডায়াবেটিস নিয়ন্ত্রণে রাখার জন্য রক্তে শর্করার মাত্রা নিরাপদ সীমায় রাখা অত্যন্ত জরুরি। আর এই নিয়ন্ত্রণে খাদ্যাভ্যাসের ভূমিকা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। অনেক ফলে প্রাকৃতিক চিনি থাকলেও কিছু কিছু ফল রয়েছে যেগুলো স্বাদ ও পুষ্টিগুণে সমৃদ্ধ, কিন্তু রক্তে শর্করার মাত্রায় উল্লেখযোগ্য বৃদ্ধি করে না। স্বাস্থ্য বিশেষজ্ঞরা পরামর্শ দেন, ডায়াবেটিস রোগীদের এমন ফল বেছে নেওয়া উচিত যেগুলোর গ্লাইসেমিক ইনডেক্স (জিআই) কম। গ্লাইসেমিক ইনডেক্স হলো এমন একটি মানদণ্ড, যা কোন খাবার কত দ্রুত রক্তে শর্করা বাড়ায় তা নির্দেশ করে।

ডায়াবেটিস রোগীদের জন্য বিশেষজ্ঞরা যে ৮টি ফল খাওয়ার পরামর্শ দেন:

১. ব্ল্যাকবেরি (জিআই: ৪১ - অ্যান্টিঅক্সিডেন্টসমৃদ্ধ এবং আঁশযুক্ত এই ফলটি কম চিনি থাকা সত্ত্বেও মিষ্টি স্বাদের। এটি রক্তে শর্করার মাত্রা বাড়ায় না এবং ডায়াবেটিস রোগীদের জন্য নিরাপদ হিসেবে বিবেচিত।

২. কিউই (জিআই: ৩৬) - সবুজ রঙের এই ফলটি ত্বকসহ খেলে সবচেয়ে বেশি উপকার মেলে। কারণ এর ত্বক আঁশে ভরপুর। এটি ভিটামিন সি-এর চমৎকার উৎস এবং ডায়াবেটিস রোগীদের জন্য উপযোগী।

কোলন ক্যান্সারের ঝুঁকি কমায় যে ১০ খাবার

পরিচয় ডেস্ক : কোলন ক্যান্সার, যা কোলোরেক্টাল ক্যান্সার নামেও পরিচিত- এক ধরণের ক্যান্সার যা বৃহৎ অন্ত্র (কোলন) বা মলদ্বারে হয়। এই ক্যান্সারের সাধারণ ঝুঁকির কারণগুলোর মধ্যে রয়েছে- বয়স, পারিবারিক ইতিহাস, বসে থাকা জীবনযাত্রা, স্থূলতা, ধূমপান, অ্যালকোহল গ্রহণ এবং ফাইবার কম এবং লাল বা প্রক্রিয়াজাত মাংস বেশি পরিমাণে খাওয়া। তবে কিছু খাদ্য আছে যা কোলন ক্যান্সারের ঝুঁকি কমাতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করতে পারে। এগুলো হলো:

১.সবুজ শাকসবজি : সবুজ শাকসবজিতে প্রচুর পরিমাণে ফাইবার, ফোলেট এবং লুটেইন এবং ক্যারোটিনয়েডের মতো অ্যান্টিঅক্সিডেন্ট রয়েছে। এগুলো বিষাক্ত পদার্থ বের করে দিতে সাহায্য করে, কোলনের প্রদাহ কমায় এবং নিয়মিত মলত্যাগে সহায়তা করে, যা পলিপ এবং ক্যান্সার গঠনের সম্ভাবনা কমায়।

২. ক্রুসিফেরাস সবজি : এই সবজিতে সালফোরাফেন থাকে, যা ক্যান্সার প্রতিরোধী বৈশিষ্ট্যের জন্য পরিচিত একটি উদ্ভিদ যৌগ। গবেষণায় দেখা গেছে যে, এই সবজিগুলো ক্যান্সার কোষের বৃদ্ধি রোধ করতে পারে এবং শরীর থেকে ক্ষতিকারক কার্সিনোজেনগুলোকে বিষমুক্ত করে।

৩. গোটা শস্য : গোটা শস্য খাদ্যতালিকাগত ফাইবারে ভরপুর, যা মলের পরিমাণ বাড়ায় এবং বর্জ্য দ্রুত নির্মূল করতে সাহায্য করে, কোলনের আস্তরণের সঙ্গে সম্ভাব্য কার্সিনোজেনগুলোর যোগাযোগের সময় হ্রাস করে। এগুলো অন্ত্রের স্বাস্থ্যেরও উন্নতি করে এবং প্রদাহ কমায়।

৪. মটরশুটি এবং শিম : প্রতিরোধী স্টার্চ এবং দ্রবণীয় ফাইবার সমৃদ্ধ, শিমগুলো উপকারী অন্ত্রের ব্যাকটেরিয়াকে পুষ্ট করতে সাহায্য করে।

কাঁচা পেঁপে খাওয়ার উপকারিতা

পরিচয় ডেস্ক : এখনকার সময়ে কমবয়সি অনেকে ফ্যাটি লিভার ও লিভারজনিত নানা সমস্যায় ভুগছেন। অনিয়মিত খাওয়াদাওয়া, তেল-ঝাল খাবার আর অস্বাস্থ্যকর জীবনযাপন লিভারের ওপর অতিরিক্ত চাপ ফেলছে। লিভারে টক্সিন জমে গেলে শরীরে নানা উপসর্গ দেখা দেয়-পেট ব্যথা, প্রসাবের রং গাঢ় হওয়া, পেট ফাঁপা, ত্বকে র্যাশ, ক্লান্তি। এই অবস্থার উন্নতি করতে পারে কয়েকটি সবজি। তিনটি এমন সবজি আছে যা আপনার শরীরের গুরুত্বপূর্ণ অঙ্গটিকে ভালো রাখবে।

ব্রোকলি : ব্রোকলিতে থাকা সালফোরাফেন নামক একটি পদার্থ থাকে যা লিভারের ডিটক্সিফিকেশন করে এনজাইমগুলোকে বৃদ্ধি করতে সাহায্য করে।

বিটরুট : বিটরুটে বিটালাইন নামক একটি পদার্থ থাকে যা লিভারের মধ্যে অক্সিডেটিভ স্ট্রেস কমায় এবং এটিকে নিরাময় করতে দেয়।

গাজর : গাজরে থাকে উচ্চ পরিমাণে বিটা ক্যারোটিন। আর এই বিটা-ক্যারোটিন লিভারের কার্যকারিতা বাড়ায় এবং লিভারে গিয়ে ভিটামিন-এ-তে রূপান্তরিত হয়।

উপকারিতা : ব্রকলি লিভারের ডিটক্সিফিকেশন প্রক্রিয়াকে উন্নত করে এবং গাজরে থাকা বিটা-ক্যারোটিন লিভারের কার্যকারিতা বাড়াতে সাহায্য করে। এই সবজিগুলো নিয়মিত খেলে লিভার ভালো থাকে, এবং লিভারের রোগ হওয়ার ঝুঁকি কমে।

তবে কিছু সবজিতে সালফোরাফেনের মতো যৌগ থাকে যা লিভারে ডিটক্স এনজাইম তৈরি করতে সাহায্য করে।

সকালে খালি পেটে চা-কফি খেলে কী হয় জানেন?

পরিচয় ডেস্ক : সকালে ঘুম থেকে উঠার পর চা বা কফির কাপে চুমুক না দিলে অনেকের দিনই যেন শুরু হয় না। তবে জানেন কি? খালি পেটে চা কফি খেয়ে নিজের কতটা ক্ষতি করছেন?

বিশেষজ্ঞদের মতে, খালি পেটে চা বা কফি খাওয়ার আগে অন্তত এক মগ পানি পান করা উচিত। তা না হলে একাধিক রোগের প্রকোপ বৃদ্ধি পায়। চলুন তাহলে জেনে নেওয়া যাক খালি পেটে চা বা কফি খেলে শরীরের কী কী ক্ষতি হয়:

১. কফি এবং চা দু'টোতেই ট্যানিন নামে একটি রাসায়নিক রয়েছে, যা দাঁতের রঙে পরিবর্তন ঘটায়। চা পান করলে দাঁতে একটি রাসায়নিক স্তর তৈরি হয়। তাই কফি বা চা খাওয়ার অন্তত ১৫ মিনিট আগে এক গ্লাস পানি পান করা উচিত।

২. অনেকেই ভাবেন ঘুম থেকে উঠে চা বা কফি খেলেই শরীর চাঙ্গা হবে, কিন্তু তা নয়। খালি পেটে চা বা কফি খাওয়া শরীরকে পানিশূন্য করে তোলে। সবচেয়ে ভালো হয়, কোনো খাবার খেয়ে চা পান করা। তা যদি না করেন, তবে এক গ্লাস পানি অবশ্যই পান করতে হবে।

৩. কফি বা চা পান করার পর অনেকের পেট জ্বালা-পোড়া করতে পারে। এটি অ্যাসিডিক প্রকৃতির কারণে ঘটে। কফি এবং চায়ের পিএইচ মান যথাক্রমে ৫ ও ৬ হয়। আর পানির পিএইচ মান ৭।

যেসব উপকার পেতে খাবেন শসা

পরিচয় ডেস্ক : বছরজুড়েই পাওয়া যায় শসা। এতে আছে প্রায় ৯৫ শতাংশ পানি। শরীরকে ভেতর ও বাইরে থেকে পরিষ্কার করে এমন কয়েকটি সবজির মধ্যে শসা একটি। শীতল, সতেজ এবং পুষ্টিকর এই সবজির প্রতিটি কামড়ে ভিটামিন কে, ভিটামিন সি, ম্যাগনেসিয়াম, রাইবোফ্লাভিন, বি৬, ফোলেট, প্যান্টোথেনিক অ্যাসিড, ক্যালসিয়াম, আয়রন, ফসফরাস, জিঙ্ক এবং সিলিকা পাওয়া যায়।

তাহলে চলুন জেনে নিন শসার যত উপকারিতা:

শরীরকে হাইড্রেট করে : শসায় প্রায় ৯৫ শতাংশ পানি থাকে। এটি হাইড্রেশন বজায় রাখতে এবং বিষাক্ত পদার্থ দূর করতে সহায়তা করে। উচ্চ জলীয় উপাদানের কারণে, শসা একটি প্রাকৃতিক পরিষ্কারক হিসেবে কাজ করে এবং শরীর থেকে বর্জ্য পদার্থ অপসারণে সহায়তা করে।

ত্বককে সতেজ করে : পটাসিয়াম এবং ভিটামিন ই সমৃদ্ধ, শসা চোখের নীচে ফোলাভাব এবং কালো দাগ কমায়। এছাড়া ত্বকের বিভিন্ন দাগ কমিয়ে ত্বককে উজ্জ্বল করে। শসার রস সরাসরি মুখে লাগালে ত্বক সতেজ হয়। শসার টুকরো চোখের ওপর রাখলে বলিরেখা এবং ফোলাভাব কমে।

মুখের সতেজতা এবং মাড়ির শক্তি উন্নত করে : এক টুকরো শসা মুখের তালুতে ৩০ সেকেন্ড ধরে রাখলে দুর্গন্ধ সৃষ্টিকারী ব্যাকটেরিয়া দূর হতে পারে। আয়ুর্বেদিক পদ্ধতি অনুসারে, শসা শরীরের অভ্যন্তরীণ তাপ কমায়, যা মুখের দুর্গন্ধের কারণ হতে পারে। দুর্বল মাড়ি এবং পাইরোহিয়ার চিকিৎসায়ও এই রস উপকারী।

হজমে সাহায্য করে : পানি এবং ফাইবার উভয়ই সমৃদ্ধ শসা হজমের জন্যও উপকারী। এর খোসায় অদ্রবণীয় ফাইবার থাকে, যা পরিপাকতন্ত্রের মধ্য দিয়ে খাবারের মসৃণ উত্তরণকে উৎসাহিত করে। গরম আবহাওয়ায়, শসা একটি আদর্শ খাবার হিসেবে কাজ করে। এটি গ্যাস্ট্রাইটিস, বুকজ্বালা, অ্যাসিডিটি, আলসার এবং কোষ্ঠকাঠিন্য দূর করতে সাহায্য করে।

রক্তচাপ নিয়ন্ত্রণে সহায়তা করে : শসা ফাইবার, পটাসিয়াম এবং ম্যাগনেসিয়ামের একটি ভালো উৎস, যা রক্তচাপ কমাতে সহায়তা করে।

পানি খোলা ইলিশ

পরিচয় ডেস্ক : ইলিশের নিজস্ব একটা স্বাদ তো আছেই, তার সঙ্গে যখন নানা উপকরণ যোগ করা হয়, স্বাদে চলে আসে ভিন্নতা।

উপকরণ : ইলিশ মাছ ৪ টুকরা, পেঁয়াজকুচি আধা কাপ, কাঁচা মরিচ ৪-৫টি, হলুদগুঁড়া সামান্য, শর্ষের তেল আধা কাপ, পানি পরিমাণমতো, লবণ স্বাদমতো।

প্রণালি : ইলিশ মাছের টুকরাগুলো ভালোভাবে ধুয়ে নিন। একটি পাত্রে মাছ ছাড়া বাকি সব উপকরণ হাত দিয়ে ভালোভাবে চটকে নিন। মাছগুলো বিছিয়ে পানি দিয়ে দিন। মাঝারি আঁচে ১৫-২০ মিনিট রান্না করুন। মাঝেমধ্যে মাছগুলো উল্টে দিন, যাতে উভয় দিক ভালোভাবে রান্না হয়। মাছ সেদ্ধ হয়ে গেলে নামিয়ে নিন। গরম ভাতের সঙ্গে পরিবেশন করুন।

ইলিশ খিচুড়ি

পরিচয় ডেস্ক : খিচুড়ি খাওয়ার এখনই সময়। নানাভাবে ও নানা উপকরণে রাঁধতে পারেন খিচুড়ি।

ভাজা মসলার উপকরণ : আস্ত ধনে ২ চা-চামচ, আস্ত জিরা ২ চা-চামচ, আস্ত শুকনা মরিচ ৫-৬টি, গোলমরিচ ৮-১০টি, এলাচি ৮-১০টি ও দারুচিনি ৫-৬টি।

প্রণালি : সব ধরনের মসলা ভেজে গুঁড়া করে নিতে হবে।

খিচুড়ির উপকরণ : মুগডাল ২০০ গ্রাম, মসুর ডাল ২০০ গ্রাম, ছোলার ডাল ১০০ গ্রাম, পোলাওয়ের চাল ৫০০ গ্রাম, ঘি ১ চা-চামচ, শর্ষের তেল আধা কাপ, পেঁয়াজবাটা ১ টেবিল চামচ, আদাবাটা ১ চা-চামচ, রসুনবাটা ২ চা-চামচ, হলুদের গুঁড়া ১ টেবিল চামচ, মরিচের গুঁড়া ১ চা-চামচ, টমেটোর কুচি আধা কাপ, ইলিশ মাছ ১ কেজি (টুকরা করে নিতে হবে), পানি পরিমাণমতো, কাঁচা মরিচ ৩-৪টি, লবণ স্বাদমতো ও ঘি ২ চা-চামচ।

প্রণালি : তিন রকমের ডাল ভালোভাবে ধুয়ে আধা ঘণ্টা ভিজিয়ে রাখুন। এরপর ডাল সেদ্ধ করে নিতে হবে। চাল ভালোভাবে ধুয়ে নিন। আধা ঘণ্টা ভিজিয়ে রাখুন। কড়াইয়ে শর্ষের তেল ও ঘি দিয়ে ভালোভাবে গরম করে নিতে হবে। এর মধ্যে পেঁয়াজবাটা দিয়ে ভালোভাবে নাড়ুন। লবণ, আদা ও রসুনবাটা দিন। বাদামি রং ধরলে হলুদ ও মরিচের গুঁড়া দিয়ে কিছুক্ষণ কষান। টমেটোর কুচি দিয়ে আরও কিছুক্ষণ কষাতে হবে। কেটে রাখা মাছের টুকরা দিয়ে ১০ থেকে ১৫ মিনিটের মতো জ্বাল দিতে হবে। ঝোল থেকে মাছ উঠিয়ে রাখুন। এবার ওই ঝোলের মধ্যে পানি দিন। সেদ্ধ করে রাখা ডাল ও ভিজিয়ে রাখা চাল দিন। চাল ভালোভাবে সেদ্ধ হয়ে গেলে ভেজে রাখা গুঁড়ামসলা দিন। ঘি ও কাঁচা মরিচ দিয়ে নামিয়ে ফেলতে হবে। ইচ্ছেমতো পেঁয়াজ অথবা বেগুনভর্তা দিয়ে পরিবেশন করুন।

জ্যাকসন হাইটসে বাঙালি খাবারের সেরা রেঁস্তোরা

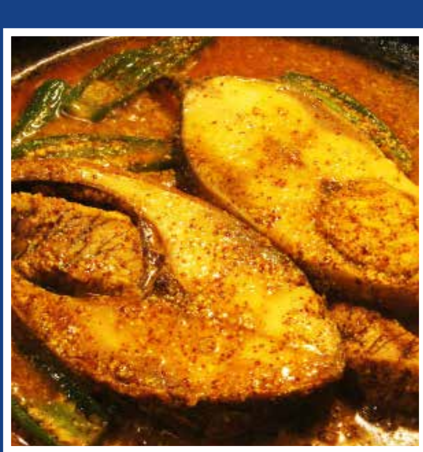

সীমিত আসন, টেকআউট, ক্যাটারিং এবং ডেলিভারীর জন্য খোলা

ইত্যাদি
Ittadi
ITTADI GARDEN & GRILL
73-07 37th Road Street, Jackson Heights
NY 11372, Tel: 718-429-5555

কালিজিরা ফোড়নে বাটা মাছ

পরিচয় ডেস্ক : গরমুগরম ভাতের সঙ্গে মাছের স্বাদই আলাদা। কালিজিরা ফোড়নে বাটা মাছ বেগুনের ঝোলে পাবেন সেই স্বাদ।

উপকরণ: বাটা মাছ ৭৮টা, লবণ পরিমাণমতো, বেগুন আধা কেজি, হলুদগুঁড়া দেড় চাচামচ, মরিচগুঁড়া দেড় চাচামচ, তেল সিকি কাপ, আস্ত কালিজিরা ১ চাচামচ, পেঁয়াজবাটা ২ টেবিল চামচ, রসুনবাটা ১ চাচামচ, আদাবাটা ১ চাচামচ, ধনেবাটা আধা চাচামচ, জিরাবাটা আধা চাচামচ, গরম পানি ২ কাপ, কাঁচা মরিচ ৫৬টি, ধনেপাতা স্বাদমতো ও পানি পরিমাণমতো।

প্রণালি: মাছ পরিষ্কার করে লবণে মাখিয়ে রাখুন আধা ঘণ্টা। হালকাভাবে ছুরি দিয়ে একটু চিরে দিন। বেগুন লম্বা টুকরা করে কেটে ধুয়ে নিন। হলুদ ও লবণ মেখে রাখুন। মাছগুলো এবার ভালোভাবে ধুয়ে পানি ঝরিয়ে নিন। সামান্য হলুদ, মরিচ ও লবণ মাখিয়ে সেঁকা তেলে ভেজে তুলুন।

একইভাবে বেগুন হালকা ভেজে তুলে রাখুন। কড়াইয়ে তেল দিয়ে কালিজিরা ফোড়ন দিন। এরপর সব বাটা ও গুঁড়ামসলা দিয়ে নেড়েচেড়ে নিন। একটু একটু করে পানি দিয়ে খুব ভালোভাবে কষিয়ে নিন। এখন ভাজা বেগুন ও মাছ দিয়ে কষিয়ে নিন। গরম পানি দিয়ে ঢেকে দিন। ঢাকনা তুলে কাঁচা মরিচ দিয়ে আরও ৩ মিনিট ঢেকে রাখুন। ধনেপাতা ছড়িয়ে নামিয়ে নিন। গরম ভাতের সঙ্গে পরিবেশন করুন।

রুই কাসুন্দি

পরিচয় ডেস্ক : বাদল দিনে গরম ভাতের সঙ্গে মাছের স্বাদই আলাদা। কাসুন্দি দিয়ে রুই মাছের এই রান্না বদলে দেবে খাবার টেবিলের পরিবেশ।

উপকরণ: মাছ ৫৬ টুকরা, হলুদগুঁড়া সিকি চাচামচ, লাল মরিচের গুঁড়া ১ চাচামচ, লবণ পরিমাণমতো, পেঁয়াজকুচি ২ টেবিল চামচ, আদাবাটা ১ চাচামচ, রসুনবাটা ১ চাচামচ, শর্ষের তেল সিকি কাপ, কাসুন্দি ৩ টেবিল চামচ, নারকেলের দুধ সিকি কাপ।

প্রণালি: মাছ ধুয়ে পানি ঝরিয়ে নিন। সামান্য হলুদগুঁড়া, মরিচগুঁড়া ও লবণ মাখিয়ে রাখুন। এরপর চুলায় প্যান দিন। গরম হলে তেল দিয়ে মাছগুলো হালকা ভেজে তুলে রাখুন। ওই তেলেই পেঁয়াজকুচি দিন। পেঁয়াজকুচি একটু নরম হলে কাসুন্দি, নারকেলের দুধ ও কাঁচা মরিচ ছাড়া অন্য সব উপকরণ দিয়ে একটু কষিয়ে নিন। ভেজে রাখা মাছ দিয়ে নেড়েচেড়ে কাসুন্দি, নারকেলের দুধ ও সামান্য পানি দিন। ঝোলটা একটু টেনে এলে কাঁচা মরিচ দিয়ে অল্প আঁচে ঢেকে দিন। ৫ মিনিট পর নামিয়ে গরমুগরম পরিবেশন করুন।

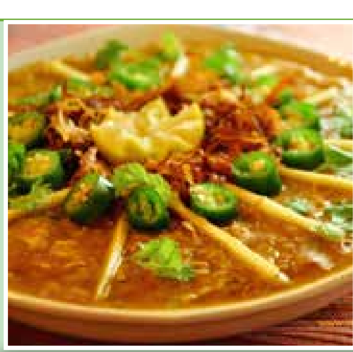
ঘরোয়া স্পেশাল কাচ্চি বিরিয়ানি

সুস্বাদু খাবারের ঘরোয়া আয়োজন

G HALAL
Ghoroa Sweets & Restaurant
the taste of home
www.ghoroa.com, email: ghoroa@yahoo.com
Jamaica Location:
168-41 Hillside Avenue, Jamaica, NY 11432,
Tel: 718-262-9100
718-657-1000
Brooklyn Location:
478 McDonald Ave, Brooklyn, NY 11218
Tel: 718-438-6001
718-438-6002

রাষ্ট্র পুনর্নির্মাণে হামিদ কারজাই

১৪ পৃষ্ঠার পর

এ বাস্তবতায় আধুনিক আফগান রাষ্ট্রগঠনের চেষ্টা ছিল যেন এক আত্মবিরোধী প্রকল্প। সমাজের গভীরে থাকা বিশ্বাস, শিক্ষা, সংস্কৃতি ও আদর্শ এ প্রচেষ্টার বিরুদ্ধে দেয়াল তুলে দাঁড়ায়। একটি কাঠামো নির্মাণের নামে সমাজকে অতিক্রম করতে গিয়ে সে সমাজের আত্মাকে বুঝতে ব্যর্থ হওয়াতেই আফগানিস্তানে যুক্তরাষ্ট্রের রাষ্ট্রগঠনের প্রয়াস ভেস্তে যায়। যখন কোনো রাষ্ট্রকাঠামো জনগণের মৌল বিশ্বাসের সঙ্গে সাংঘর্ষিক হয়ে দাঁড়ায়, তখন তার অস্তিত্ব টিকিয়ে রাখাই কঠিন হয়ে পড়ে। ঠিক তেমনটাই ঘটেছিল আফগানিস্তানে। যে সরকার গড়ে উঠেছিল পশ্চিমা পৃষ্ঠপোষকতায়, তার প্রতি বিশ্বাস জন্মেনি জনগণের একটি বড় অংশের মধ্যে। বরং ওই সরকার এমনকি তার আমলা, শিক্ষা ব্যবস্থা ও নিরাপত্তা বাহিনীকেও আফগানরা পশ্চিমা আধিপত্যের বাহক বলে মনে করেছে। বলা যায় সংস্কার বা আধুনিকতার নাম করে চাপিয়ে দেয়া কাঠামো মুখ থুবড়ে পড়েছে স্থানীয় সংস্কৃতি, বিশ্বাস ও সমাজের গভীরতর আত্মপরিচয়ের সামনে। যে কারণে আফগানিস্তানে 'মেড ইন আমেরিকা' রাষ্ট্রগঠনের প্রয়াস ব্যর্থতায় পর্যবসিত হয়। সব মিলিয়ে আফগানিস্তানে পশ্চিমাদের সমর্থনে আধুনিক রাষ্ট্র নির্মাণ প্রচেষ্টা সফল হয়নি।

গত বছরের ৫ আগস্ট ছাত্র-জনতার অভ্যুত্থানের মুখে দেশ ছেড়ে পালান শেখ হাসিনা। ৩৬ দিনের আন্দোলনে প্রাণ হারান বিপুলসংখ্যক শ্রমিক, তরুণ, নারী ও সাধারণ নাগরিক, এমনকি শিশুও। আহত হন অগণিত মানুষ। দলীয় পেটোয়া এবং আইন-শৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনী দিয়ে নির্বিচারে অসংখ্য মানুষ হত্যার পর অবশেষে পরাজয় মেনে নিয়ে ৫ আগস্ট পার্শ্ববর্তী দেশ ভারতে পালিয়ে যান শেখ হাসিনা। এর তিনদিন পর দায়িত্ব নেন শান্তিতে নোবেলজয়ী ড. মুহাম্মদ ইউনূস। অধিকাংশ রাজনৈতিক দলের গ্রহণযোগ্যতা ও বিপুল জনসমর্থন নিয়ে তিনি নতুন বাংলাদেশ তথা রাষ্ট্র পুনর্গঠনের দায়িত্ব নেন।

প্রধান উপদেষ্টা হিসেবে দায়িত্ব নেয়ার পর ড. মুহাম্মদ ইউনূসের প্রথম সফর ছিল যুক্তরাষ্ট্রে। গত বছরের ২৪ সেপ্টেম্বর তিনি যুক্তরাষ্ট্র যান। সফরে তৎকালীন মার্কিন প্রেসিডেন্ট জো বাইডেন তাকে উষ্ণ অভ্যর্থনা জানান। সাক্ষাতে বাইডেন স্পষ্ট করে বলেন, 'বাংলাদেশের অন্তর্বর্তী সরকারের নেতৃত্বে তার আস্থা রয়েছে। ড. ইউনূসের সঙ্গে যুক্তরাষ্ট্র কাজ করতে প্রস্তুত।' ড. ইউনূস দীর্ঘকাল ধরেই পশ্চিমা বলয়ের অত্যন্ত সুপরিচিত ব্যক্তিত্ব। তিনি মার্কিন কংগ্রেস থেকে পেয়েছেন কংগ্রেশনাল গোল্ড মেডেল, যা যুক্তরাষ্ট্রের সর্বোচ্চ বেসামরিক সম্মান। এছাড়া বারাক ওবামা প্রশাসন তাকে প্রেসিডেন্সিয়াল মেডেল অব ফ্রিডম প্রদান করেছিল। যা আমেরিকান সমাজে অসাধারণ অবদান রাখা ব্যক্তিদের দেয়া হয়। ড. ইউনূস সেই হাতেগোনা বিদেশী নাগরিকদের একজন, যিনি এই দুটি মর্যাদাপূর্ণ পদকে ভূষিত হয়েছেন। কেবল তা-ই নয়, আমেরিকার রাজনীতিতে প্রভাবশালী ক্লিনটন পরিবারের সঙ্গেও তার সম্পর্ক বহু পুরনো ও ঘনিষ্ঠ। বিল ক্লিনটন প্রকাশ্যে মুহাম্মদ ইউনূসের মাইক্রোক্রেডিট মডেলকে 'একুশ শতকের অর্থনৈতিক মুক্তির হাতিয়ার' বলে আখ্যা দিয়েছেন।

ড. ইউনূস কেবল যুক্তরাষ্ট্রে পরিচিত নন। ইউরোপের বিভিন্ন প্রভাবশালী রাষ্ট্রপ্রধান ও ইউরোপীয় শক্তিবলয়ের সঙ্গে তার ঘনিষ্ঠতা দীর্ঘদিনের। ফ্রান্সের সাবেক প্রেসিডেন্ট নিকোলা সারকোজি, জার্মানির সাবেক চ্যান্সেলর আঙ্গেলা মেরকেল, এমনকি জাতিসংঘের সাবেক মহাসচিব কফি আনানের সঙ্গেও ড. ইউনূসের ব্যক্তিগত সম্পর্ক। বিশ্বব্যাংকের সাবেক প্রেসিডেন্ট জিম ইয়ং কিম থেকে শুরু করে ইউরোপীয় কমিশনের প্রভাবশালী ব্যক্তিদের সঙ্গেও তার সুসম্পর্ক রয়েছে। আন্তর্জাতিক উন্নয়ন সংস্থাগুলোর বিভিন্ন ফোরামে তিনি একাধিকবার 'কৌশলগত উপদেষ্টা' হিসেবে ভূমিকা পালন করেছেন।

যুক্তরাষ্ট্র সফরে তিনি ভয়েস অব আমেরিকাকে দেয়া এক সাক্ষাৎকারে (২৭ সেপ্টেম্বর, ২০২৪) বাংলাদেশ 'রিসেট বাটন' পুশ করেছে বলে মন্তব্য করেন। নিউইয়র্কের হিলটন হোটেলে 'ক্লিনটন গ্লোবাল ইনিশিয়েটিভ'-এর একটি অনুষ্ঠানে (২৪ সেপ্টেম্বর) বক্তৃতা দেয়ার সময় তিনি জুলাই-আগস্টের আন্দোলন ও অভ্যুত্থানের রূপান্তরকে 'মেটিকুলাসলি ডিজাইনড' বলে উল্লেখ করেন। যা ওই সময় ব্যাপক আলোচনা-সমালোচনার জন্ম দেয়।

কিন্তু কার্যকর রাষ্ট্রগঠনের সবচেয়ে মৌলিক ও জরুরি শর্তের একটি হলো সরকারের আইনি কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠা, আইনের শাসন বা রুল অব ল প্রতিষ্ঠা। আফগানিস্তানে যেটার বড় ঘাটতি ছিল। অন্তর্বর্তী সরকারের গত ১১ মাসে বাংলাদেশেও যে ঘাটতি দৃশ্যমান। সমাজে নাগরিকের মৌলিক অধিকার সুরক্ষিত না হলে, জননিরাপত্তা প্রতিষ্ঠা না হলে জনগণের আস্থা বিনষ্ট হয়। এ অনিয়ন্ত্রিত ব্যবস্থার পরিণতিতে রাষ্ট্রের প্রাথমিক ও আবশ্যিক জনসেবা যেমন স্বাস্থ্য, শিক্ষা ও সামাজিক নিরাপত্তা ব্যবস্থা ধসে পড়ে। যদি জননিরাপত্তা প্রতিষ্ঠা না পায় এবং জনসেবামূলক খাতগুলো যথাযথভাবে কার্যকর না হয়, তবে রাষ্ট্র পুনর্গঠন শুধু কাগজ-কলমেই থেকে যায়। রাষ্ট্রগঠনের আরেকটি বড় চ্যালেঞ্জ হয়ে দাঁড়ায় যখন প্রশাসন বা সরকার সার্বিক জনকল্যাণের বদলে নির্দিষ্ট গোষ্ঠী, শ্রেণী বা সম্প্রদায়ের স্বার্থ রক্ষায় ব্যস্ত হয়ে পড়ে। এতে সাধারণ নাগরিক নিজেকে রাষ্ট্র থেকে বিচ্ছিন্ন মনে করে, রাষ্ট্র ব্যবস্থার প্রতি তার আস্থা উঠে যায়। রাষ্ট্র যদি জাতি, ধর্ম, রাজনৈতিক পরিচয় বা অর্থনৈতিক ক্ষমতার ভিত্তিতে তার আচরণ নির্ধারণ করে, তবে নাগরিকের আস্থার জায়গাটি ক্ষয়ে যেতে থাকে, যা একসময় রাষ্ট্রীয় পুনর্গঠনের প্রয়াসকে স্তব্ধ করে দেয়।

রাষ্ট্র পুনর্গঠনে একটি মৌলিক দুর্বলতা হয়ে দাঁড়ায় মৌসুমি ভিত্তিতে বিদেশী বিশেষজ্ঞদের 'টপ-ডাউন' নীতিনির্ধারণ পদ্ধতি, যা সমাজের বাস্তবতা থেকে অনেকটাই বিচ্ছিন্ন। অনেক সময় একটি নতুন বা পরিবর্তিত সরকার দ্রুত সংস্কার আনতে গিয়ে এমন নীতি গ্রহণ করে যেগুলো স্থানীয় বাস্তবতা, সংস্কৃতি, অর্থনৈতিক কাঠামো কিংবা জনগণের জীবনযাত্রার সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণ নয়। যেখানে সমাজের সব শ্রেণীর প্রতিনিধিত্ব থাকে না। ফলে নীতি কার্যকারিতা হারায়, জনগণ তা আত্মীকরণ করতে পারে না। রাষ্ট্রীয় পদক্ষেপকে অনেক সময় জনগণ দেখে 'উপর থেকে চাপানো' একটি প্রক্রিয়া হিসেবে। এ ধরনের নীতিনির্ধারণে সবচেয়ে বেশি অনুপস্থিত থাকে 'লোকাল ওনারশিপ'ড়্কিংবা স্থানীয় জনগোষ্ঠীর বা জনগণের অংশগ্রহণ ও নিজস্বতার স্বীকৃতি। এতে রাষ্ট্রীয় সংস্কার প্রয়াসের ভিত্তি দুর্বল হয়ে পড়ে, রাষ্ট্র পুনর্গঠনের স্বপ্ন কেবল উচ্চস্তরের নথিপত্রেই থেকে যায় (ইউনাইটেড নেশন ইউনিভার্সিটি প্রেস কর্তৃক প্রকাশিত গবেষণাগ্রন্থ মেকিং স্টেট ওয়ার্ক: ফ্রম স্টেট ফেইলিউর টু স্টেট বিল্ডিং)। একটি রাষ্ট্রের মৌলিক কাঠামো টিকে থাকে অর্থনৈতিক কার্যক্রম, বাজার নিয়ন্ত্রণ ও সম্পদ বণ্টনের ওপর। যখন বাজার ব্যবস্থা ভঙ্গুর হয়, কিংবা সরকারের কার্যকর নিয়ন্ত্রণ সেখানে থাকে না তখন বাস্তবে বাজারের বড় অংশটি চলে কর্তৃত্ববাদী বিশেষ স্বার্থের ছায়ায়।

রাষ্ট্র পুনর্গঠনের পথে সহিংসতা ও বিরোধপূর্ণ রাজনৈতিক পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে ব্যর্থতা একটি ভয়াবহ সংকেত। বিশেষ করে গণ-অভ্যুত্থান, সরকার পরিবর্তন বা রাজনৈতিক রূপান্তরের পর নতুন নেতৃত্বের জন্য এটি একটি গুরুত্বপূর্ণ পরীক্ষা হয়ে দাঁড়ায়। সহিংসতা নিয়ন্ত্রণে ব্যর্থতা দুর্বল রাষ্ট্রীয় নিয়ন্ত্রণের বহিঃপ্রকাশ। এমন পরিস্থিতিতে শাসকগোষ্ঠীর দৃষ্টিভঙ্গি যদি হয় উদাসীন অথবা এমন সহিংসতা রাজনৈতিক সুবিধার জন্য ব্যবহার করা হয়, তবে রাষ্ট্রগঠন প্রক্রিয়া অন্য পথে বাঁক নেয়। একটি কার্যকর রাষ্ট্রের মৌলিক দায়িত্ব হলো সংঘাত নিউট্রালাইজ করা, যাতে রাষ্ট্রীয় কাঠামো বা প্রশাসনিক নীতি কোনো নির্দিষ্ট গোষ্ঠী বা আবেগতাড়িত জনতার দ্বারা প্রতিস্থাপিত না হয়। এর ব্যত্যয় হলে তা কার্যত রাষ্ট্রের ভেঙে পড়ার পূর্বাভাস।

প্রাকৃতিক দুর্যোগ বা সংকটকালে রাষ্ট্রের কার্যকারিতা যাচাই একটি কঠিন পর্ব। এ সময় মানুষ সরাসরি রাষ্ট্রকে দেখতে চায় তাদের পাশে। কিন্তু যদি সেখানে রাষ্ট্রের উপস্থিতি থাকে সীমিত বা অনুপস্থিত, তখনই প্রকট হয়ে ওঠে কাঠামোগত দুর্বলতা ও প্রশাসনিক অকার্যকারিতা। এ ধরনের ব্যর্থতা সরাসরি রাষ্ট্রের উপস্থিতির প্রশ্ন তোলে। দীর্ঘমেয়াদে রাষ্ট্রীয় কর্তৃত্ব ও বিশ্বাসযোগ্যতার ওপর নেতিবাচক প্রভাব ফেলে। রাষ্ট্রের কাজ হলো জনগণের প্রয়োজনে কিংবা সংকটে দ্রুত সাড়া দেয়া কিন্তু যদি দেখা যায় সেখানে রাষ্ট্রের উপস্থিতি নেই তাহলে নাগরিকদের মধ্যে 'স্টেট এলিয়েনেশন' তৈরি হয়।

রাষ্ট্র পুনর্গঠনের সফলতার অন্যতম নির্ণায়ক হলো বিচার ব্যবস্থার ভারসাম্য এবং এর অতীত ও বর্তমানের মধ্যে একটি সুসংহত সমন্বয়। এক্ষেত্রে দুয়েকটি বিচারে পূর্ণ মনোযোগ দেয়ার চেয়ে বিচার ব্যবস্থার ভারসাম্যের রূপান্তর বেশি জরুরি। তা না হলে রাষ্ট্রের কাঠামোগত দুর্বলতা বা গভীরতর সংকটগুলো দূর হয় না। রাষ্ট্রগঠনে প্রয়োজন একটি ব্যবস্থাগত রূপান্তর, অতীতে বিচার বিভাগের রাজনৈতিক ব্যবহার, কিংবা ক্ষমতাসীনদের রক্ষা করার প্রবণতা থেকে বেরিয়ে এসে স্বাধীন, নিরপেক্ষ ও জনমুখী বিচার ব্যবস্থা গড়ে তোলা। (ওভারসিজ ডেভেলপমেন্ট ইনস্টিটিউট কর্তৃক প্রকাশিত ২০১০ সালের নীতিপত্র 'ফেইলড বাই ডিজাইন? দ্য লিমিটেশন অব স্টেট বিল্ডিং')।

ইতিহাসে দেখা যায়, গণ-অভ্যুত্থান পরিবর্তনের সূচনা করে ঠিকই, কিন্তু তার পরবর্তী পথ নির্ভর করে নতুন নেতৃত্বের দৃষ্টিভঙ্গি, রাষ্ট্রের কাঠামোগত সংস্কার ও সামাজিক ঐক্যের ওপর। এমন অভ্যুত্থানের পর একেকটি রাষ্ট্র একেকভাবে নিজেদের ভবিষ্যৎ গড়েছেড়্কেউ ঘুরে দাঁড়িয়েছে, কেউ ঘুরপাক খেয়েছে সংকটের আবর্তে। সিঙ্গাপুর একসময় দুর্বল অর্থনীতি, দাঙ্গা ও বেকারত্বে জর্জরিত একটি ক্ষুদ্র দ্বীপরাষ্ট্র ছিল। স্বাধীনতার পরপরই

বাকি অংশ ২৬ পৃষ্ঠায়

ডিজিটাল ট্রাভেলস
এস্টোরিয়া
Time to
FLY DHAKA
ঝামেলামুক্ত
এয়ার টিকেটের নিশ্চয়তা
সামার সেল চলছে
সীমিত সময়ের জন্য
BOOK AIR TICKET
718-721-2012
www.digitaltraveltour.com
আমাদের অফিস শুধুমাত্র এস্টোরিয়ায়
25-78 31st Street, New York, NY-11102
সাবওয়েতে N ও W ট্রেনে
30th Avenue Station

রাষ্ট্র পুনর্নির্মাণে হামিদ কারজাই

২৪ পৃষ্ঠার পর

সেখানে দাঙ্গা ছড়িয়ে পড়ে, জাতিগত বিভাজন চরমে পৌঁছে যায়। কিন্তু লি কুয়ানের কঠোর নেতৃত্বে দেশটি খাদের কিনারা থেকে উঠে আসে। আইনের শাসন, শিক্ষার বিস্তার এবং আমলাতন্ত্রে দক্ষতার এক অনন্য দৃষ্টান্ত স্থাপন করে। রাজনৈতিক স্থিতিশীলতা নিশ্চিত করে দেশটি পরিণত হয় দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার প্রধান অর্থনৈতিক শক্তিতে। দেশটির নির্বাচন ও গণতন্ত্র নিয়ে প্রশ্ন থাকলেও রাষ্ট্রের শৃঙ্খলা ও উন্নয়ন নিয়ে সন্দেহের অবকাশ নেই। গণ-আন্দোলনের পর লি দায়িত্বশীল ও শৃঙ্খলাবদ্ধ রাষ্ট্রক্ষমতা প্রতিষ্ঠায় মন দেন। যেখানে বাজার, শিক্ষা, শিল্পড়সবকিছুতে রাষ্ট্রের কার্যকর উপস্থিতি নিশ্চিত করা হয়।

আবার দক্ষিণ আফ্রিকার কথাও স্মরণ করা যেতে পারে। নেলসন ম্যান্ডেলার নেতৃত্বে বর্ণবাদবিরোধী গণ-আন্দোলনের (অ্যান্টি অ্যাপারথেইড মুভমেন্ট) বিজয়ের পর দেশটি প্রতিহিংসার পথে না হেঁটে 'ট্রুথ অ্যান্ড রিকনসিলিয়েশন কমিশন' গঠন করে। তারা গুরুত্ব দেয় সত্য প্রকাশ ও সামাজিক পুনর্মিলনের ওপর। এর মাধ্যমে তারা ভয়ংকর এক বিভাজন ও সহিংসতার অতীত পেরিয়ে একটি অন্তর্ভুক্তিমূলক গণতান্ত্রিক রাষ্ট্র গঠনে সফল হয়।

শ্রীলংকা মাত্র দুই বছর আগে দেউলিয়া হয়ে গিয়েছিল। জ্বালানি ঘাটতি, খাদ্যাভাব, ঋণখেলাপি, মূল্যস্ফীতির লাগামছাড়া গতি এবং দুর্নীতির প্রতিবাদে গণ-অভ্যুত্থানের মুখে পড়েন গোতাবায়া রাজাপাকসে। সারা দেশে ছড়িয়ে পড়ে জনরোষ, সাধারণ মানুষ রাস্তায় নামে, প্রেসিডেন্ট প্রাসাদ দখল হয়। জনরোষের মুখে গোতাবায়া দেশ ছেড়ে পালান। লক্ষণীয় হলো এ পরিবর্তন ছিল শান্তিপূর্ণ। গণ-অভ্যুত্থান-পরবর্তী দেশগুলোয় সাধারণত দেখা যায় দাঙ্গা, লুটপাট, ক্ষমতার দ্বন্দ্ব, প্রতিশোধপরায়ণ নীতি। এগুলোর কোনোটিই শ্রীলংকায় ছিল না। সরকার পতনের পর সবাই ফিরে যান নিজের কাজে। এ পরিবর্তনের মধ্য থেকেই উঠে এসেছেন বামপন্থী রাজনৈতিক নেতা আনুরা কুমারা দিশানায়েকে। ২০২২ সালের জুনে শ্রীলংকার মূল্যস্ফীতি ছিল ৭০ শতাংশের বেশি, সেখানে গত জুনে দেশটির সার্বিক মূল্যস্ফীতি মাইনাস শূন্য দশমিক ৬ শতাংশ অর্থাৎ ঋণাত্মক স্তরে নেমে আসে (সেন্ট্রাল ব্যাংক অব শ্রীলংকা)। শুধু অর্থনীতি নয়, শ্রীলংকায় বর্তমানে রাজনৈতিক অঙ্গনেও কোনো বড় ধরনের বিশৃঙ্খলা দেখা যাচ্ছে না। রাজাপাকসে পরিবার ও তাদের ঘনিষ্ঠদের বিরুদ্ধে দুর্নীতির অভিযোগে যেসব তদন্ত ও বিচার চলছে, তা নিরপেক্ষভাবে অগ্রসর হচ্ছে। একসময় সহিংসতায় জর্জরিত দেশটিতে এখন বড় রাজনৈতিক দলগুলো সংসদে কার্যকর ভূমিকা রাখছে, যা কোনো রাষ্ট্র পুনর্গঠনের সবচেয়ে বড় পুঁজি।

বিপরীতে স্মরণ করা যায় তিউনিসিয়ার চিত্র। আরব বসন্তের সূতিকাগার এ দেশের জনগণ ২০১১ সালে জাইন এল-আবেদিন বেন আলির শাসনের অবসান ঘটায় গণ-অভ্যুত্থানের মধ্য দিয়ে। প্রথমদিকে এ উত্তাল পরিবর্তন গণতান্ত্রিক রূপান্তরের সম্ভাবনা তৈরি করলেও পরবর্তী সময়ে রাজনৈতিক অনৈক্য, সহিংসতা, সাংবিধানিক জটিলতা দেশটিকে আবার অস্থিরতার গহ্বরে ফেলে। ইসলামপন্থী এননাহদা পার্টি ও ধর্মনিরপেক্ষ গোষ্ঠীর দ্বন্দ্বের মধ্যে পড়ে অনেক সংস্কার ব্যর্থ হয়। সর্বশেষ ২০২১ সালে প্রেসিডেন্ট কায়েস সাঈদ কার্যত একচ্ছত্র শাসন কায়েম করেন। গণ-অভ্যুত্থান-পরবর্তী নতুন রাষ্ট্র নির্মাণের আকাঙ্ক্ষা ব্যর্থ হয়ে তিউনিসিয়ায় আবারো কর্তৃত্ববাদী শাসনের ছায়া নেমে এসেছে।

রাষ্ট্র পুনর্গঠনের সন্ধিক্ষণে বাংলাদেশও দাঁড়িয়ে আছে ইতিহাসের এক জটিল বহুপথের সম্মুখে। সরকারকে বুঝতে হবে কোথায় ভারসাম্য, কোথায় জনসম্পৃক্ততা, কোথায় সহিষ্ণুতা আর কোথায় দৃঢ়তা জরুরি। কার্যকর ও সুশৃঙ্খল রাষ্ট্রগঠনের জন্য যে বিষয়টি জরুরি হয়ে ওঠে তা হলো অগ্রাধিকার নির্ধারণ। রাষ্ট্র যদি জানে তার কোন দায়িত্বটি মৌলিক, কোনটি জরুরি কিংবা তাৎক্ষণিক তাহলে পথচলা অনেকটাই সুসংহত হয়। এজন্য প্রথমেই প্রয়োজন অগ্রাধিকারভিত্তিক স্পষ্ট লক্ষ্য নির্ধারণড়যেখানে রাষ্ট্রীয় কর্মপরিকল্পনার প্রতিটি ধাপ সময়ের বাস্তবতা ও নাগরিকদের প্রয়োজন অনুযায়ী সাজানো হবে। লক্ষ্যগুলোকে শুধু ঘোষণায় রেখে দেয়া নয়, বরং প্রতিটি বড় লক্ষ্যকে ছোট ছোট বাস্তবভিত্তিক ধাপে ভাগ করে ফেলা জরুরি, যেন প্রতিটি পর্যায়ে অগ্রগতি মাপা যায়, প্রয়োজনে গতি বাড়ানো যায়। লক্ষ্য পূরণে নির্দিষ্ট সময়সীমা থাকা আবশ্যক। প্রতিটি ধাপ যেন হয়ে ওঠে নির্ধারিত সময়ের মধ্যে বাস্তবায়নের প্রতিশ্রুতি। আর এই প্রতিশ্রুতি কতটা রক্ষা হচ্ছেড়তা ট্র্যাক করতে হবে নিয়মিত। এতে জানা যাবে রাষ্ট্র পুনর্গঠন কোথায় দাঁড়িয়ে, আর কোন পথে এগোচ্ছে। রাষ্ট্রযন্ত্রের প্রতিটি ইউনিট, প্রতিটি স্তরকে সমন্বিত পরিকল্পনায় শৃঙ্খলার সঙ্গে অংশ নিতে হবে; যার প্রতিটি পদক্ষেপ হবে পূর্বপরিকল্পিত, পরিমিত, ও ভবিষ্যতের জন্য প্রস্তুত।

গণ-অভ্যুত্থান যত বিশালই হোক না কেন, যদি তার পরবর্তী রাষ্ট্রীয় অভিযাত্রা সংকটে পতিত হয় তাহলে নতুন রাষ্ট্রগঠনের স্বপ্ন আটকে যায় অনিশ্চিত গোলকধাঁধায়। যে গোলকধাঁধায় আটকে গিয়েছিল তিউনিসিয়া কিংবা কারজাই সরকার। যদিও ড. ইউনূসের নেতৃত্বাধীন অন্তর্বতী সরকার হামিদ কারজাইয়ের মতো আরোপিত নয়, বরং ক্ষমতায় এসেছেন গণ-অভ্যুত্থানে জাগরিত জনগণের প্রত্যাশা নিয়ে। নতুন বাংলাদেশ গড়ার যে আকাঙ্ক্ষা নিয়ে ড. ইউনূস ক্ষমতায় এলেন তা কেবল পালাবদল নয় বরং নতুন বাংলাদেশ নির্মাণের অনন্য ঐতিহাসিক সুযোগ। কিন্তু তিনিও আজ ইতিহাসের সে অস্থিরতার চক্রে দাঁড়িয়ে, যেখান থেকে নেতৃত্বের দৃঢ়তায় কোনো কোনো দেশ উঠে এসেছে দৃপ্ত ভোরের দিকে, আবার কেউ পড়ে রয়েছে সংকটের ঘূর্ণিপাকে। দেওয়ান হানিফ মাহমুদ

সম্পাদক, বণিক বার্তা

কলাম্বিয়া ইউনিভার্সিটি ল' গ্রাজুয়েট, লন্ডন ইউনিভার্সিটি থেকে ব্রিটিশ ফরেন ও কমনওয়েলথ অফিসের অধীনে শেভনিং স্কলার ও হিউম্যান রাইটস-এ মাস্টার্স, ঢাকা ইউনিভার্সিটি থেকে আইনে অনার্স ও মাস্টার্স (১ম শ্রেণী), বিসিএস (জুডিশিয়াল) এর সদস্য, বাংলাদেশে প্রাক্তন সিনিয়র সহকারী জজ আইন মন্ত্রণালয়ের সিনিয়র সহকারী সচিব ও বাংলাদেশ সরকারের প্রাক্তন মাননীয় আইন মন্ত্রীর কাউন্সিল অফিসার হিসেবে ৮ বছর এবং নিউইয়র্ক- এর বিভিন্ন ল'ফার্মের অভিজ্ঞতাসম্পন্ন এ্যাটর্নী।

অশোক কুমার কর্মকার
এ্যাটর্নী এ্যাট ল'

আমেরিকায় যে কোন নতুন ব্যবসায় ন্যূনতম বিনিয়োগের মাধ্যমে Treaty (E-2) ভিসার অধীনে এদেশে ব্যবসা করার সুযোগ পেতে পারেন এবং পরবর্তীতে গ্রীন কার্ড পাওয়ার যোগ্য হতে পারেন।

তাছাড়া ১ মিলিয়ন বা নূন্যতম ৫ লাখ ডলার বিনিয়োগ করে EB-5 ভিসার অধীনে আপনি ও আপনার পরিবার ও সন্তান-সন্ততিসহ সরাসরি গ্রীন কার্ড পেতে পারেন।

বৈধভাবে এদেশে আপনার বিনিয়োগের অর্থ আনয়নে আমাদের সাথে পরামর্শ করতে পারেন।

দেশে কোন কোম্পানীর মালিক/পরিচালক হলে আপনি ও আপনার পরিবার L Visa'র সুবিধা নিতে পারেন এবং দু'বছর পর গ্রীন কার্ডের আবেদন করতে পারেন।

আপনি কি বিনিয়োগের মাধ্যমে নিজের যোগ্যতায় খুব দ্রুত গ্রীন কার্ড পেতে চান?

- আপনার সার্বিক আইনী (ইমিগ্রেশন, এসাইলামসহ সর্বপ্রকার রিয়েল এস্টেট ক্লোজিং, পার্সোনাল ইনজুরি, মেডিকেল ম্যালপ্রাক্টিস, ডিভোর্স, পারিবারিক, লিগালাইজেশনসহ সকল ধরণের) সমস্যার সমাধানে যোগাযোগ করুন (সোম - শনিবার)।
- আমেরিকায় বসে আমাদের ঢাকা অফিসের মাধ্যমে খরচ ও সময় বাঁচিয়ে আপনি বাংলাদেশে আপনার যে কোন মামলা পরিচালনা, সম্পত্তি ক্রয়-বিক্রয়সহ যে কোন আইনী সমস্যার সমাধান সহজেই করতে পারেন।
- আপনার সম্পত্তি ব্যাবস্থাপনায় (Property Management) আমাদের ঢাকা অফিস আপনাকে সহায়তা করতে পারে।

Law Offices of Ashok K. Karmaker, P.C.

Queens Main Office:
143-08 Hillside Avenue, Jamaica, NY 11435, Tel: (212) 714-3599, Fax: (718) 408-3283, ashoklaw.com

Bronx Office: Karmaker & Lewter, PLLC
1506 Castlehill Avenue, Bronx, NY 10462, Tel: (718) 662-0100, ashok@ashoklaw.com

Dhaka Office: US-Bangladesh Global Law Associates, Ltd.
Dream Apartments, Apt. C2, Hse 3G, Road 104, Gulshan Circle 2, Dhaka 1212, Bangladesh, Tel: 011-880-2-8833711

ব্লু গোল্ড: বাংলাদেশ হতে পারে বিশ্ব

১৬ পৃষ্ঠার পর

বাংলাদেশের উচিত এখনই একটি সুসংগঠিত পানির শিল্পভিত্তিক রপ্তানি কৌশল গ্রহণ করা। আধুনিক বোতলজাত পানি উৎপাদনের জন্য আলাদা শিল্পাঞ্চল নির্ধারণ, হালাল ও আন্তর্জাতিক মানসম্পন্ন ব্র্যান্ড তৈরির উদ্যোগ, মধ্যপ্রাচ্য ও আফ্রিকার বাজারে কূটনৈতিক ও বাণিজ্যিক প্রবেশ এবং 'ওয়াটার এক্সপোর্ট পলিসি' প্রণয়নের মতো দূরদৃষ্টিসম্পন্ন পদক্ষেপ এখন সময়ের দাবি।

বিশ্বের জলবায়ু সংকট ও বিশুদ্ধ পানির ঘাটতির প্রেক্ষাপটে বোতলজাত পানির বাজার যে আগামী দিনের একটি অর্থনৈতিক খনি, তা এখন আর অস্বীকার করার সুযোগ নেই। বাংলাদেশের ভৌগোলিক সুবিধা, প্রাকৃতিক সম্পদ ও কৌশলগত পরিকল্পনা যদি একত্রে কাজে লাগানো যায়, তবে অদূর ভবিষ্যতে বাংলাদেশকে বিশ্বের 'ওয়াটার ইকোনমি'র অন্যতম কেন্দ্রবিন্দুতে পরিণত করা সম্ভব। পরিকাঠামো ও প্রযুক্তিভিত্তিক রূপান্তর পরিকল্পনা বাংলাদেশের জলসম্পদকে একটি বাণিজ্যিক শক্তিতে পরিণত করতে নিচের পাঁচটি ধাপে রূপকল্প বাস্তবায়ন করা যেতে পারে:

১. বর্ষার পানি সংরক্ষণের জন্য পরিবেশবান্ধব জলাধার ও বাঁধ নির্মাণ। হাওর-বাঁওড়সংলগ্ন আধুনিক ড্রেনেজ ও ওভারফ্লো খাল গঠন।

২. আন্তর্জাতিক মানের পানি পরিশোধন প্ল্যান্ট স্থাপন। আরওইউভি প্রযুক্তি ব্যবহার করে পরিশোধন। সরকারি-বেসরকারি অংশীদারত্বে শোধনাগার স্থাপন। হাওর অঞ্চলকে 'জল শিল্পাঞ্চলে' রূপান্তর।

৩. বোতলজাত পানি রপ্তানি প্রক্রিয়াজাতকরণ অঞ্চল, শুল্কছাড়, শুল্কমুক্ত আমদানি সুবিধাসহ রপ্তানিকেন্দ্রিক শিল্প এলাকা গঠন।

৪. ডব্লিউটিও অনুমোদিত সার্টিফিকেশন ও ট্রেসেবিলিটি ব্যবস্থা। জাতীয় পানি মান নিয়ন্ত্রণ সংস্থা গঠন। প্রতিটি রপ্তানি ইউনিটে গুণমানের ডিজিটাল ট্রেসিং ব্যবস্থা।

৫. ব্র্যান্ডিং: বাংলাদেশ পিওর ওয়াটার, সরকার-সমর্থিত ব্র্যান্ড, যার মাধ্যমে পরিবেশবান্ধব ও হালাল পানির গ্লোবাল বাজারে প্রবেশে নিশ্চয়তা।

বিশ্বব্যাপী পানি অর্থনীতির বিকাশে বিভিন্ন দেশ নিজেদের ভূপ্রাকৃতিক বৈশিষ্ট্য, প্রযুক্তি ও বাজার কৌশলের ওপর ভিত্তি করে অনন্য পানিনির্ভর মডেল গড়ে তুলেছে। সিঙ্গাপুর একটি স্বল্প পানিসম্পদের দেশ হওয়া সত্ত্বেও নিউওয়াটার প্রযুক্তির মাধ্যমে পুনর্ব্যবহৃত পানি ব্যবস্থাপনায় বিপ্লব এনেছে। এই প্রযুক্তির মাধ্যমে তারা বর্জ্য জলকে পরিশোধন করে এমন পর্যায়ে নিয়ে যায়, যা পুনর্ব্যবহারযোগ্য, এমনকি রপ্তানিযোগ্য হয়ে ওঠে। এটি শুধু সিঙ্গাপুরকে পানির দিক থেকে স্বনির্ভরই করেনি, বরং টেকসই নগর উন্নয়নের একটি রোল মডেল হিসেবে গড়ে তুলেছে।

অন্যদিকে সৌদি আরব মরুপ্রধান একটি দেশ হিসেবে পরিশোধন প্রযুক্তি ও হালাল পানির মানদণ্ড অনুসরণ করে এক বিশেষায়িত পানির বাজার তৈরি করেছে। সমুদ্রের লবণাক্ত পানি পরিশোধন করে তারা ভোক্তা ও ধর্মীয়ভাবে সংবেদনশীল বাজারকে লক্ষ্য করে 'হালাল পানি' হিসেবে ব্র্যান্ডিং করছে, যা মুসলিম বিশ্বে ব্যাপক গ্রহণযোগ্যতা পাচ্ছে।চীন পানির খনিজীকরণ ও বিশ্বায়ন কৌশল গ্রহণ করে পানি রপ্তানিকে একটি শক্তিশালী রপ্তানি খাতে রূপান্তর করছে। বিভিন্ন খনিজ উপাদানে সমৃদ্ধ পানি আন্তর্জাতিক বাজারে স্বাস্থ্যসচেতন ভোক্তাদের মধ্যে ব্যাপক চাহিদা তৈরি করেছে। চীন এ প্রবণতাকে কাজে লাগিয়ে তাদের পানিকে 'ফাংশনাল ওয়াটার' হিসেবে রপ্তানির পথে *বাকি অংশ ৩২ পৃষ্ঠায়*

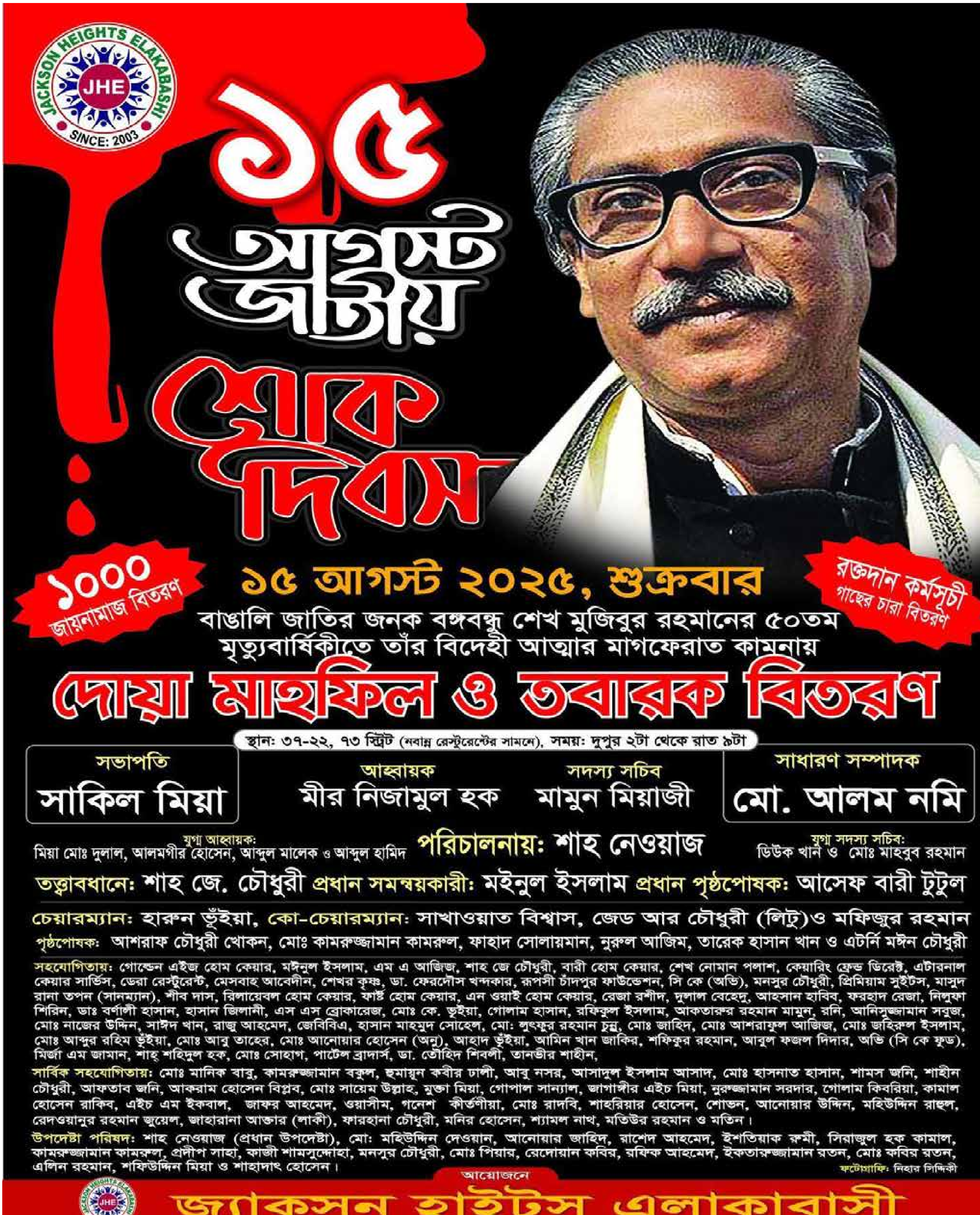
JACKSON HEIGHTS ELAKABASHI
JHE
SINCE: 2003
১৫ আগস্ট
জাতীয়
শোক
দিবস
১০০০ জায়নামাজ বিতরণ
১৫ আগস্ট ২০২৫, শুক্রবার
রক্তদান কর্মসূচী
গাছের চারা বিতরণ
বাঙালি জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের ৫০তম
মৃত্যুবার্ষিকীতে তাঁর বিদেহী আত্মার মাগফেরাত কামনায়
দোয়া মাহফিল ও তবারক বিতরণ
স্থান: ৩৭-২২, ৭৩ স্ট্রিট (নবান্ন রেস্টুরেন্টের সামনে), সময়: দুপুর ২টা থেকে রাত ৯টা
সভাপতি
সাকিল মিয়া
আহ্বায়ক
মীর নিজামুল হক
সদস্য সচিব
মামুন মিয়াজী
সাধারণ সম্পাদক
মো. আলম নমি
যুগ্ম আহ্বায়ক:
মিয়া মোঃ দুলাল, আলমগীর হোসেন, আব্দুল মালেক ও আব্দুল হামিদ
পরিচালনায়: শাহ নেওয়াজ
যুগ্ম সদস্য সচিব:
ডিউক খান ও মোঃ মাহবুব রহমান
তত্ত্বাবধানে: শাহ জে. চৌধুরী প্রধান সমন্বয়কারী: মইনুল ইসলাম প্রধান পৃষ্ঠপোষক: আসেফ বারী টুটুল
চেয়ারম্যান: হারুন ভূঁইয়া, কো-চেয়ারম্যান: সাখাওয়াত বিশ্বাস, জেড আর চৌধুরী (লিটু)ও মফিজুর রহমান
পৃষ্ঠপোষক: আশরাফ চৌধুরী খোকন, মোঃ কামরুজ্জামান কামরুল, ফাহাদ সোলায়মান, নুরুল আজিম, তারেক হাসান খান ও এটর্নি মঈন চৌধুরী
সহযোগিতায়: গোল্ডেন এইজ হোম কেয়ার, মঈনুল ইসলাম, এম এ আজিজ, শাহ জে চৌধুরী, বারী হোম কেয়ার, শেখ নোমান পলাশ, কেয়ারিং ফ্রেন্ড ডিরেক্ট, এটারনাল কেয়ার সার্ভিস, ডেরা রেস্টুরেন্ট, মেসবাহ আবেদীন, শেখর কৃষ্ণ, ডা. ফেরদৌস খন্দকার, রূপসী চাঁদপুর ফাউন্ডেশন, সি কে (অভি), মনসুর চৌধুরী, প্রিমিয়াম সুইটস, মাসুদ রানা তপন (সানম্যান), শীব দাস, রিলায়েবল হোম কেয়ার, ফার্স্ট হোম কেয়ার, এন ওয়াই হোম কেয়ার, রেজা রশীদ, দুলাল বেহেদু, আহসান হাবিব, ফরহাদ রেজা, নিলুফা শিরিন, ডাঃ বর্ণালী হাসান, হাসান জিলানী, এস এস ব্রোকারেজ, মোঃ কে. ভূইয়া, গোলাম হাসান, রফিকুল ইসলাম, আকতারুর রহমান মামুন, রনি, আনিসুজ্জামান সবুজ, মোঃ নাজের উদ্দিন, সাঈদ খান, রাজু আহমেদ, জেবিবিএ, হাসান মাহমুদ সোহেল, মো: লুৎফুর রহমান চুন্নু, মোঃ জাহিদ, মোঃ আশরাফুল আজিজ, মোঃ জহিরুল ইসলাম, মোঃ আব্দুর রহিম ভুঁইয়া, মোঃ আবু তাহের, মোঃ আনোয়ার হোসেন (অনু), আহাদ ভুঁইয়া, আমিন খান জাকির, শফিকুর রহমান, আবুল ফজল দিদার, অভি (সি কে ফুড), মির্জা এম জামান, শাহ্ শহিদুল হক, মোঃ সোহাগ, পাটেল ব্রাদার্স, ডা. তৌহিদ শিবলী, তানভীর শাহীন,
সার্বিক সহযোগিতায়: মোঃ মানিক বাবু, কামরুজ্জামান বকুল, হুমায়ুন কবীর ঢালী, আবু নসর, আসাদুল ইসলাম আসাদ, মোঃ হাসনাত হাসান, শামস জনি, শাহীন চৌধুরী, আফতাব জনি, আকরাম হোসেন বিপ্লব, মোঃ সায়েম উল্লাহ, মুক্তা মিয়া, গোপাল সান্যাল, জাগাঙ্গীর এইচ মিয়া, নুরুজ্জামান সরদার, গোলাম কিবরিয়া, কামাল হোসেন রাকিব, এইচ এম ইকবাল, জাফর আহমেদ, ওয়াসীম, গনেশ কীর্তণীয়া, মোঃ রাদবি, শাহরিয়ার হোসেন, শোভন, আনোয়ার উদ্দিন, মহিউদ্দিন রাহুল, রেদওয়ানুর রহমান জুয়েল, জাহারানা আক্তার (লাকী), ফারহানা চৌধুরী, মনির হোসেন, শ্যামল নাথ, মতিউর রহমান ও মতিন।
উপদেষ্টা পরিষদ: শাহ নেওয়াজ (প্রধান উপদেষ্টা), মো: মহিউদ্দিন দেওয়ান, আনোয়ার জাহিদ, রাশেদ আহমেদ, ইশতিয়াক রুমী, সিরাজুল হক কামাল, কামরুজ্জামান কামরুল, প্রদীপ সাহা, কাজী শামসুদ্দোহা, মনসুর চৌধুরী, মোঃ পিয়ার, রেদোয়ান কবির, রফিক আহমেদ, ইকতারুজ্জামান রতন, মোঃ কবির রতন, এলিন রহমান, শফিউদ্দিন মিয়া ও শাহাদাৎ হোসেন।
ফটোগ্রাফি: নিহার সিদ্দিকী
আয়োজনে
জ্যাকসন হাইটস এলাকাবাসী

এসাইলাম সেন্টার / স্টপ ডিপোর্টেশন

আমেরিকায় গ্রীনকার্ড/ বৈধতা নিয়ে আতঙ্কবিহীন জীবনযাপনে আমাদের সহায়তা নিন

বাংলাদেশ/ইন্ডিয়া/পাকিস্তান/নেপাল/সাউদ আমেরিকা/আফ্রিকা এবং অন্যান্য

একটি রাজনৈতিক/ধর্মীয়/সামাজিক ও নাগরিক অধিকার বিষয়ক এসাইলাম কেইস হতে পারে আপনার গ্রীনকার্ড (স্থায়ী বাসিন্দা) পাওয়ার সহজতর রাস্তা।

প্রশ্ন হলো, আপনার এই কেইসটি কে তেরী করেছে এবং কে আপনাকে ইমিগ্রেশনে / কোর্টে রিপ্রেজেন্ট করছে?

কেন আমাদের কাছে আসবেন

- আমেরিকায় এসে ইমিগ্রেশন নিয়ে কিছুই করেননি অথবা কিছু করে ব্যর্থ হয়েছেন তারা সত্ত্বর যোগাযোগ করুন।
- বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী দল (বিএনপি)কে TIER (III) জঙ্গী সংগঠন হিসেবে বিবেচনা করায় তাদের নেতা ও কর্মীদের এসাইলাম কেইসগুলো একটু দুরহ হলেও আমরা সফলতার সাথে অনেকগুলো মামলায় জয়লাভ করেছি। (বিএনপি'র সর্বাধিক কেইসে আমরাই জয়লাভ করেছি।)
- ১৯ জন ইউএস "এটর্নী অব ল" শুধুমাত্র ইমিগ্রেশন কেইসগুলোই করেন।
- আমরা অত্যন্ত সফলতার সাথে অনেকগুলো ডিপোর্টেশন কেইস করেছি।
- ক্রিমিনাল কেইস/ফোরক্লোজার স্টপ/ ডিভোর্স /ব্যাঙ্করাপসি/ল-স্যুট ইত্যাদি।
- দীর্ঘ অভিজ্ঞতাসম্পন্ন আমেরিকার JEWISH ATTORNEY দের সাহায্য নিন এবং আমেরিকায় আপনার ভবিষ্যৎ নিশ্চিত করুন।
- ফ্রি কন্সালটেন্সি

লিগ্যাল নেটওয়ার্ক ইন্টারন্যাশনাল, এল এল সি

(আমরা নিন্দিত এবং সমালোচিত। কিন্তু আপনার সমস্যা সমাধানে আমরা অদ্বিতীয়)

৭৩-৪৮, ৭২ স্ট্রিট, ২য় তলা জ্যাকসন হাইটস নিউ ইয়র্ক ১১৩৭২ ফোন: ৯১৭-৭২২-১৪০৮, ৯১৭-৭২২-১৪০৯

ই-মেইল:LEGALNETWORK.US@GMAIL.COM

FLYING COLOURS PICTURES, ABP CREATIONS & OPUS COMMUNICATIONS PRESENT
Opus
ABP STUDIOS
Dear Mi
AN OPUS COMMUNICATIONS PRODUCTION
রক্তের সম্পর্ক না ভালবাসার টান ?
DIRECTED BY ANIRUDDHA ROY CHOWDHURY
NEW YORK, NY
KEW GARDENS CINEMAS
81–05 LEFFERTS BLVD, KEW GARDENS, NY 11415
FRIDAY AUG 8TH @ 2:00 PM, 5:00 PM & 8:00 PM
SATURDAY AUG 9TH @ 2:00 PM, 5:00 PM & 8:00 PM
SUNDAY AUG 10TH @ 2:00 PM, 5:00 PM & 8:00 PM
MONDAY AUG 11TH @ 2:00 PM, 5:00 PM & 8:00 PM
TUESDAY AUG 12TH @ 2:00 PM, 5:00 PM & 8:00 PM
WEDNESDAY AUG 13TH @ 2:00 PM, 5:00 PM & 8:00 PM
THURSDAY AUG 14TH @ 2:15 PM, 5:15 PM & 8:15 PM
SHOWCASE CINEMA DE LUX FARMINGDALE
1001 BROADHOLLOW RD, FARMINGDALE, NY 11735
FRIDAY AUG 8TH @ 4:00 PM & 7:15 PM
SATURDAY AUG 9TH @ 4:00 PM & 7:15 PM
SUNDAY AUG 10TH @ 4:00 PM & 7:15 PM
MONDAY AUG 11TH @ 4:00 PM & 7:15 PM
TUESDAY AUG 12TH @ 4:00 PM & 7:15 PM
WEDNESDAY AUG 13TH @ 4:00 PM & 7:15 PM
THURSDAY AUG 14TH @ 4:00 PM & 7:15 PM
Tickets on theater website & box office

ট্রাম্প শুল্ক: উচ্ছ্বাসের বদলে হোক সতর্ক পর্যালোচনা

১৬ পৃষ্ঠার পর

বিষয়াদিও এর আওতাধীন বলে ধারণা করা হচ্ছে। শুল্ক আলোচনায় ‘গোপনীয়তা রক্ষা’-সংক্রান্ত সমঝোতায় যাওয়ার বাধ্যবাধকতা থাকায় সেসব প্রকাশ করা যাচ্ছে না বলে জানিয়েছেন বাণিজ্য উপদেষ্টা। অন্তর্বর্তী সরকারের নিরাপত্তা উপদেষ্টাও শুরু থেকে এ আলোচনায় আছেন। সে কারণেও মনে করা হচ্ছে, নিরাপত্তা-সংক্রান্ত বিষয়ে আশ্বস্ত করতে হয়েছে যুক্তরাষ্ট্রকে। সামরিক সহযোগিতার ক্ষেত্রে চীনের দিকে ঝুঁকে না পড়ার শর্ত নাকি রয়েছে। বাণিজ্যেও যেসব শর্ত আরোপের কথা শোনা যাচ্ছে, তা আন্তর্জাতিক বাণিজ্যের চলমান কাঠামোর সঙ্গে বেমানান। প্রশ্ন হলো, অন্যান্য দেশও কি এসব শর্ত মেনে শুল্ক চুক্তিতে উপনীত হয়েছে? অর্থনীতি ও রাজনীতিতে এখন পর্যন্ত সবচেয়ে শক্তিশালী বলে বিবেচিত যুক্তরাষ্ট্রকে বাংলাদেশের মতো দেশ তাহলে কীভাবে ‘ম্যানেজ’ করছে সে প্রশ্ন উঠছে স্বভাবতই।

বাণিজ্য উপদেষ্টা বলেছেন, তাদের করা চুক্তিতে দেশের স্বার্থবিরোধী কিছু থাকলে নির্বাচিত সরকার সেটা পুনর্বিবেচনা করবে। কিন্তু যুক্তরাষ্ট্রের মতো দেশের সঙ্গে করা চুক্তি থেকে বেরিয়ে যাওয়া নিশ্চয় কঠিন। তুলা, গম, স্ক্র্যাপ, সয়াবিন, এলএনজি প্রভৃতির আমদানি বাড়িয়ে যুক্তরাষ্ট্রের বাণিজ্য ঘাটতি কমানোর প্রতিশ্রুতি বাস্তবায়নও সহজ নয়। তাদের তুলা দিয়ে উৎপাদিত পোশাক রপ্তানির ক্ষেত্রে দেশটিতে শুল্ক ছাড় মেলার সম্ভাবনায় অবশ্য এর আমদানি বাড়তে পারে অনেকটাই। এ ক্ষেত্রেও ‘কস্ট-বেনিফিট’ হিসাবায়নের প্রশ্ন রয়েছে। ২৫টি বোয়িং আমদানিও শিগগির হচ্ছে না। দ্রুত চুক্তি করে গম আনলেও বেশি দামে আনতে হবে। আমদানি করবে তো মূলত বেসরকারি খাত। অধিক পরিবহন ব্যয় আর সময়ও এ ক্ষেত্রে বিবেচ্য। এসব দিক যুক্তরাষ্ট্রেরও অজানা নয় বলে তারা বাংলাদেশের কাছ থেকে ‘অন্যান্য সুবিধা’ আদায়ে ব্যগ্র হতে পারে। এ অবস্থায় চুক্তির বিস্তারিত জানার আগ্রহ রাজনৈতিক অঙ্গনেও থাকবে। সে পর্যন্ত উচ্ছ্বসিত হওয়া থেকে বিরত থাকাই শ্রেয়।

দৃষ্টি বরং নিবদ্ধ রাখতে হবে বিনিয়োগ ও ব্যবসার পরিবেশ উন্নয়নে এবং সম্পৃক্ত ক্ষেত্রগুলোয় উদ্যোক্তাদের ঝক্কি-ঝামেলা হ্রাসে। জ্বালানি, পরিবহন, বন্দরসহ ব্যবসার সার্বিক সুবিধা যেন বাড়ে। নইলে শুধু শুল্ক সুবিধায় রপ্তানি বাড়ানো কঠিন। অভিন্ন সুবিধা তো নিকটতম প্রতিযোগীরাও পাচ্ছে। ইন্দোনেশিয়া, তুরস্কের মতো উঠে আসতে থাকা প্রতিযোগীর দিকেও দৃষ্টি রাখা চাই। নতুন ও সম্ভাবনাময় বাজারে হিস্যা বাড়ানো এবং অন্যান্য রপ্তানি পণ্যে জোর দেওয়াও জরুরি। খোদ যুক্তরাষ্ট্রের বাজারে শুল্ক আরও কিছুটা কমানোর প্রয়াসও জারি রাখা চাই। বেসরকারি খাতও এ লক্ষ্যে অব্যাহত রাখুক দৌড়ঝাঁপ। হাসান মামুন সাংবাদিক, কলাম লেখক। দৈনিক সমকাল এর সৌজন্যে

বোয়িং কিনে কি যুক্তরাষ্ট্রের মন পাওয়া যাবে?

১৪ পৃষ্ঠার পর

এমনকি সয়াবিন ও তুলা কেনার উদ্যোগও যুক্তরাষ্ট্রের কাছে একধরনের ‘নৈতিক আনুগত্যের ইঙ্গিত’ হতে পারে। অর্থাৎ, এটি শুধু একটি ব্যবসায়িক সিদ্ধান্ত নয়, বরং চীন থেকে কিছুটা কৌশলগত দূরত্ব তৈরি করে যুক্তরাষ্ট্রের ঘনিষ্ঠতায় প্রবেশের একটি রাজনৈতিক অঙ্গভঙ্গিও। আন্তর্জাতিক রাজনীতি এমনইড়এখানে প্রতীকী কার্যক্রমেরও অর্থ হয়, প্রভাব পড়ে। বোয়িং কেনা কিংবা গমের মতো মৌলিক খাদ্য আমদানি আসলে এক ধরনের বার্তা: ‘আমরা কেবল রপ্তানিকারক নই, আমদানিতেও মার্কিন বাজারকে প্রাধান্য দিচ্ছি।’ যদিও এসব পদক্ষেপে অর্থনৈতিকভাবে বড় কোনও লাভ হবে এমন নিশ্চয়তা নেই, তবে রাজনৈতিক পয়েন্ট অর্জনের চেষ্টা হিসেবে এগুলোকে একেবারে খাটো করে দেখা যাবে না।

তবে বিষয়টি এখানেই শেষ নয়। বোয়িং কেনা বা খাদ্যশস্য আমদানি সহায়ক হলেও, যুক্তরাষ্ট্রের মন জয়ের একমাত্র চাবিকাঠি নয়। এজন্য চাই গভীর কূটনৈতিক পরিকল্পনা, আন্তর্জাতিক সম্পর্কের ধারাবাহিক চর্চা এবং যুক্তরাষ্ট্রের অভ্যন্তরীণ রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক প্রেক্ষাপট সম্পর্কে সূক্ষ্ম বোঝাপড়া। একইসঙ্গে, দেশের রপ্তানি নির্ভরতা কমিয়ে পণ্য ও বাজার বৈচিত্র্য (ডাইভারসিফিকেশন), নিজস্ব উৎপাদন খাতের প্রতিযোগিতামূলক সক্ষমতা বাড়ানো, এবং নন-ট্যারিফ ফ্যাসিলিটি অর্জনে জোরালো প্রচেষ্টা চালানো এখন সময়ের দাবি।

কানাডায় ১৮০০ শতাংশ বেড়েছে

৫ পৃষ্ঠার পর

সঙ্গে পরামর্শ, সরকারি রেকর্ড এবং সংবাদমাধ্যমের তথ্য বিশ্লেষণ করে। এতে টরন্টো পুলিশের বরাত দিয়ে জানানো হয়, ২০২৩ সালের ৭ অক্টোবর থেকে ২০ নভেম্বরের মধ্যে ইসলামোফোবিক ও ফিলিস্তিনবিরোধী অপরাধের সংখ্যা আগের বছরের একই সময়ের তুলনায় ১৬০০ শতাংশ বেড়েছে। ন্যাশনাল কাউন্সিল অব কানাডিয়ান মুসলিমস (এনসিসিএম) জানিয়েছে, অক্টোবর মাসেই ইসলামবিদ্বেষ সংক্রান্ত অভিযোগ বেড়েছে ১৩০০ শতাংশ, যা পরে গিয়ে ১৮০০ শতাংশে গিয়ে ঠেকে। এছাড়া মুসলিম লিগ্যাল সাপোর্ট সেন্টার এক বিবৃতিতে জানায়, ২০২৩ সালের অক্টোবর থেকে ২০২৪ সালের মার্চ পর্যন্ত তারা ৪৭৪টি মানবাধিকার লঙ্ঘনের অভিযোগ পেয়েছে। এর মধ্যে ৩৪৫ জন অভিযোগকারী তাদের ফিলিস্তিনপন্থী অবস্থানের কারণে চাকরি হারিয়েছেন কিংবা সাময়িক বরখাস্ত হয়েছেন। লিগ্যাল সেন্টার ফর প্যালেস্টাইন জানিয়েছে, এই আট মাসে ফিলিস্তিনবিরোধী বর্ণবাদের অভিযোগ বেড়েছে ৬০০ শতাংশ। গবেষক নাদিয়া হাসান বলেন, 'প্রতিবেদনটি কেবল বাস্তব পরিস্থিতির একটি অংশ মাত্র তুলে ধরেছে।' তিনি জানান, সংগঠনগুলোর সঙ্গে সরাসরি সাক্ষাৎকার এবং তাদের সরবরাহকৃত তথ্যের পাশাপাশি সরকার ও গণমাধ্যমে প্রকাশিত প্রতিবেদনগুলোর ভিত্তিতে এই গবেষণা প্রস্তুত করা হয়েছে। কানাডায় ইসলামোফোবিয়া মোকাবিলায় নিযুক্ত বিশেষ প্রতিনিধি আমিরা এলঘাওয়াবি বলেছেন, 'ফিলিস্তিনিদের মানবাধিকার রক্ষায় কথা বলার কারণে মানুষকে চাকরি হারাতে হচ্ছে, ভবিষ্যত ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছেড় এ পরিস্থিতি এখনই গুরুত্বসহকারে মোকাবিলা করা প্রয়োজন।'

তিনি আরও বলেন, '৯/১১-পরবর্তী সময়ের পুরোনো অপপ্রচার আজ আবার কট্টর ডানপন্থিদের মাধ্যমে মাথাচাড়া দিয়ে উঠেছে, যা মুসলিম, ফিলিস্তিনি ও আরব-কানাডীয়দের বিরুদ্ধে ঘৃণার হাতিয়ার হিসেবে ব্যবহৃত হচ্ছে।'

পোস্টাল ব্যালটের মাধ্যমে ভোট

৫ পৃষ্ঠার পর

সেপ্টেম্বর মাস থেকে প্রবাসী ভোটারদের বিভিন্ন বিষয়ে অবহিত করা হবে। তিনি আরও বলেন, ডিসেম্বরের প্রথমার্ধে জাতীয় নির্বাচনের তফসিল ঘোষণা করা হবে। আগামী ৩১ অক্টোবর পর্যন্ত যারা ভোটার হবেন, তারা আগামী নির্বাচনে ভোট দিতে পারবেন।

এর আগে, সচিবালয়ে মন্ত্রিপরিষদ সভাকক্ষে উপদেষ্টা পরিষদের বৈঠকে প্রধান উপদেষ্টা অধ্যাপক মুহম্মদ ইউনূস বলেছেন, একটি সুষ্ঠু নির্বাচন নিশ্চিত করাই অন্তর্বর্তী সরকারের প্রধান কাজ।

বিএনপির শক্ত প্রতিপক্ষ হবে

৮ পৃষ্ঠার পর

অনুষ্ঠানে গিয়েছি। কিন্তু ওই ঘোষণায় কী ছিল তা আমাদের জানানো হয়নি। মাত্র তিনটি দলকে জানানো হয়েছে। এটা বৈষম্য এবং স্বেচ্ছাচারিতা। আমরা এর তীব্র নিন্দা ও প্রতিবাদ জানাই। এই ধরনের পক্ষপাতিত্বের মাধ্যমে বহুদলীয় গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠা করা যায় না। তাই আমরা আশা করবো, জুলাই সনদ ঘোষণার আগে সরকার সব রজনৈতিক দলের মতামত নেবে এবং সবদলের সঙ্গে আলোচনা করে সনদ চূড়ান্ত করবে।"

যারা বর্জন করেছে

জুলাই ঘোষণাপত্র পাঠ অনুষ্ঠান মূলধারার চারটি বাম দল দল-বাংলাদেশের কমিউনিস্ট পার্টি (সিপিবি), বাংলাদেশের সমাজতান্ত্রিক দল (বাসদ), বাংলাদেশের সমাজতান্ত্রিক দল (বাসদ, মার্কসবাদী) ও শরীফ নুরুল আম্বিয়ার নেতৃত্বাধীন বাংলাদেশ জাতীয় সমাজতান্ত্রিক দল (জাসদ) বর্জন করেছে। তারা বলছে, আমন্ত্রণ জানানো হলেও তারা অনুষ্ঠানে যাননি কারণ, জানতে চাইলে সিপিবির সাধারণ সম্পাদক রুহিন হোসেন প্রিন্স বলেন,চ আমরা সাক্ষী গোপাল হতে চাইনি বলেই ওই অনুষ্ঠানে যাইনি, বর্জন করেছি। কারণ জুলাই আন্দোলন যারা করেছেন, তাদের সবার সঙ্গে আলোচনা করেই এই ঘোষণাপত্র তৈরি করা ছিল বাঞ্ছনীয়। কিন্তু তা করা হয়নি। আমাদের কোনো খসড়াও পাঠানো হয়নি। আমাদেরকে শুধু সম্মতি নেয়ার জন্য আমন্ত্রণ জানানো হয়েছিল।"

"তারা একটা পাঠের আসর করলেন। তার জন্য ট্রেন ভাড়া করে বাইরে থেকে লোকজন আনলেন। আরো অনেক কর্মকাণ্ড করলেন, যা দেশের মানুষ ভালোভাবে নেয়নি। তারা কেন এটা করলেন, উদ্দেশ্য কী আমরা তা বুঝতে পারছি না। সরকার এক বছরে অনেক বিতর্কিত কাজ করেছে। ফলে, সরকার ডাকলেই এখন আমরা যাবো না। আমাদের বুঝে-শুনে যেতে হবে," বলেন তিনি।

এক প্রশ্নের জবাবে তিনি বলেন, "বিশেষ দল ও বিশেষ গোষ্ঠীর প্রতি ওনাদের নজর আছে। সেই কারণে তারা (সরকার) বিশেষ দল বা গোষ্ঠীকে ডাকেন এবং তাদের সাথে পরামর্শ করেন। ওনাদের বিশেষ কোনো চিন্তা প্রতিষ্ঠিত করাই ওনাদের বড় কাজ বলে আমার কাছে মনে হচ্ছে। ফলে, বহুদলীয় গণতন্ত্র তো দূরে থাক, গণঅভ্যুত্থানের মধ্য দিয়ে যে একটি ঐক্যের সম্ভাবনা দেখা দিয়েছিল, তার মধ্যে বিভক্তির বীজ রোপণের চেষ্টা আমরা দেখতে পাচ্ছি।"

তবে এ প্রসঙ্গে বিএনপির যুগ্ম মহসচিব সৈয়দ এমরান সালেহ প্রিন্স বলেন, "আসলে সরকার কোন দলকে আগে ঘোষণাপত্র পাঠাবে , কোন দলকে পাঠাবে না সেটা তাদের ব্যাপার। সেটা নিয়ে আমাদের কী বলার আছে। তবে সবার সঙ্গে আলোচনা করতে পারল ভালো হতো। হয়তো সময় বাঁচানোর জন্য এটা করা হয়েছে। আমরাও তো জুলাই ঘোষণার কিছু বিষয়ের সাথে একমত হতে পারছি না। তারপরও মেনে নিয়েছি। এখন নির্বাচন এসে গেছে। সবার সেদিকে মনোযোগ দেয়া ভালো।"

এনসিপির যুগ্ম আহ্বায়ক মনিরা শারমিন মনে করেন, "শুধু সব দল নয়, জুলাই আন্দোনে অংশ নেয়া সব পক্ষের মতামত নেয়া দরকার ছিল। শুধু আমাদের তিনটি দলের মতামত যথেষ্ট নয়।" তবে তিনি তাদের প্রতি সরকারে পক্ষপাতিত্বের অভিযোগ অস্বীকার করেন।

বহুদলীয় গণতন্ত্র, না এক দলের প্রাধান্য?

বাংলাদেশে এখন বহুদলীয় গণতন্ত্রের বিষয়ে বেশ আলোচনা হচ্ছে। নির্বাচন কমিশনের নিবন্ধিত রাজনৈতিক দল ৫৫টি। তাদের মধ্যে আওয়ামী লীগের সব ধরনের রাজনৈতিক কার্যক্রম নিষিদ্ধ করা হয়েছে। এখন পর্যন্ত যা সিদ্ধান্ত তাতে আগামী নির্বাচনে তাদের অংশ নেয়ার সুযোগ থাকবে না। অন্যদিকে নতুন নিবন্ধন পাওয়ার আশায় আছে এনসিপিসহ বেশ কিছু রাজনৈতিক দল। কিন্তু প্রধান উপদেষ্টা বিভিন্ন সময়ে বৈঠকে যাদের ডাকেন, তাদের মধ্যে নিবন্ধিত সব রাজনৈতিক দল আমন্ত্রণ পায় না। আবার অনিবন্ধিত দল হলেও এনসিপি অন্তর্বর্তী সরকারের আছে সবচেয়ে বেশি গুরুত্ব পাচ্ছে বলে বিএনপিসহ বিভিন্ন রাজনৈতিক দলের অভিযোগ। তাই এখন নতুন করে প্রশ্ন দেখা দিয়েছে- বাংলাদেশে বহুদলীয় গণতন্ত্রের সম্ভাবনা কতটুকু? আওয়ামী লীগ না থাকায় ভোটের হিসাবে দ্বিদলীয় গণতন্ত্রেরই বা কতটুকু বিকশিত হওয়ার সুযোগ আছে?

বিপ্লবী ওয়াকার্স পার্টির সাধারণ সম্পাদক সাইফুল হক বলেন, "এই সরকার কোলে-পিঠে করে এনসিপিকে বড় করার চেষ্টা করছে। আরেক দিকে ধর্মবাদী রাজনৈতিক দলগুলোর সাথে তাদের আন-অফিসিয়াল বন্ডেজ বা অ্যালাইনমেন্ট দেখা যায়। আর বিএনপি যেহেতু বড় দল, প্রধান বিরোধী দল তাই কিছুটা চাপে পড়ে তাদের কিছুটা গুরুত্ব দেয়। এটা কোনো গণতান্ত্রিক আচরণ নয়। বহুদলীয় গণতন্ত্রের জন্য এটা সহায়ক নয়।"

"আওয়ামী লীগের অনুপস্থিতিতে তারা হয়তো চাইছে দ্বিদলীয় মডেলে বিএনপির বিপরীতে এনসিপিকে দাঁড় করাতে। কিন্তু সেই সক্ষমতা তাদের নাই। তাদের রাজনৈতিক দূরদর্শিতার অভাব আছে," বলেন তিনি।

ভোটের হিসাব কী বলছে?

২০০৮ সালের ২৯ ডিসেম্বর নবম জাতীয় সংসদ নির্বাচনে ২৯৯টি আসনে ভোটগ্রহণ হয়। নোয়াখালী-১ আসনের বৈধ প্রার্থী মো. নুরুল ইসলাম মারা যাওয়ায় ওই আসনের ভোট বাতিল করে কমিশন। সেটাই ছিল তত্ত্বাবধায়ক সরকারের অধীনে সর্বশেষ ভোট।

সেই নির্বাচনে আওয়ামী লীগ, বিএনপিসহ নিবন্ধিত ৩৮টি রাজনৈতিক দল অংশ নেয়। ভোটার ছিলেন আট কোটি ৮৭ হাজার ৩ জন। ভোট পড়ে রেকর্ড ৮৭.১৩ শতাংশ। নির্বাচনে আওয়ামী লীগ ২৩০টি, বিএনপি ৩০টি, জাতীয় পার্টি ২৭টি, জাসদ ৩টি, জামায়াতে ইসলামী *বাকি অংশ ৩৭ পৃষ্ঠায়*

বাংলা ভাষাকে 'বাংলাদেশি

১২ পৃষ্ঠার পর

সেখানে লেখা হয়, "নথিগুলো বাংলাদেশি ভাষায় রচিত"। চিঠিটি ছিল আটজন সন্দেহভাজন বাংলাদেশি নাগরিকের বিরুদ্ধে করা একটি এফআইআরএর তদন্তসংক্রান্ত।

গত ৩রা আগষ্ট রোববার মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় সাংবাদিকদের উদ্দেশে বলেন, "বাংলা ভাষাকে বাংলাদেশি ভাষা বলা ভারতের সব বাংলাভাষী মানুষকে অপমান করার শামিল। এটা শুধুই করণিক ভুল নয়, এটা পরিকল্পিত।"

তিনি আরও বলেন: "ভারতের জাতীয় সংগীত এবং জাতীয় স্তোত্রদুটোই বাংলায় লেখা। কোটি কোটি ভারতীয় বাংলায় কথা বলেন। সংবিধানে স্বীকৃত একটি ভাষাকে 'বাংলাদেশি ভাষা' বলা অসাংবিধানিক।"

তৃণমূল কংগ্রেস এই ঘটনাকে কেন্দ্র করে রাজ্যজুড়ে 'ভাষা আন্দোলন' চালিয়ে যাওয়ার ঘোষণা দিয়েছে। দলের সাধারণ সম্পাদক অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায় বলেন: "এটা শুধু ভুল নয়, এটা বাংলাকে হেয় করা এবং পশ্চিমবঙ্গকে বাংলাদেশের সঙ্গে এক করে দেখানোর পরিকল্পিত চেষ্টা।"

তিনি তদন্তকারী কর্মকর্তা অমিত দত্তকে বরখাস্ত এবং দিল্লি পুলিশ ও কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের খুলে ক্ষমা চাওয়ার দাবি জানান।

এদিকে বিজেপির আইটি সেল প্রধান অমিত মালব্য বলেন, "পুলিশ যদি বাংলাদেশি অনুপ্রবেশকারীদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেয়, তা হলে তৃণমূল কংগ্রেস সেটিকে ভাষার আড়ালে ঢাকার চেষ্টা করছে।"

তিনি আরও যোগ করেন, "সকল অবৈধ বাংলাদেশি ও রোহিঙ্গাদের আইন অনুযায়ী দেশ থেকে বের করে দেওয়া হবে। ভোটব্যাংকের রাজনীতি জাতীয় নিরাপত্তার বাধা হতে পারে না।"

ভারতের বিভিন্ন রাজ্যে, বিশেষত বিজেপি শাসিত অঞ্চলে, পশ্চিমবঙ্গ থেকে যাওয়া শ্রমিকদের ওপর বৈষম্য, ভাষাগত তাচ্ছিল্য ও বৈধ অধিকার খর্ব করার অভিযোগ দীর্ঘদিনের। পশ্চিমবঙ্গে এ বিষয়টি রাজনীতির অন্যতম ইস্যুতে পরিণত হয়েছে।

গাজা দখলে নেতানিয়াহুর

১২ পৃষ্ঠার পর

ইসরায়েলই নেবে।" ট্রাম্পের এই মন্তব্য সামনে এসেছে এমন সময়ে, যখন ইসরায়েলের প্রধানমন্ত্রী বেনিয়ামিন নেতানিয়াহুর গাজা পুরোপুরি দখল করার পরিকল্পনার খবর বেরিয়েছে। গাজা এখন যুদ্ধবিধ্বস্ত। মানুষজন প্রতিদিন বোমাবর্ষণ, অনাহার আর ধ্বংসের মধ্যে দিন কাটাচ্ছে।

যুদ্ধ শুরুর পর থেকেই ইসরায়েল গাজার বেশিরভাগ এলাকায় ফিলিস্তিনিদের জোর করে সরিয়ে নিয়েছে। এখন পর্যন্ত গাজার ৮৬ শতাংশ এলাকা সামরিক নিয়ন্ত্রণে নিয়ে নেওয়া হয়েছে। ফলে সাধারণ মানুষের জন্য বসবাসযোগ্য জায়গা অনেকটাই কমে গেছে।

এদিকে, গাজায় এখনও হামাস ও অন্যান্য সংগঠনের হাতে কিছু ইসরায়েলি বন্দি আছে। গাজা পুরোপুরি দখল করা হলে তাদের জীবনের ঝুঁকি আরও বেড়ে যাবেএমন আশঙ্কা করছেন অনেকে।

জাতিসংঘের একজন শীর্ষ কর্মকর্তা মিরোস্লাভ ইয়েনচা মঙ্গলবার সতর্ক করে বলেন, গাজা পুরোপুরি দখল করার চেষ্টা করলে "বিপর্যয় নেমে আসবে"। তিনি বলেন, "আন্তর্জাতিক আইন অনুযায়ী গাজা ভবিষ্যতের ফিলিস্তিন রাষ্ট্রের অংশ হিসেবেই থাকতে হবে।"

২০০৫ সালে ইসরায়েল গাজা থেকে সেনা প্রত্যাহার করলেও এখনো তারা আকাশসীমা, প্রবেশপথ ও জলসীমার ওপর নিয়ন্ত্রণ রেখে চলেছে। ফলে গাজা এখনো বাস্তবে ইসরায়েলের দখলেই রয়েছে বলে মনে করেন অনেক আইন বিশেষজ্ঞ।

এই যুদ্ধের শুরু থেকেই ইসরায়েলের ডানপন্থী নেতারা গাজায় পুনরায় সেনা পাঠানো এবং বসতি নির্মাণের দাবি করে আসছেন। প্রধানমন্ত্রী নেতানিয়াহুও গাজার সব ফিলিস্তিনিকে সরিয়ে দেওয়ার ইঙ্গিত দিয়েছেন।

ট্রাম্পও গত ফেব্রুয়ারিতে বলেছিলেন, গাজাকে ফাঁকা করে সেখানে "মধ্যপ্রাচ্যের রিভেরা" গড়া উচিত। অনেকেই এই বক্তব্যকে জাতিগত নির্মূলের ইঙ্গিত বলে মনে করেছেন।

বর্তমানে গাজায় তীব্র খাদ্যসংকট চলছে। মানুষ খেতে পাচ্ছে না, শিশুরা মারা যাচ্ছে অপুষ্টিতে। ইসরায়েল মার্চ থেকে প্রায় সব ধরনের সহায়তা গাজায় ঢুকতে দিচ্ছে না। যুক্তরাষ্ট্রের সহযোগিতায় চালু থাকা কিছু সহায়তা কেন্দ্রই এখন মানুষের একমাত্র ভরসা।

তবে এই মানবিক বিপর্যয়ের মাঝেও প্রেসিডেন্ট ট্রাম্প জানিয়ে দিয়েছেন, গাজা নিয়ে ইসরায়েল কী করবে, সে সিদ্ধান্তে যুক্তরাষ্ট্র কোনো বাধা দেবে না। সূত্র: আলজাজিরা

ব্লু গোল্ড: বাংলাদেশ হতে পারে বিশ্ব

২৬ পৃষ্ঠার পর

এগিয়ে যাচ্ছে ফ্রান্স তাদের প্রাকৃতিক অ্যালপাইন ঝরনাধারা থেকে আহরিত ইভিআইএএন ব্র্যান্ডের মাধ্যমে ন্যাচারাল স্প্রিং ওয়াটারের গুণগত মান ও বিলাসবহুলতা তুলে ধরেছে। এটি কেবল একটি পানির ব্র্যান্ড নয়, বরং একটি 'লাইফস্টাইল' প্রতীক হিসেবে প্রতিষ্ঠিত হয়েছেবিশ্বব্যাপী সুপরিচিত ও প্রিমিয়াম গ্রাহকদের মধ্যে জনপ্রিয়।

অন্যদিকে ভারত নিজস্ব ব্র্যান্ড, যেমন হিমালয়ান ও বিসলেরির মাধ্যমে বাজার সম্প্রসারণ কৌশল নিয়েছে। দেশীয় বাজারে প্রভাব বিস্তার করার পাশাপাশি তারা দক্ষিণ এশিয়া ও আন্তর্জাতিক বাজারে প্রবেশের জন্য নিম্নমূল্যের সঙ্গে উচ্চমান বজায় রাখার কৌশল নিয়েছে। ভারত পানিশিল্পকে একটি বর্ধনশীল ভোক্তা বাজার হিসেবে গড়ে তুলতে সক্ষম হয়েছে।

এই উদাহরণগুলো থেকে বোঝা যায়, একটি দেশ ভূপ্রকৃতি বা পানিসম্পদ যাই থাকুক না কেন, সঠিক কৌশল ও প্রযুক্তির মাধ্যমে পানি অর্থনীতিতে বৈশ্বিক নেতৃত্ব দিতে পারে। বাংলাদেশ তার নিজস্ব প্রাকৃতিক সুবিধার মাধ্যমে এই মডেলগুলো টেকসই ও কম খরচে বাস্তবায়ন করতে পারে।

বাংলাদেশের ভৌগোলিক অবস্থান এবং অর্থনৈতিক কাঠামো দেশটিকে দক্ষিণ ও দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার অন্যতম সম্ভাবনাময় বিনিয়োগ গন্তব্যে পরিণত করেছে। এখন সারা পৃথিবীর মধ্যে এটি একটি 'পারফেক্ট ইনভেস্টমেন্ট ডেস্টিনেশন' হিসেবে গড়ে উঠেছে।

একদিকে ভারত, চীন ও আসিয়ান দেশসমূহের বিশাল বাজারের অতি নিকটে অবস্থান, অন্যদিকে কার্যকর সমুদ্রবন্দর ব্যবস্থাপনাএ দুটি বিষয় বাংলাদেশকে আন্তর্জাতিক বাণিজ্যের জন্য একটি কৌশলগত হাবে রূপান্তরিত করছে। চট্টগ্রাম, মোংলা ও মাতারবাড়ী গভীর সমুদ্রবন্দর আন্তর্জাতিক রপ্তানি ও আমদানির জন্য আধুনিক অবকাঠামো এবং দ্রুত সংযোগ নিশ্চিত করছে।

বাংলাদেশের অন্যতম প্রতিযোগিতামূলক সুবিধা হলো এর সাশ্রয়ী শ্রম ব্যয়। বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরোর (বিবিএস) ২০২৩ সালের তথ্য অনুযায়ী, প্রতি মাসে দেশের গড় শ্রমিক ব্যয় মাত্র ১০৫ মার্কিন ডলার, যা বিনিয়োগকারীদের জন্য উৎপাদন খরচ কমিয়ে দেয় এবং শ্রমনির্ভর শিল্প খাতে বাড়তি সুবিধা প্রদান করে। টেকসই পানি ব্যবস্থাপনা, আন্তর্জাতিক মানের প্রযুক্তি এবং দূরদর্শী কূটনীতির মাধ্যমে বাংলাদেশ নেতৃত্ব দিতে পারে সেই 'জল অর্থনীতির বৈশ্বিক বিপ্লবে', যেখান থেকে বয়ে যাবে শান্তি, সমৃদ্ধি ও সম্ভাবনার ধারা। 'ব্লু গোল্ড বা নীল সোনা'র দিকে যাত্রা শুরু হোক এখানেই। কবীর আহমেদ ভূঁইয়া চেয়ারম্যান, ভূঁইয়া ফাউন্ডেশন; রাজনৈতিক ও উন্নয়ন কৌশলবিদ। দৈনিক প্রথম আলোর সৌজন্যে

জেলেনস্কির সঙ্গে বৈঠক নয়, জানিয়ে

১২ পৃষ্ঠার পর

হতে পারে তার। রাশিয়ার প্রেসিডেন্ট জানিয়েছেন, আরব আমিরাতে যুক্তরাষ্ট্রের প্রেসিডেন্টের সঙ্গে তার বৈঠক হতে পারে। ট্রাম্পের বক্তব্য, পুতিনের সঙ্গে তার বৈঠক জরুরি। সেখানে জেলেনস্কির উপস্থিতি তত গুরুত্বপূর্ণ নয়। তিনি না থাকলেও বৈঠকের সূচি বদলাবে না।

এদিকে ইউক্রেন জানিয়েছে, রাশিয়ার ক্রাসনোদারে একটি তেল শোধনাগারে তারা ড্রোন হামলা চালিয়েছে। সেখানে দাউ দাউ করে আগুন জ্বলছে।

এবার ফিলিস্তিনকে স্বীকৃতি দিতে

১২ পৃষ্ঠার পর

সংস্কার। সরকারি সূত্র জানিয়েছে, ফ্রান্সের প্রেসিডেন্ট এমানুয়েল মাখোঁ, ব্রিটিশ প্রধানমন্ত্রী কিয়ার স্টারমার এবং ফিলিস্তিনের প্রেসিডেন্ট মাহমুদ আব্বাসের সঙ্গে ইতিমধ্যে এ বিষয়ে আলোচনা করেছেন আলবানিজ।

ইতিমধ্যে ১৪০টির বেশি দেশ ফিলিস্তিনকে রাষ্ট্র হিসেবে স্বীকৃতি দিয়েছে। তবে জাতিসংঘ নিরাপত্তা পরিষদের পাঁচ স্থায়ী সদস্যের মধ্যে শুধু চীন ও রাশিয়াই ফিলিস্তিনকে রাষ্ট্রের স্বীকৃতি দিয়েছে। আগামী সেপ্টেম্বরে ফ্রান্স ও যুক্তরাজ্য স্বীকৃতি দিলে বাকি থাকবে যুক্তরাষ্ট্র।

SECI
Sonali Exchange Co. Inc.
Secure, Fast, Reliable.

বাংলাদেশে টাকা পাঠাবেন? সোনালী এক্সচেঞ্জে আসুন
জ্যামাইকা, জ্যাকসন হাইট্স ও ব্রঙ্কস শাখা সপ্তাহে ০৭ দিনই খোলা থাকে

- আমরা দিচ্ছি সর্বোচ্চ রেট
- আমরা টাকা পাঠাতে কোন ফি নেই না
- আমরা সকল ব্যাংকে একই রেট দিয়ে থাকি
- আমাদের ক্যাশ পিকআপ ও বিকাশ রেটও সমান
- আমরা দিচ্ছি ২.৫০% সরকারী প্রণোদনার নিশ্চয়তা

ঘরে বসে টাকা পাঠাতে আপনার মোবাইল থেকে
Sonali Exchange Mobile App
ডাউনলোড করে রেজিষ্ট্রেশন করুন
যোগাযোগ- ২১২-৮০৮-০৭৯০

সোনালী এক্সচেঞ্জ কোম্পানী ইনক
SONALI EXCHANGE CO. INC.
সোনালী ব্যাংক পিএলসি এর একটি অঙ্গ প্রতিষ্ঠান
LICENSED AS INTERNATIONAL MONEY TRANSMITTER BY THE DFS NY, DF&I NJ, DIFS MI, DB&F GA, OCFR MD AND FLOFR FL
NMLS NO. 1098789

সোনালী এক্সচেঞ্জ এর মাধ্যমে রেমিটেন্স করুন, দেশের অর্থনৈতিক উন্নয়নে গর্বিত অংশীদার হউন।
রেমিটেন্স সংক্রান্ত তথ্যের জন্য নিম্নের যে কোন শাখায় যোগাযোগ করুন

CORPORATE 212-808-0790
ATLANTA 770-936-9906
BROOKLYN 718-853-9558
JACKSON HTS 718-507-6002
BRONX 718-822-1081
JAMAICA 347-644-5150
MICHIGAN 313-368-3845
OZONE PARK 347-829-3875
PATERSON 973-595-7590

আমাদের সার্ভিস নিন - আপনাকে সেবা করার সুযোগ দিন

KHAN'S TUTORIAL
30 YEARS OF EXCELLENCE

SAT Summer Prep

Take A FREE Diagnostic Today!

SAT Elite
4 Days/Week
Tues - Fri

SAT Premium
2 Days/Week
Sat - Sun

Offer ends Sunday July 20, 2025!

500+ College Acceptances in 2025!

NYU
MACAULAY HONORS COLLEGE
FORDHAM
MIT
LUX ET VERITAS
CORNELL UNIVERSITY FOUNDED A.D. 1865
SJ
VILLANOVA UNIVERSITY IGNITE CHANGE. GO NOVA.
M
Penn University of Pennsylvania
STONY BROOK STATE UNIVERSITY OF NEW YORK
Northeastern University
R
CUNY THE CITY UNIVERSITY OF NEW YORK
UB
Northwestern University
RIT
BINGHAMTON UNIVERSITY STATE UNIVERSITY OF NEW YORK
UNIVERSITAS BOSTONIENSIS

and more!

Call Now at (718) 938-9451 or Visit KhansTutorial.com

ভারত সফরে যাচ্ছেন ভ্লাদিমির পুটিন

১২ পৃষ্ঠার পর

আলোচনার পর ডোভাল বলেছেন, "পুটিন ভারত সফরে আসবেন জেনে দিল্লি খুবই আনন্দিত ও উত্তেজিত। ভারত ও রাশিয়ার শীর্ষবৈঠক দুই দেশের সম্পর্কের ক্ষেত্রে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা হিসেবে চিহ্নিত হবে। তাই আসন্ন এই বৈঠকের আলাদা তাৎপর্য রয়েছে।"

২০২২ সালে ইউক্রেনের সঙ্গে সংঘাত শুরুর পর এই প্রথম ভারতে আসবেন রাশিয়ার প্রেসিডেন্ট পুটিন। গতবছর প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী ২২তম ভারত-রুশ শীর্ষবৈঠকে যোগ দিতে মস্কো গিয়েছিলেন। তখন দুই নেতার মধ্যে বৈঠক হয়। প্রধানমন্ত্রী মোদীকে রাশিয়া তাদের দেশের সর্বোচ্চ অসামরিক সম্মান দেয়।

ব্রিকস সম্মেলন উপলক্ষে কাজানে দুই নেতার মধ্যে আবার বৈঠক হয়।

কিন্তু এই দুই বৈঠকের তুলনায় এবার পুটিনের সফর এবং বৈঠকের আলাদা গুরুত্ব থাকছে। কারণ, এখন ভারত ও অ্যামেরিকার মধ্যে বাণিজ্য-শুল্ক নিয়ে বিতর্ক তুঙ্গে উঠেছে। রাশিয়ার কাছ থেকে ভারত তেল কেনে বলে, দিল্লির উপর আরো ২৫ শতাংশ শুল্ক বসিয়েছেন ট্রাম্প।

তারপরেও অবশ্য অজিত ডোভালের সফর বুঝিয়ে দিচ্ছে, ভারত ট্রাম্পের হুমকিকে খুব বেশি আমল দিচ্ছে না। আগস্টের শেষে ভারতের পররাষ্ট্রমন্ত্রী এস জয়শংকরেরও রাশিয়া সফরের কথা আছে।

সূত্র জানিয়েছে, রাশিয়ায় গিয়ে অজিত ডোভাল অস্ত্র ও তেল কেনা নিয়ে আলোচনা করেছেন।

ভ্লাদিমির পুটিনের সঙ্গে খুব তাড়াতাড়ি ডনাল্ড ট্রাম্পের বৈঠক হতে পারে। ক্রেমলিনও এই খবরের সত্যতা স্বীকার করেছে। ডনাল্ড ট্রাম্পকে সাংবাদিকরা প্রশ্ন করেছিলেন, রাশিয়া যদি যুদ্ধ বন্ধ করতে রাজি হয়, তাহলে কি মার্কিন প্রেসিডেন্টও বাড়তি শুল্ক প্রত্যাহার করবেন? ট্রাম্প বলেছেন, পরের কথা পরে ভাবা যাবে।

প্রধানমন্ত্রীর প্রতিক্রিয়া : প্রধানমন্ত্রী মোদী এমএস স্বামীনাথনকে আন্তর্জাতিক সেমিনারে বৃহস্পতিবার বলেছেন, আমাদের কাছে কৃষকদের স্বার্থ সর্বোপরি। ভারত কোনোদিন কৃষক, পশুপালক, মৎস্যজীবী -ও পশুপালকদের স্বার্থের সঙ্গে সমজোতা করবে না।"

তিনি বলেছেন, "আমি জানি ব্যক্তিগতভাবে আমাকে এরজন্য চরম মূল্য দিতে হবে। তার জন্য আমি তৈরি, ভারত তৈরি।"

এভাবেই ট্রাম্পের নাম উল্লেখ না করে তার শুল্ক বসানোর সিদ্ধান্তের সমালোচনা করেছেন মোদী।

কূটনীতি বিশেষজ্ঞ ও আউটলুক ও দ্য টেলিগ্রাফ পত্রিকার সাবেক কূটনৈতিক সম্পাদক প্রণয় শর্মা আগেই বলেছেন, "রাশিয়া ভারতের পরীক্ষিত বন্ধু। দুই দেশই একে অপরের সংকটে পাশে দাঁড়িয়েছে।"

সিনিয়র সাংবাদিক শরদ গুপ্তা জার্মান বেতার ডয়চে ভেলেকে বলেছেন, "পুটিনের ভারত সফরের বার্তা হলো, ট্রাম্পের শুল্ক-ধাক্কার পর রাশিয়া ও ভারতকে আরো কাছাকাছি দেখাচ্ছে।"

ইউক্রেনে যুদ্ধ নিয়ে ট্রাম্প পুটিনের

১২ পৃষ্ঠার পর

কাজ আছে। ফক্স বিজনেসকে উনি বলেন, "ফলপ্রসূ আলোচনা হয়েছে। কিন্তু এখনো অনেক কাজ বাকি পরে আছে। অনেক প্রতিবন্ধকতা এখনো আছে। আগামী দিনগুলিতে আমরা সেগুলো কাটানোর চেষ্টা করব। অন্যদিকে, নিউ ইয়র্ক টাইমস, সিএনএন, এপি, রয়টার্সসহ এখাধিন সংবাদ মাধ্যম জানিয়েছে, পুটিনের সঙ্গে আগামী সপ্তাহেই বৈঠক হতে পারে ট্রাম্পের।

ট্রাম্প-জেলেনস্কি ফোনে কথা

১২ পৃষ্ঠার পর

অন্যান্য শহরে রাশিয়ার লাগাতার আক্রমণ সম্পর্কে ট্রাম্প জানেন। শান্তি স্থাপনের জন্য ট্রাম্প পুটিনকে ৮ অগাস্ট পর্যন্ত সময় দিয়েছেন। তারপর রাশিয়ার উপর নিষেধাজ্ঞা আরো কঠিন হবে। জেলেনস্কি বলেন, "অবশ্যই আমাদের রাশিয়ার উপর নিষেধাজ্ঞা নিয়ে কথা হয়েছে। ওদের অর্থনীতি নিম্নগামী। সেই কারণেই ট্রাম্পের সিদ্ধান্তে বিচলিত মস্কো। এর ফলে অনেক কিছুর পরিবর্তন হবে।চ অন্যদিকে, রাশিয়ার আক্রমণে ইউক্রেনের ছয়জনের মৃত্যু হয়েছে।

ট্রাম্পের ৫০% শুল্ক: ভারতীয় কোন

১০ পৃষ্ঠার পর

তিরুপ্পুর, নয়ডা ও সুরাটের অনেক টেক্সটাইল রফতানিকারক এরইমধ্যে মার্কিন বাজারের জন্য উৎপাদন বন্ধ করে দিয়েছেন। তিরুপ্পুর এক্সপোর্টার্স অ্যাসোসিয়েশনের চেয়ারম্যান এ শক্তিভেল বলেন, 'এই শুল্ক বৃদ্ধি আগামী ৩০-৪০ দিন আমাদের রফতানিতে বড় প্রভাব ফেলবে।'

ভারতের টেক্সটাইল শিল্প সংস্থা সিআইটিআই-এর সাবেক সভাপতি সঞ্জয় জৈন বলেন, 'নতুন অর্ডার আসবে না, পুরনো অর্ডারও ক্ষতি মেনেই পাঠাতে হবে।' আর বর্তমান চেয়ারম্যান রাকেশ মেহরা বলেন, 'আমাদের মার্কেট শেয়ার কমে যাবে। ভিয়েতনাম ও বাংলাদেশ এরইমধ্যে মার্কিন বাজারে বড় প্রবৃদ্ধি দেখাচ্ছে।'

২০২৪-২৫ অর্থবছরে ভারতের রত্ন ও গয়না রফতানি ছিল ৮৩ হাজার কোটি টাকা, যার বড় অংশ যুক্তরাষ্ট্রে। এই খাতের নেতারা এখন দুবাই ও মেক্সিকোর মতো দেশে উৎপাদন ইউনিট স্থাপনের কথা ভাবছেন। জেম অ্যান্ড জুয়েলারি এক্সপোর্ট প্রোমোশন কাউন্সিলের চেয়ারম্যান কিরণ ভনসালি বলেন, '৫০% শুল্ক আমাদের টিকে থাকা কঠিন করে তুলেছে।'

তিনি বলেন, 'আমরা দুবাই এবং মেক্সিকোর মাধ্যমে রফতানি চালিয়ে যেতে পারি। সবকিছুই বৈধ উপায়ে।' টাইটান কোম্পানিও মধ্যপ্রাচ্যে উৎপাদন সরিয়ে নেয়ার পরিকল্পনা করছে।

ভারতের ৬১ হাজার কোটি টাকার অটো পার্টস রফতানির মধ্যে ৩২% যায় যুক্তরাষ্ট্রে। এখন এই পণ্যের ওপর ৫০% শুল্ক বসবে। বাণিজ্য বিশ্লেষকরা জানিয়েছেন, এবার প্রায় অর্ধেক রফতানি এই শুল্কের আওতায় পড়বে।

শুল্ক বৃদ্ধির ফলে শ্রমনির্ভর খাতে কর্মসংস্থান হ্রাসের আশঙ্কা বাড়ছে। এইচডিএফসি ব্যাংকের প্রধান অর্থনীতিবিদ সাক্ষী গুপ্তা বলেন, 'চাকরি, বিনিয়োগ এবং উৎপাদন খাতে দ্বিতীয় ধাক্কা আসতে পারে। এরইমধ্যে ২০২৫-২৬ অর্থবছরের প্রথম ত্রৈমাসিকে শ্রমবাজার দুর্বল ছিল।' জুনে দেশের বেকারত্বের হার ছিল ৫ দশমিক ৬%।

ব্যাংক অব বরোদার প্রধান অর্থনীতিবিদ মদন সাবনাভিস বলেন, 'ভারতের জন্য এটি বড় ধাক্কা। এখনই আলোচনার উদ্যোগ নিতে হবে।' তিনি বলেন, রফতানি কমে যাওয়া এবং তেল আমদানির বিল বেড়ে যাওয়ার ফলে মুদ্রাস্ফীতি এবং জিডিপিতে প্রভাব পড়তে পারে।খবর ইন্ডিয়া টুডে।

চুক্তি ছাড়াই যুক্তরাষ্ট্রের বাজারে

১০ পৃষ্ঠার পর

এহসান বলেন, 'আজ থেকে কার্যকর হয়েছে যুক্তরাষ্ট্রের পাল্টা শুল্ক। চুক্তি না হলেও এটা কার্যকর হবে। কারণ, এটা যুক্তরাষ্ট্র তাদের আমদানির ক্ষেত্রে নির্ধারণ করেছে। আমাদের যেমন পণ্য আমদানি করে বন্দর থেকে শুল্ক দিয়ে পণ্য খালাস করতে হয়, তেমনি তারাও বাড়তি শুল্ক দিয়ে পণ্য খালাস করবে। আমাদের দায়িত্ব হলো, জাহাজে পণ্য তুলে দেওয়া পর্যন্ত।'

বাংলাদেশের রপ্তানি উন্নয়ন ব্যুরোর হিসাবে, যুক্তরাষ্ট্রই বাংলাদেশের তৈরি পোশাকের একক বৃহত্তম বাজার। আবার যত পণ্য দেশটিতে বাংলাদেশ রপ্তানি করে, তার ৮৬ শতাংশের বেশি হলো তৈরি পোশাক।

২০২৪-২৫ অর্থবছরে যুক্তরাষ্ট্রের বাজারে বাংলাদেশ রপ্তানি করেছে ৭ দশমিক ৫৪ বিলিয়ন বা ৭৫৪ কোটি ডলারের গার্মেন্টস পণ্য।

বাংলাদেশে জুলাইয়ে সার্বিক

১০ পৃষ্ঠার পর

প্রতিবেদন থেকে এ তথ্য জানা গেছে। বিবিএসের হিসাবে, জুলাইয়ে দেশে খাদ্য ও খাদ্যবহির্ভূত খাতে মূল্যস্ফীতি হয়েছে যথাক্রমে ৭ দশমিক ৫৬ ও ৯ দশমিক ৩৭ শতাংশ। এ সময় দেশের শহরাঞ্চলে মূল্যস্ফীতির হার ছিল গ্রামীণ এলাকাগুলোর চেয়ে তুলনামূলক বেশি। এর মধ্যে পয়েন্ট টু পয়েন্ট ভিত্তিতে গ্রামীণ এলাকায় মূল্যস্ফীতির হার ছিল ৮ দশমিক ৫৫ শতাংশ। জুনে এ হার ছিল ৮ দশমিক ৪৬ শতাংশ। আর শহরাঞ্চলে জুলাইয়ে পয়েন্ট টু পয়েন্ট ভিত্তিতে মূল্যস্ফীতির হার ছিল ৮ দশমিক ৯৫ শতাংশ, যা জুনে ছিল ৮ দশমিক ৯৪ শতাংশ। এ সময় খাদ্যপণ্যের দাম গ্রামের চেয়ে শহরে বেড়েছে তুলনামূলক বেশি। গত মাসে দেশের গ্রামাঞ্চলে খাদ্য মূল্যস্ফীতির হার ছিল ৭ দশমিক ৩৬ শতাংশ। আর শহরাঞ্চলে এ হার ছিল ৮ দশমিক শূন্য ৪ শতাংশ।

বাংলাদেশের পিরোজপুরের

১০ পৃষ্ঠার পর

হয়েছেন নারী-পুরুষ থেকে শুরু করে শিক্ষার্থীরাও। সকাল হলে ছোট ছোট নৌকা নিয়ে তাঁরা ছোটেন বিলের দিকে কচুরিপানা সংগ্রহ করতে। একেকজন প্রতিদিন কয়েক কেজি কচুরিপানা সংগ্রহ করে শুকিয়ে বাজারজাত করছেন। প্রতি কেজি শুকনা কচুরিপানার দাম ৫০ টাকা। গাওখালীর সোনাপুর এলাকায় প্রতি মাসে প্রায় ১০ টন কচুরিপানা বেচাকেনা হয় বলে জানিয়েছেন স্থানীয় ব্যবসায়ীরা। এই কাঁচামাল দেশের উত্তরাঞ্চলের রংপুরসহ কয়েকটি অঞ্চলের কুটির শিল্পে পাঠানো হয়, যেখানে তৈরি হয় রঙিন পাটি, হাতব্যাগ, ফুলদানি, টুপি, জায়নামাজ এবং বিভিন্ন হস্তশিল্পের সামগ্রী। সেখান থেকে এগুলো রপ্তানি হয় যুক্তরাষ্ট্র, যুক্তরাজ্য, কানাডা, জার্মানি, জাপানসহ বিশ্বের ২৫টি দেশে।

স্থানীয় চাষি মোকছেদ মিয়া বলেন, 'এখানে কেউ জমি চাষ করে না, শুধু বিল থেকে কচুরিপানা তুলে শুকিয়ে বিক্রি করলেই রোজগার হয়। তবে সমস্যা হলো, যোগাযোগব্যবস্থা। একটা ভ্যান চলার মতো রাস্তা নেই, নৌকা একমাত্র ভরসা। রাস্তা ও কালভার্ট তৈরি হলে এখানকার দারিদ্র্য অনেকটা দূর হতো।'

গৃহবধূ থেকে শুরু করে স্কুলপড়ুয়া পর্যন্ত সবাই এই কাজের সঙ্গে জড়িত। এটি এখন শুধু আয়ের উৎস নয়, বরং একটি সামাজিক ও অর্থনৈতিক পরিবর্তনের মাধ্যম। আয়মান হাওলাদার নামের এলাকার এক যুবক বলেন, 'এই কচুরিপানার ডগা দিয়ে বানানো হয় রঙিন ঝাড়, পাটি, পাপোশ এমনকি জায়নামাজ। বাইরের দেশে এসবের অনেক চাহিদা।'

এই সম্ভাবনাকে আরও কার্যকর করার প্রক্রিয়া জানাতে গিয়ে স্থানীয় উদ্যোক্তা আলমগীর হোসেন বলেন, 'আমরা এখান থেকে শুকনা কচুরিপানা কিনে রংপুরে পাঠাই। সেখানে নানা রকম কুটির শিল্পে এগুলো ব্যবহার করা হয়। উৎপাদিত পণ্য ও কাঁচামাল বিদেশে যায়।'

জেলা কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তরের উপপরিচালক মো. সাইফুল ইসলাম এ প্রসঙ্গে বলেন, 'শুনেছি যে গাওখালী এলাকার কচুরিপানা বিদেশে যাচ্ছে। এটা খুবই ইতিবাচক। যদিও এগুলো চাষ করে নয়, বরং প্রাকৃতিকভাবে জন্মানো কচুরিপানা। আমরা খতিয়ে দেখছি, কীভাবে এই উদ্যোগে কৃষকদের সহায়তা করা যায়।' অবহেলার জলজ উদ্ভিদ এখন আর ফেলনা নয়, বরং তা হয়ে উঠেছে সম্ভাবনার সোনার ফসল। যোগাযোগব্যবস্থা উন্নত হলে এই অঞ্চলের কচুরিপানানির্ভর অর্থনীতি শুধু স্বাবলম্বী নয়, বরং এক নতুন ধরনের গ্রামীণ শিল্পবিপ্লবের পথে নিয়ে যেতে পারে সোনাপুরসহ আশপাশের পুরো অঞ্চলকে। সংবাদসুত্র দৈনিক আজকের পত্রিকা

ভেনেজুয়েলার প্রেসিডেন্টকে ধরতে

৬ পৃষ্ঠার পর

করেছেন। টেলিগ্রামে দেওয়া এক বিবৃতিতে তিনি বলেন, 'আমরা যখন তার দেশ থেকে পরিচালিত সন্ত্রাসী ষড়যন্ত্রের প্রমাণ উন্মোচন করছি, তখন এই নারী (বন্ডি) ভেনেজুয়েলার পরাজিত কট্টর ডানপন্থীদের খুশি করতে একটি মিডিয়া সার্কাস চালু করেছেন।'

তিনি আরও বলেন, 'আমাদের মাতৃভূমির মর্যাদা বিক্রির জন্য নয়। আমরা এই রূঢ় রাজনৈতিক প্রোপাগান্ডা অভিযানকে ঘৃণা করি।'

এ বিষয়ে ভেনেজুয়েলার তথ্য মন্ত্রণালয় এখনো কোনো মন্তব্য দেয়নি।

উল্লেখ্য, ২০২০ সালে যুক্তরাষ্ট্র মাদুরোর বিরুদ্ধে মাদক পাচারের অভিযোগ এনে ১৫ মিলিয়ন ডলার পুরস্কার ঘোষণা করেছিল। চলতি বছরের জানুয়ারিতে, তৃতীয় মেয়াদে শপথ নেওয়ার সময় পুরস্কারটি বাড়িয়ে ২৫ মিলিয়ন ডলার করা হয় এবং তাঁর ঘনিষ্ঠদের ওপর নতুন নিষেধাজ্ঞা আরোপ করা হয়। ফেব্রুয়ারিতে যুক্তরাষ্ট্র ত্রেন দে আরাগুয়া গ্যাংকে বিদেশি সন্ত্রাসী সংগঠন হিসেবে তালিকাভুক্ত করে। একই সঙ্গে এমএস-১৩ এবং কয়েকটি মেক্সিকান কার্টেলকেও তালিকাভুক্ত করা হয়। গত মাসে কার্টেল দে লোস সোলেসকেও আন্তর্জাতিক সন্ত্রাসী সংগঠন হিসেবে ঘোষণা করা হয়।

যুক্তরাষ্ট্রের পররাষ্ট্রমন্ত্রী মার্কো রুবিও বৃহস্পতিবার রাতে এক বিবৃতিতে বলেন, 'নিকোলাস মাদুরো গত এক দশকের বেশি সময় ধরে 'কার্টেল দে লোস সোলেস' এর নেতা, যারা যুক্তরাষ্ট্রে বিপুল পরিমাণে মাদক পাচারের জন্য দায়ী।'

ফিলিস্তিন রাষ্ট্রকে স্বীকৃতি দেওয়ার

৬ পৃষ্ঠার পর

হামলা না হয়, একই সঙ্গে গাজার 'মানবিক সংকট' সমাধানও জরুরি।

ভ্যান্স স্বীকার করেন, যুক্তরাজ্য ও যুক্তরাষ্ট্রের লক্ষ্য ও মনোযোগ মিললেও কিছু 'মতভেদ' রয়েছে, যা চিভনিং-এ আলোচনায় আসবে।

ল্যামি বলেন, ইসরায়েল গাজার আরও বেশি এলাকা দখল করার পরিকল্পনা করছে যা উদ্বেগের। আমরা সবাই যা চাই তা হলো যুদ্ধবিরতিড়আমরা চাই সব জিম্মিদের মুক্তি দেওয়া হোক। গাজায় যে মানবিক কষ্ট আমরা দেখছি, বিশেষ করে সেটি নিয়ে আমরা অত্যন্ত উদ্বিগ্ন।

NYSADC
NEW YORK SENIOR ADULT DAY CARE
NEW YORK SENIOR ADULT DAY CARE
নিউইয়র্ক সিনিয়র এডাল্ট ডে কেয়ার
WE HAVE MOST PROMINENT MLTC CONTACT
healthfirst
CenterLight
Anthem.
Hamaspik
MetroPlusHealth
S W H
FUHAD HUSSAIN
LIFE & HEALTH INSURANCE AGENT
MOHAMMAD ZAHID ALAM
CHIEF FINANCIAL OFFICER
SHAH NAWAZ MBA
PRESIDENT & CEO
• We Provide Transportation for Pick-Up and Drop Off
• Both Halal and Vegetarian Food Option
A SISTER CONCERN OF
SHAH NAWAZ GROUP
সর্বোচ্চ সেবার
নিশ্চয়তা
CALL US NOW:
718-516-3425
SNG
SHAH NAWAZ
CONTACT US:
Off: 718-516-3425
FAX: 646-568-6474
newyorksadc.com
intake@ny-sadc.com
116-33 Queens Blvd
Forest Hills, NY 11375
78-06 101 Ave, Suite C
Ozone Park, NY 11416

মার্কিন অর্থনীতিকে চাপে রেখেই শুল্ক কার্যকর করছেন

৭ পৃষ্ঠার পর

এক নতুন শুল্ক আরোপ যুক্তরাষ্ট্রকে অন্যান্য দেশের সঙ্গে বাণিজ্যযুদ্ধে লিপ্ত করেছে। ফলে মার্কিন ব্যবসা এবং দেশটির জনগণের জন্য অনিশ্চয়তা তৈরি করেছে। কারণ ট্রাম্প বারবার সিদ্ধান্ত পরিবর্তন করেছেন। শুল্ক আরোপ পিছিয়ে দেওয়ার পাশাপাশি সিদ্ধান্ত পুনর্বিবেচনায় নিতে গিয়ে বারবার কঠিন পরিস্থিতির মধ্যে পড়েছে যুক্তরাষ্ট্রের অর্থনীতি। গত বুধবার ট্রাম্প রাশিয়ান তেল কেনার কারণে ভারতের ওপর অতিরিক্ত ২৫% শুল্ক আরোপের ঘোষণা দেন। যার ফলে ভারতের মোট আমদানি কর ৫০ শতাংশে পৌঁছেছে। ভারতীয় রপ্তানিকারকদের একটি শীর্ষস্থানীয় দল জানিয়েছে, এই শুল্ক বহির্গামী চালানের প্রায় ৫৫ শতাংশ প্রভাবিত করবে এবং রপ্তানিকারকরা স্থায়ীভাবে ক্লায়েন্ট হারাতে বাধ্য হবে। ফেডারেশন অফ ইন্ডিয়ান এক্সপোর্ট অর্গানাইজেশনের সভাপতি এসসি রালহান এক বিবৃতিতে বলেন, এই আকস্মিক ব্যয় বৃদ্ধি নিয়ন্ত্রণ করা সম্ভব নয়।

সুইস পণ্যের ওপর ৩৯ শতাংশ মার্কিন শুল্ক এড়াতে দেশটির প্রেসিডেন্ট কারিন মারিয়া কেলারসহ কর্মকর্তারা ওয়াশিংটনে তাড়াহুড়ো করে সফর শেষ করেছেন। তারা দেশে আরও আলোচনা-পর্যালোচনা করতে চান। কারণ ওষুধের ওপর এখনও আমদানি কর আরোপ করা হচ্ছে। ট্রাম্প কম্পিউটার চিপের ওপর শতভাগ শুল্ক আরোপের ঘোষণা দিয়েছেন। এর ফলে মার্কিন অর্থনীতির ওপরও খারাপ প্রভাব পড়ার শঙ্কা রয়েছে।

১৯৭৭ সালের আইন ব্যবহার করে ট্রাম্প অর্থনৈতিক জরুরি অবস্থা ঘোষণা করে শুল্ক আরোপ করায় তিনি আইনি চ্যালেঞ্জের মুখোমুখি। এমনকি ট্রাম্পের প্রথম মেয়াদে তার সঙ্গে কাজ করা ব্যক্তিরাও শুল্ক আরোপের সফলতা নিয়ে সন্দেহ প্রকাশ করেছেন। তাদের মধ্যে সাবেক হাউস স্পিকার ও উইসকনসিন রিপাবলিকান পল রায়ানও রয়েছেন। রায়ান সিএনবিসিকে বলেন, প্রেসিডেন্ট তার ইচ্ছেমতো শুল্ক বাড়াতে চাওয়ার বিষয়টি অযৌক্তিক। আদালত তার সিদ্ধান্ত বাতিল করতে পারে জেনেও তিনি ঝুঁকি নিচ্ছেন।

অবশ্য ট্রুথ সোশ্যালে এক পোস্টে ট্রাম্প বলেছেন, 'একটি উগ্র বাম আদালত যুক্তরাষ্ট্রের অগ্রযাত্রা থামিয়ে দিতে পারে। কারণ তারা যুক্তরাষ্ট্রের ব্যর্থতা দেখতে চায়।

তবে ট্রাম্পের শুল্ক আরোপের ঘটনার পরও মার্কিন শেয়ার বাজার শক্তিশালী ছিল। এসএন্ডপি ৫০০ সূচক গত এপ্রিলের সর্বনিম্ন থাকলেও সেই অবস্থা থেকে এখন ২৫ শতাংশ বেশি ওপরে উঠে গেছে। বাজারের প্রত্যাবর্তন এবং ৪ জুলাই আইনে স্বাক্ষর করার পর কর ও ব্যয় পরিমাপে ট্রাম্পের আত্মবিশ্বাস বেড়েছে। হোয়াইট হাউস আশ্বাস দিয়েছে, আগামী মাসগুলোতে অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি ত্বরান্বিত হবে। অন্যদিকে বিশ্বব্যাপী আর্থিক বাজার বিশেষ করে, ইউরোপ এবং এশিয়ার বেশিরভাগ সূচক বাড়লেও ওয়াল স্ট্রিটে শেয়ারের দাম কমছে।

জার্মানির আইএনজি ব্যাংকের প্রধান অর্থনীতিবিদ কার্স্টেন ব্রজেস্কি সতর্ক করে বলেছেন, শুল্ক ঘোষণার কারণে আর্থিক বাজারগুলো অসাড় হয়ে পড়েছে বলে মনে হচ্ছে। সময়ের সঙ্গে সঙ্গে অর্থনীতিতে শুল্কের প্রতিকূল প্রভাব ধীরে ধীরে আরও প্রকাশ পাবে।

তবে ট্রাম্প অর্থনৈতিক উচ্ছ্বাসের পূর্বাভাস দিয়েছেন। মার্কিন ভোটার এবং বাকি বিশ্ব এ নিয়ে উদ্বিগ্ন। পরবর্তীতে কী ঘটতে চলেছে তা জানতে তারা অপেক্ষা করছেন। দ্য সেঞ্চুরি ফাউন্ডেশনের একজন সিনিয়র ফেলো মনে করেন, একজন ব্যক্তিই আছেন, যিনি নিজের তৈরি অনিশ্চয়তা সম্পর্কে অহংকারী হতে পারেন, তিনি হলেন ট্রাম্প। বাকি আমেরিকানদের ইতোমধ্যেই সেই অনিশ্চয়তার জন্য মূল্য দিতে হচ্ছে।

ভারতের সঙ্গে শুল্কযুদ্ধের মধ্যে যুক্তরাষ্ট্রে আসছেন

৭ পৃষ্ঠার পর

যেতেই পাকিস্তানের সেনাপ্রধানের আবার যুক্তরাষ্ট্র সফরের আমন্ত্রণ তার আরেকটি প্রমাণ বলা যায়।

আসিম মুনিরের এবারের সফর একটি পাল্টা সফর হবে জানিয়ে ডন ডটকম বলেছে, এর আগে জুলাইয়ের শেষ দিকে যুক্তরাষ্ট্রের সেন্ট্রাল কমান্ডের (সেন্টকম) প্রধান জেনারেল মাইকেল এরিক কুরিলা পাকিস্তান সফর করেছিলেন। ৪ আগস্ট প্রকাশিত এক বিবৃতিতে যুক্তরাষ্ট্রের প্রতিরক্ষা মন্ত্রণালয়ের সেন্ট্রাল কমান্ড তাদের প্রধান জেনারেল কুরিলার সাম্প্রতিক পাকিস্তান ও অঞ্চলটির অন্যান্য দেশ সফরের কথা স্মরণ করিয়ে দেয়।

সফরকালে পাকিস্তান সরকার জেনারেল কুরিলাকে 'নিশান-ই-ইমতিয়াজ (সামরিক)' খেতাব প্রদান করে।

আসিম মুনির এর আগে জুনে ওয়াশিংটন সফর করেন, তখন তিনি হোয়াইট হাউসে এক মধ্যাহ্নভোজে অংশ নেন। মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প তাকে স্বাগত জানান। এটি একটি নজিরবিহীন সম্মান, যা সাধারণত কোনো দেশের রাষ্ট্রপ্রধান বা সরকারপ্রধানদের জন্য সংরক্ষিত থাকে। ইন্টার-সার্ভিসেস পাবলিক রিলেশনস (আইএসপিআর) অথবা ওয়াশিংটনে পাকিস্তান দূতাবাসের পক্ষ থেকে এ সফর নিয়ে আনুষ্ঠানিকভাবে কিছু বলা হয়নি। তবে তার আগের সফরে সেনাপ্রধান ইঙ্গিত দিয়েছিলেন,, তিনি বছরের শেষ দিকে আবার যুক্তরাষ্ট্র সফরের প্রত্যাশা করছেন। এই ঘটনাপ্রবাহ এমন এক সময় ঘটছে যখন এর এক মাস আগেই এক কংগ্রেশনাল শুনানিতে মার্কিন জেনারেল পাকিস্তানকে সন্ত্রাসবিরোধী প্রচেষ্টায় 'চমৎকার অংশীদার' হিসেবে অভিহিত করেন। একই সঙ্গে তিনি অঞ্চলে শান্তি ও স্থিতিশীলতা রক্ষায় পাকিস্তানের ভূমিকার প্রশংসা করেন।

ট্রাম্পকে সমর্থন করে টেসলার জনপ্রিয়তা খুইয়েছেন

৬ পৃষ্ঠার পর

২০২৫ সালের মার্চে এই হার নেমে আসে ৪৯.৯ শতাংশে, যা গাড়িশিল্পে গড় ব্র্যান্ড আনুগত্যের চেয়ে সামান্য কম। এ সময় মাস্ক ট্রাম্পের নেতৃত্বাধীন নতুন সরকারি দক্ষতা বিভাগ (ডিওজিই) চালু করেন এবং হাজার হাজার সরকারি কর্মী ছাঁটাই শুরু করেন। এরপর চলতি বছরের মে পর্যন্ত এই হার কিছুটা বেড়ে দাঁড়িয়েছে ৫৭.৪ শতাংশে, যা গাড়িশিল্পের গড় ব্র্যান্ড আনুগত্যের ওপরে হলেও শেভ্রোলেট ও ফোর্ডের পেছনে এবং টয়োটার সমান। এসঅ্যান্ডপির বিশ্লেষক টম লিবি বলেন, একটি শীর্ষস্থানীয় ব্র্যান্ড এত দ্রুত জনপ্রিয়তার গড় পর্যায়ে নেমে যেতে পারে, এটা নজিরবিহীন। ২০২৫ সালের মার্চে এই হার নেমে আসে ৪৯.৯ শতাংশে, যা গাড়িশিল্পে গড় ব্র্যান্ড আনুগত্যের চেয়ে সামান্য কম। এ সময় মাস্ক ট্রাম্পের নেতৃত্বাধীন নতুন সরকারি দক্ষতা বিভাগ (ডিওজিই) চালু করেন এবং হাজার হাজার সরকারি কর্মী ছাঁটাই শুরু করেন। এরপর চলতি বছরের মে পর্যন্ত এই হার কিছুটা বেড়ে দাঁড়িয়েছে ৫৭.৪ শতাংশে, যা গাড়িশিল্পের গড় ব্র্যান্ড আনুগত্যের ওপরে হলেও শেভ্রোলেট ও ফোর্ডের পেছনে এবং টয়োটার সমান। এসঅ্যান্ডপির বিশ্লেষক টম লিবি বলেন, একটি শীর্ষস্থানীয় ব্র্যান্ড এত দ্রুত জনপ্রিয়তার গড় পর্যায়ে নেমে যেতে পারে, এটা নজিরবিহীন।

বিএনপির শক্ত প্রতিপক্ষ

৩১ পৃষ্ঠার পর

২টি এবং স্বতন্ত্র প্রার্থীরা ৪টি আসনে জয়ী হন।

নির্বাচনে আওয়ামী লীগের নৌকা প্রতীকে ৪৮.০৪ শতাংশ, বিএনপির ধানের শীষ প্রতীকে ৩২.৫ শতাংশ, এইচএম এরশাদের নেতৃত্বাধীন জাতীয় পার্টির লাঙ্গল প্রতীক ৭.০৪ শতাংশ এবং জামায়াতে ইসলামী দাঁড়িপাল্লায় ৪.৭ শতাংশ, স্বতন্ত্র ২.৯৪ শতাংশ, ইসলামী আন্দোলন বাংলাদেশ ০.৯৪ শতাংশ, বাংলাদেশের কমিউনিস্ট পার্টি ০.০৬ শতাংশ ভোট পায়। নির্বচনি ফলাফলে দেখা যায়, আওয়ামী লীগ ও বিএনপি দুই বড় দল মিলেই ৮০.৫৪ শতাংশ ভোট পেয়েছে। এরপরে জাতীয় পার্টি ও জামায়াতের অবস্থান। কিন্তু তাদের ভোটের হার বড় দুই দলের ধারে০কাছেও নেই।

তবে ২০২৪ সালে গণঅভ্যুত্থান এবং আওয়ামী লীগ সরকারের পতন ও তাদের রাজনৈতিক কার্যক্রম নিষিদ্ধ হওয়ার পর সাম্প্রতিক কিছু জরিপে ভোটের হিসাবে নতুন ধরনের চিত্র উঠে আসছে। সম্প্রতি সাউথ এশিয়ান নেটওয়ার্ক অন ইকোনমিক মডেলিং (সানেম)-এর তরুণদের মধ্যে চালানো এক জরিপের ফলাফলে বলা হয়েছে, ৩৮.৭৬ শতাংশের মত অনুযায়ী, আগামী জাতীয় নির্বাচনে বিজয়ী হওয়ার দৌড়ে বিএনপি শীর্ষে থাকবে। তালিকার দ্বিতীয় স্থানে রয়েছে বাংলাদেশ জামায়াতে ইসলামী□ দলটির পক্ষে মত দিয়েছেন ২১.৪৫ শতাংশ । এছাড়া নতুন রাজনৈতিক দল হিসেবে আত্মপ্রকাশ করা জাতীয় নাগরিক পার্টি (এনসিপি) পাবে ১৫.৮৪ শতাংশ ভোট।

ক্ষমতাচ্যুত আওয়ামী লীগ আসন্ন নির্বাচনে অংশ নিতে পারলে ১৫ শতাংশের কিছু বেশি ভোট পেতে পারে জানিয়েছেন জরিপে অংশ নেয়া ব্যক্তিরা। সানেমের জরিপের ফলাফল অনুযায়ী, এছাড়া অন্যান্য ধর্মীয় দলগুলো সম্মিলিতভাবে ৪.৫৯ শতাংশ ভোট পেতে পারে। জাতীয় পার্টি পাবে ৩.৭৭ শতাংশ এবং অন্যান্য ছোট দলের প্রাপ্ত ভোট হবে মাত্র ০.৫৭ শতাংশ।

বিএনপি নেতা সৈয়দ এমরান সালেহ প্রিন্স বলেন, “আমরা তো এখানে বহুদলীয় গণতন্ত্রের বিকাশ চাই। নানা মত আর পথের বিকাশ ঘটবে এখানে। এখানে দ্বিদলীয় ব্যবস্থা গড়ে উছেছিল। কিন্তু যারা তাদের ফ্যাসিবাদ কায়েম করেছিল, তাদের আবার ফিরে আসার মধ্য দিয়ে দ্বিদলীয় গণতন্ত্র আমরা চাই না। সবার অংশগ্রহণের মধ্য দিয়ে গণতন্ত্র বিকশিত হবে।”

“তবে সরকারের ভিতরে একটা প্রবণতা আছে কোনো কোনো দলকে টেনে নিয়ে আসার, তাদের বিএনপির প্রতিদ্বন্দ্বী করার। কিন্তু সেটা জনগণ গ্রহণ করবে না। প্রধান উপদেষ্টা ফেব্রুয়রিতে নির্বাচনের স্পষ্ট ঘোষণা দিয়েছেন। এখন বিষয়গুলো পরিষ্কার হবে জনগণ কী চায়।” এনসিপির যুগ্ম আহ্বায়ক মনিরা শারমিন বলেন, “আবার যদি এক দলীয় ব্যবস্থার উদ্ভব হয়, একক কোনো দলের আধিপত্য হয়, তা হবে আমাদের জন্য দু:খজনক। আমরা ফের ফ্যাসিবাদ চাই না। ”

তার কথা, “যদি পিআর পদ্ধতিতে নির্বাচন হয়, প্রয়োজনীয় মৌলিক সংস্কার হয়, তাহলে আসলে সব দলের প্রতিনিধিত্ব নিশ্চিত হবে। জনগণের অংশগ্রহণ নিশ্চিত হবে।”

এক প্রশ্নের জবাবে তিনি বলেন, “সরকারের সহায়তায় আমরা বিএনপির প্রতিদ্বন্দ্বী হতে চাইছি। বা সরকার চেষ্টা করছে এটা বিএনপির অপপ্রচার। আমরা রাজনীতি করেই আমাদের অবস্থান তৈরি করতে চাই।”

বিশ্লেষকরা যা মনে করেন

বিশ্লেষকরা মনে করেন, আওয়ামী লীগ না থাকায় বিএনপি এখন একমাত্র বড় দল। দেশে দ্বিদলীয় ব্যবস্থা অনুপস্থিত। তবে আওয়ামী লীগের ভোটররারা তো আর চলে যাননি। ওই ভোটাররা কোন দিকে টার্ন করে, তারা সংঘবদ্ধভাবে সিদ্ধান্ত নিতে পারবে কিনা তার ওপর নির্ভর করছে অনেক কিছু। নির্বাচন যত এগিয়ে আসবে, ততই বিষয়গুলো। পরিষ্কার হবে। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের উন্নয়ন অধ্যয়ন বিভাগের অধ্যাপক ও নির্বাচন বিশ্লেষক ড. কাজী মারুফুল ইসলাম বলেন, “এটা সত্য যে, আওয়ামী লীগ দৃশ্যপটে না থাকায় বাংলদেশে এখন টু পার্টি সিস্টেম অনুপস্থিত। তবে আওয়ামী লীগের ভোটাররা তো আছেন। ফলে আমার মনে হয় আগামী নির্বাচন দ্বিদলীয় না হলেও দুই ধারার হতে পারে। একদিকে থাকবে তুলনামুলকভাবে একটু লিবারেল ও মুক্তিযুদ্ধের পক্ষের শক্তি, যার নেতৃত্বে থাকতে পারে বিএনপি, আরেক দিকে থাকবে রক্ষণশীল ও ইমলামী ধর্মীয় ধারা। সেখানে থাকবে জামায়াত ও এনসিপিসহ ইসলামী ধারার দল।”

“আর বামপন্থি যে দলগুলো আছে, ভোটের বিবেচনায় তারা তেমন বড় না। তবে তাদেরও একটা অবস্থান থাকবে,” বলেন তিনি।

তার কথা, “নির্বাচন যত এগিয়ে আসবে, তত এই দুই ধারা স্পষ্ট হবে। নির্বাচনের ইশতেহারেই দুই ধারা চিহ্নিত করা যাবে। আর রাজনীতির পরিসর যদি উন্মুক্ত থাকে, কোনো দল যদি বাধার মুখে না পড়ে, তাহলে গণতান্ত্রিক প্রক্রিয়া সংহত হয়।”

এ প্রসঙ্গে সাংবাদিক এবং রাজনৈতিক বিশ্লেষক মাসুদ কামাল বলেন, “বাংলাদেশে এখনো মানুষ নির্বাচন বলতে বিএনপি ও আওয়ামী লীগের ভোট মনে করে। এখন আওয়ামী লীগের কার্যক্রম তো নিষিদ্ধ। তারপরও মানুষের কাছে জিজ্ঞেস করেন- তারা এই কথাই বলবে। ফলে বাংলাদেশে আওয়ামী লীগকে বাদ দিয়ে দ্বিদলীয় ব্যবস্থার কোনো পরিবেশ বা পরিস্থিতি তৈরি হয়নি। বিএনপির কাছাকাছি আসার মতো কোনো দল নাই।”

তার কথা, “আমি এখন বিএনপিকে চ্যালেঞ্জ করার মতো কোনো রাজনৈতিক দলের উত্থানের সম্ভাবনা দেখছি না। এনসিপির একটা সম্ভাবনা ছিল। কিন্তু সেটা এরইমধ্যে শেষ হয়ে গেছে। নেতাদের বিতর্কিত কাজ এবং একই সঙ্গে সরকারের পৃষ্ঠপোষকতার কারণে সেটা হয়েছে। মানুষ কিংস পার্টি চায় না।”- সংবাদসুত্রজার্মান বেতার ডয়চে ভেলে

বৃহত্তর বাংলাদেশের মানচিত্র প্রসঙ্গে যা বললেন জয়শঙ্কর

৮ পৃষ্ঠার পর

উদ্ধৃত করে ভারতের পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের এক বিবৃতিতে বলা হয়েছে, বাংলাদেশ সরকারের ফ্যাক্ট-চেকার প্ল্যাটফর্ম ‘বাংলাফ্যাক্ট’ দাবি করেছে, বাংলাদেশে ‘সালতানাত-ই-বাংলা’-এর কার্যক্রম চালানোর কোনও প্রমাণ নেই। তবে তথাকথিত পূর্ববর্তী বাংলা সালতানাতের প্রসঙ্গে একটি ঐতিহাসিক প্রদর্শনীতে এই মানচিত্র প্রদর্শন করা হয়েছিল বলে বিবৃতিতে দাবি করা হয়।

২০২৫ সালের ১৪ এপ্রিল পহেলা বৈশাখ উপলক্ষে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে আয়োজিত এক প্রদর্শনীতে মানচিত্রটি প্রদর্শিত হয়েছিল।

এর আগে ভারতের অংশবিশেষসহ একটি মানচিত্রের ছবি ফেসবুকে দিয়েছিলেন বাংলাদেশের অন্তর্বতী সরকারের তথ্য উপদেষ্টা মাহফুজ আলম। তবে সমালোচনার পর তা সরিয়ে ফেলেন।

আল্লাহ সর্বশক্তিমান

জয় বাংলা

জয় বঙ্গবন্ধু

৮ আগস্ট ২০২৫ জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের সহধর্মিনী বঙ্গমাতা শেখ ফজি-লাতুন্নেছা মুজিব এর ৯৫ তম জন্মবার্ষিকী ‘বঙ্গমাতা দিবসে’ তাঁর স্মৃতির প্রতি জানাই

বিনম্র শ্রদ্ধাঞ্জলি

ডা: মো: ইনামুল হক এমডি
সভাপতি

সিরাজ উদ্দিন আহমদ (সোহাগ)
সাধারণ সম্পাদক

যুক্তরাষ্ট্র বঙ্গমাতা পরিষদ

আমেরিকায় বিনিয়োগ করলে চিপ

৭ পৃষ্ঠার পর

বিনিয়োগের কথা ঘোষণা করেছে অ্যাপল সংস্থা। নরম হয়েছেন ট্রাম্পও। জানিয়ে দিয়েছেন, সে দেশে আরও বিনিয়োগ করলে চিপ আমদানিতে শুল্ক ছাড় মিলবে। প্রসঙ্গত, ট্রাম্প প্রথম বার আমেরিকার প্রেসিডেন্ট থাকার সময়েও শুল্কছাড় পেয়েছিলেন কুক।

ট্রাম্প যখন ভারত এবং চিন থেকে আমেরিকায় রফতানি করা পণ্যের উপর অতিরিক্ত শুল্ক চাপানোর কথা ঘোষণা করেছিলেন, তখন তাঁর প্রভাব নিয়ে সতর্ক করে হুঁশিয়ারি দিয়েছিলেন কুক। বিষয়টি ভাল চোখে দেখেননি ট্রাম্প।

সরাসরি জানিয়ে দেন, ভারত বা অন্য দেশে আইফোন তৈরি করলে চলবে না। আমেরিকাতেই তৈরি করতে হবে। এ বার আমেরিকায় আরও বিনিয়োগের কথা ঘোষণা করেছে অ্যাপল সংস্থা। নরম হয়েছেন ট্রাম্পও। জানিয়ে দিয়েছেন, সে দেশে আরও বিনিয়োগ করলে চিপ আমদানিতে শুল্ক ছাড় মিলবে। প্রসঙ্গত, ট্রাম্প প্রথম বার আমেরিকার প্রেসিডেন্ট থাকার সময়েও শুল্কছাড় পেয়েছিলেন কুক।

অ্যাপল একা নয়, আমেরিকার বেশ কিছু প্রযুক্তি সংস্থা সে দেশে নতুন করে বিনিয়োগের সিদ্ধান্ত নিয়েছে। ফলে গত কয়েক মাসে আমেরিকায় নতুন করে কোটি কোটি টাকা বিনিয়োগ হয়েছে।

বিশেষজ্ঞদের একাংশ বলছেন, আমেরিকায় আইফোন, আইপ্যাড-সহ নিজেদের পণ্য তৈরি করা অ্যাপলের পক্ষে অর্থনৈতিক ভাবে একপ্রকার অসম্ভব। সেখানে তৈরি করলে খরচ অনেক বেশি পড়ে। সে কারণেই উৎপাদনের বড় অংশ চিন এবং ভারতে করে তারা। তবে আমেরিকায় ১০ হাজার কোটি ডলার বিনিয়োগের ঘোষণা তারা করে দিয়েছে। এর আগে ফেব্রুয়ারি মাসে ৫০ হাজার কোটি ডলার বিনিয়োগের কথা ঘোষণা করেছিলেন কুক। ভারতীয় মুদ্রায় যার মূল্য ৪১ লক্ষ কোটি টাকা। পাশাপাশি, কুক জানিয়েছেন, অ্যাপল ফোন এবং ঘড়িতে যে কাচ ব্যবহার করা হয়, তা খুব শীঘ্রই তৈরি হবে কেন্টাকিতে। তৈরি করবে কর্নিং সংস্থা। এর আগে কেন্টাকিতে কিছু কাচ তৈরি হয়েছে। এই সব প্রতিশ্রুতির বদলেই কি টিপের উপরে শুল্কছাড় আদায় করে নিল অ্যাপল। সেই জল্পনা রয়েই গিয়েছে।

অন্য দিকে, সূত্র বলছে, বিদেশ থেকে আমেরিকায় রফতানি করা চিপের উপরে ট্রাম্প যে শুল্ক বসিয়েছেন, তার নেপথ্যে রয়েছে মার্কিন চিপ প্রস্তুতকারী সংস্থাগুলি। তারাই তদ্বির করেছে প্রেসিডেন্টের কাছে। সূত্রের খবর, বুধবার হোয়াইট হাউসে আমেরিকার চিপ প্রস্তুতকারী সংস্থা এনভিডিয়া সংস্থার প্রধান জেনসেন হুয়াংয়ের সঙ্গে সাক্ষাৎ করেন ট্রাম্প। সম্প্রতি ট্রাম্পের সঙ্গে ঘনিষ্ঠতা তৈরি হয়েছে হুয়াংয়ের।

মে মাসে পশ্চিম এশিয়ায় ট্রাম্পের সফরসঙ্গীও হয়েছিলেন তিনি। সে জন্য তাঁর প্রশংসাও করেছিলেন ট্রাম্প। কুকের অনুপস্থিতি নিয়েও সে সময় প্রশ্ন তুলেছিলেন তিনি। যদিও বুধবার ট্রাম্প সেই কুকের প্রশংসা করেছেন। তাঁর বিনিয়োগের ঘোষণার পরে আমেরিকার প্রেসিডেন্ট বলেন, ‘‘আমাদের লক্ষ্য ছিল আমেরিকায় তৈরি করেই আইফোন বিক্রি হবে আমেরিকায়। সেই লক্ষ্যের দিকে আরও একধাপ এগোলাম আমরা।’’ বুধবারের পরে আমেরিকায় অ্যাপলের শেয়ারদরও বৃদ্ধি পেয়েছে।

কুক শুধু বিনিয়োগের ঘোষণা করে থামেননি। তিনি এ-ও জানিয়েছেন, ১২টি প্রদেশের ২৪টি কারখানায় অ্যাপলের জন্য ১৯০০ কোটি চিপ তৈরি করবে আমেরিকার সংস্থা।

প্রসঙ্গত, ট্রাম্পের প্রথম জমানাতেও এ ধরনের ঘোষণা করেছিল অ্যাপল। নিন্দকেরা বলে, এ ধরনের বিনিয়োগের প্রতিশ্রুতি আগেও বহু বার দিয়েছে অ্যাপল সংস্থা। কিন্তু তার সবটা আর পূরণ করেনি। তাই বিনিয়োগের প্রতিশ্রুতি কতটা কার্যকর হবে, সেই নিয়ে জল্পনা থেকেই যাচ্ছে। আমেরিকার সংবাদ মাধ্যম ‘ওয়াল স্ট্রিট জার্নাল’-কে চেম্বার অফ প্রোগ্রেসের সিইও অ্যাদাম কোভাসেভিক জানিয়েছেন, ট্রাম্পের সঙ্গে সম্পর্ক সঠিক পথে চালনা করার বিষয়টি শিখে গিয়েছে সংস্থাগুলি। তাঁর কথায়, ‘‘কাজটা সবচেয়ে ভাল করেছে অ্যাপল এবং চিপ প্রস্তুতকারী সংস্থা এনভিডিয়া।’’

যুক্তরাষ্ট্রে বিদেশি শিক্ষার্থী ঠেকাতে

৬ পৃষ্ঠার পর

তারাই ট্রাম্প প্রশাসনের প্রধান নিশানা হচ্ছে।

তবে অর্থনৈতিকভাবে এই পদক্ষেপ ভয়াবহ। ২০২৩২৪ শিক্ষাবর্ষে বিদেশি শিক্ষার্থীরা যুক্তরাষ্ট্রের অর্থনীতিতে প্রায় ৪৪ বিলিয়ন ডলার যোগ করেছে এবং প্রায় ৩.৮ লাখ চাকরি সহায়তা দিয়েছে। মার্কিন বিশ্ববিদ্যালয়গুলোর কম্পিউটার সায়েন্স ও ইলেকট্রিক্যাল ইঞ্জিনিয়ারিংয়ের মতো বিষয়গুলোতে ৭০ শতাংশের বেশি স্নাতক শিক্ষার্থী বিদেশি। এই শিক্ষার্থীদের প্রবেশ সীমিত করা যুক্তরাষ্ট্রের প্রযুক্তিগত অগ্রগতিকেই বিপন্ন করবে।

শুধু ভর্তির ক্ষেত্রেই নয়, বিদেশি শিক্ষার্থীদের কাজ করার সুযোগও সংকুচিত করা হচ্ছে। ট্রাম্প প্রশাসন ওপিটি ও এসটিইএম ওপিটি সুবিধা বাতিলের পরিকল্পনা করছে এবং এইচ-১বি ভিসা নীতিতে এমন পরিবর্তন আনার কথা বলছে, যাতে আন্তর্জাতিক স্নাতকেরা বঞ্চিত হন। এমনকি ‘স্থিতি সময়কাল’ নীতিও বাতিল করে শিক্ষার্থীদের অগ্রগতিতে প্রশাসনিক বাধা সৃষ্টি করার প্রস্তাব এসেছে।

মার্কিন জন্মহার কমে যাওয়ায় ভবিষ্যতে স্থানীয় শিক্ষার্থীর সংখ্যা হ্রাস পাবেড়এমন পূর্বাভাস থাকলেও প্রশাসনের দৃষ্টিভঙ্গি উল্টো। আন্তর্জাতিক শিক্ষার্থীদের অন্তর্ভুক্তি যেখানে উদ্ভাবন, প্রতিযোগিতা ও বৈচিত্র্য বাড়ায়, সেখানে এই নীতিমালা যুক্তরাষ্ট্রকে এক ধরনের অন্তর্মুখী সমাজে পরিণত করছে।

বলা যায়ড়ট্রাম্প প্রশাসনের এই কৌশল শুধু শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান নয়, গোটা মার্কিন শিক্ষাব্যবস্থার উন্মুক্ততা, বৈচিত্র্য ও বিশ্ব নেতৃত্বের ধারণাকেই চ্যালেঞ্জ করছে। অর্থনৈতিক ক্ষতি তো আছেই, সবচেয়ে বড় ক্ষতি হতে চলেছে জ্ঞান-বিনিময়ের সেই ঐতিহাসিক ঐতিহ্যের, যা যুক্তরাষ্ট্রকে এত দিন বিশ্বে উচ্চশিক্ষার নেতৃত্ব দিয়েছিল।

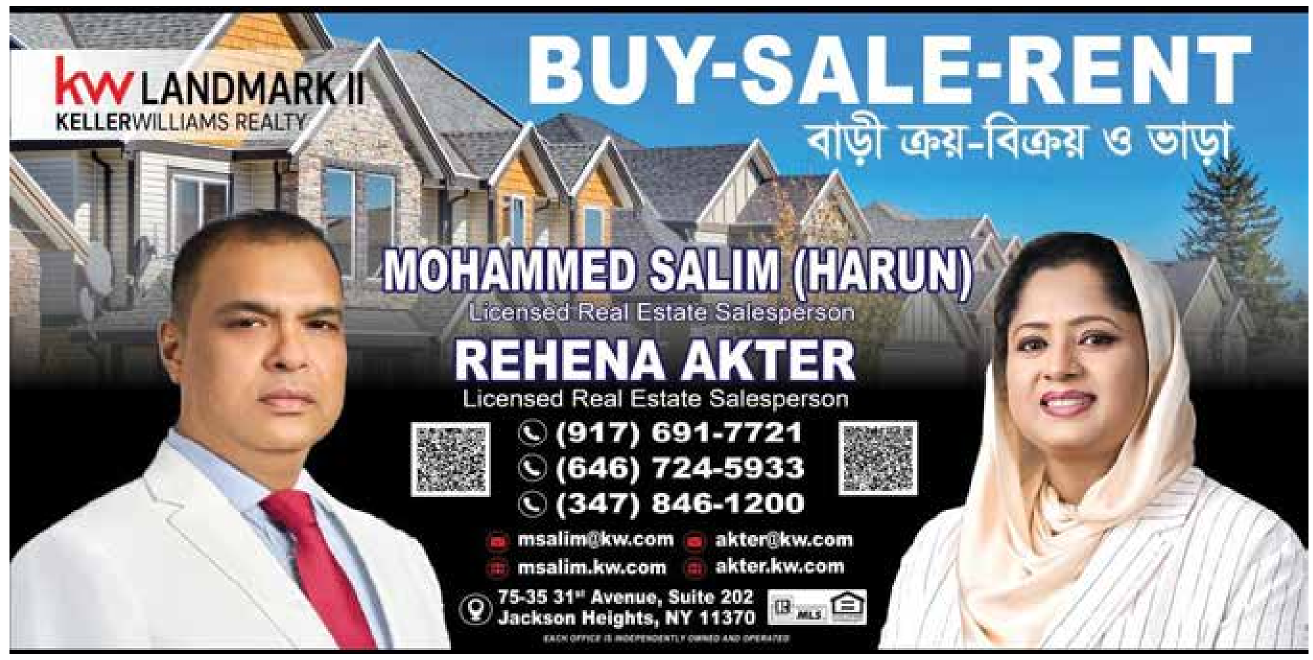

সাংবাদিকদের ওপর সহিংসতা

৪০ পৃষ্ঠার পর

লিখন রাজ বলেন, তাঁর কাছে পাঠানো চিঠিতে বলা হয়েছে, গত ৪ আগস্ট পিবিআই নারায়ণগঞ্জের পুলিশ সুপার মোস্তফা কামাল রাশেদের স্বাক্ষরে জারিকৃত নোটিশ অনুযায়ী, ‘সুষ্ঠু ও নিরপেক্ষ অনুসন্ধানের স্বার্থে’ তাঁকে জিজ্ঞাসাবাদ করা প্রয়োজন। নোটিশ প্রাপ্তির দুই কর্মদিবসের মধ্যে পিবিআই নারায়ণগঞ্জ কার্যালয়ে উপস্থিত হতে হবে এবং অনুসন্ধানকারী কর্মকর্তা হিসেবে পরিদর্শক মিন্টু কুমারের নাম সেখানে উল্লেখ রয়েছে।
পিবিআই নারায়ণগঞ্জের পুলিশ সুপার মোস্তফা কামাল রাশেদ জানান, পুলিশের বিরুদ্ধে প্রকাশিত অনুসন্ধানী প্রতিবেদন সম্পর্কে আমাদের জানতে হবে, সাংবাদিক কিভাবে তথ্য সংগ্রহ করেছেন, সূত্র কী ছিল ও তথ্যের উৎস নির্ভরযোগ্য কি নাড়এসব প্রশ্নের উত্তর জানার জন্যই এই নোটিশ। এটি কোনো ব্যক্তিগত উদ্দেশ্যে নয়, বরং তথ্য যাচাইয়ের অংশ। গত ৩ আগস্ট বাংলা ট্রিবিউনে প্রকাশিত প্রতিবেদনে দাবি করা হয়, নারায়ণগঞ্জ পিবিআইয়ের উপপরিদর্শক (এসআই) মো. হাফিজুর রহমান একটি মামলার বাদীর কাছে ৫০ হাজার টাকা ঘুষ দাবি করেন। গত ২ আগস্ট এসংক্রান্ত একটি ফোনালাপ সামাজিক যোগাযোগমাধ্যম ফেসবুকে ছড়িয়ে পড়ে, যা ঘিরে দেশজুড়ে আলোচনা-সমালোচনার ঝড় ওঠে। ঘটনার প্রেক্ষিতে ৩ আগস্ট পিবিআই সদর দপ্তর থেকে হাফিজুর রহমানকে সাময়িক বরখাস্ত করা হয়। তবে সেই বরখাস্তের তথ্য গণমাধ্যমকে জানানো হয় গত ৪ আগস্ট।
পুলিশ সদর দপ্তরের অতিরিক্ত উপমহাপরিদর্শক (স্পেশাল ক্রাইম) মো. আশিক সাঈদ বলেন, ‘আমরা আমাদের তরফ থেকে অপরাধ নিয়ন্ত্রণের সর্বাত্মক চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছি। যখনই কোথাও কোনো অপরাধমূলক ঘটনা ঘটছে আমরা খোঁজ নিয়ে আইনগত ব্যবস্থা নিচ্ছি। গাজীপুরে একজন সাংবাদিককে হত্যার ঘটনার তদন্ত চলছে। অবশ্যই তাঁকে হত্যার ঘটনায় জড়িতদের গ্রেপ্তার করে আইনগত ব্যবস্থা নেওয়া হবে।’
হিউম্যান রাইটস সাপোর্ট সোসাইটির নির্বাহী পরিচালক ইজাজুল ইসলাম বলেন, সাংবাদিক আসাদুজ্জামান তুহিনকে হত্যা দেশের গণমাধ্যমের স্বাধীনতা, মত প্রকাশের অধিকার ও সাংবাদিকদের নিরাপত্তার ওপর সরাসরি হামলা।
নোয়াবের উদ্বেগ : গণমাধ্যমের স্বাধীনতা ও সাংবাদিকদের নিরাপত্তা নিয়ে গত বৃহস্পতিবার গভীর উদ্বেগ প্রকাশ করেছে নিউজ পেপার ওনার্স অ্যাসোসিয়েশন অব বাংলাদেশ (নোয়াব)। নোয়াব সভাপতি এ কে আজাদের সই করা বিবৃতিতে সংগঠনটি জানায়, ট্রান্সপারেন্সি ইন্টারন্যাশনাল বাংলাদেশের (টিআইবি) সর্বশেষ প্রতিবেদনে গণমাধ্যম ও তথ্য প্রকাশের স্বাধীনতা নিয়ে যে চিত্র ফুটে উঠেছে, তা দুঃখজনক। গণ-অভ্যুত্থানের মাধ্যমে একটি অবাধ, নিরপেক্ষ ও গণতান্ত্রিক সমাজ প্রতিষ্ঠার যে প্রত্যাশা নিয়ে দেশবাসী ঐক্যবদ্ধ হয়েছিল, সেখানে তথ্য প্রকাশ, মত প্রকাশ এবং গণমাধ্যমের স্বাধীনতার মতো মৌলিক অধিকারগুলো নিশ্চিত হবে বলে নোয়াব আশা করেছিল। দুর্ভাগ্যজনকভাবে গত এক বছরে সে প্রত্যাশা পূরণ হয়নি। সংবাদপত্র কিংবা গণমাধ্যমে ‘মব’ সৃষ্টি করে মালিকপক্ষকে হুমকি, ভয়ভীতি দেখানোর সংস্কৃতি বন্ধ করতে হবে। গণমাধ্যমের নিরাপত্তা ও স্বাধীনতা নিশ্চিত করা সম্ভব হলে তা একটি গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রের ভিত আরো মজবুত করবে।

চড়া দামে ইলিশের স্বাদ ভুলতে

৮ পৃষ্ঠার পর

ভিড়ত, সেখানে এখন ঘাটে বসে থাকতে দেখা যায় আড়তদার, শ্রমিক, বরফ কাটার শ্রমিকসহ শতশত মানুষকে।
ইলিশ আড়তদার মেসার্স দুলাল ফিশ’র ম্যানেজার মো. রবিন বলেন, গত এক মাস ধরে গড়ে দেড় থেকে আড়াইশ মণ ইলিশ নিয়ে ট্রলারগুলো পোর্টরোডের মোকামে আসছে। কিন্তু এমন সময় হাজার হাজার মণ ইলিশ আসার কথা। কয়েক বছর আগেও ভরা মৌসুমে পোর্ট রোডের মোকামের আড়তগুলোয় দিনশেষে ২ হাজার মণ ইলিশ বেচাকেনা হতো।
তিনি আরও বলেন, মৌসুম অনুযায়ী বাজারে ইলিশ কম আসছে। কিন্তু ইলিশের চাহিদা বেড়েছে কয়েকগুণ। ইলিশ কম থাকায় ক্রেতাদের চাহিদা পূরণ করা যাচ্ছে না। ক্রেতাদের চাহিদার কারণেই ইলিশের দাম কিছুটা বেড়েছে।
পোর্ট রোড বাজারে ইলিশ কিনতে আসা সাইফুল বলেন, সকালে বাজারে যাওয়ার সময় ছেলেমেয়ে বায়না ধরেছে ইলিশ মাছ নিয়ে আসার। তবে বাজার ঘুরে সাধ্যের মধ্যে একটি ইলিশ মাছ মিলাতে পারিনি। পরে নিরূপায় হয়ে ৯০০ গ্□াম ওজনের একটি ইলিশ ১৮০০ টাকায় কিনেছি।
শুধু সাইফুল ইসলামই নন এমন চিত্র এখন প্রতিটি নিম্ন ও মধ্যবিত্ত পরিবারে। ইলিশের উচ্চ দামে হতাশা প্রকাশ করছেন ক্রেতারা। অবস্থা এমন যে ইলিশ নিজেদের নদ-নদীর মাছ হলেও অতিরিক্ত দামের কারণে এর স্বাদ ভুলতে বসেছে এক শ্রেণির মানুষ।
আরেক ক্রেতা সোহাগ বলেন, এলাকার বাজার থেকে মাছ না কিনে পোর্টরোড পাইকারি বাজারে এসেছিলাম একটু কম দামে কেনার আশায়। কিন্তু এখানেও দেখি খুচরা বাজারের মতো চড়া দামে ইলিশ বিক্রি হচ্ছে। তারপরও ছোট ছোট ৫০০ গ্রাম ওজনের ৪টা ইলিশ কিনেছি ২৮০০ টাকায়। অবস্থা এমন দাঁড়িয়েছে যে মানুষ কিছু দিনের মধ্যে ইলিশের স্বাদ ভুলে যাবে।
রাব্বি নামে এক ক্রেতা বলেন, ইলিশ কিনতে এসে দরদামে পোষাতে না পেরে পাঙ্গাশ মাছ কিনতে হয়েছে। ৫০০ গ্□াম সাইজের ইলিশ কেজি ১৫০০ টাকা হয়েছে। যা আগে ছিল ৫০০ থেকে ৮০০ টাকা। পাঙ্গাশ মাছেরও দাম বেড়েছে। ২৮০ টাকা করে কেজি পাঙ্গাশ মাছ কিনেছি। যা আগে ছিল ১৫০ থেকে ১৮০ টাকার মধ্যে।
আরেক ক্রেতা মুরাদ হোসেন বলেন, মাছের সরবরাহ কম থাকার অজুহাতে ব্যবসায়ীরা সিন্ডিকেট করে মূল্যবৃদ্ধি করেছেন। না হলে এ ইলিশ তো আর বিদেশ থেকে রপ্তানি হচ্ছে না। নিজেদের নদ-নদী বা সাগরের মাছ। এতো মূল্য বৃদ্ধির কোন কারণ দেখছি না।
আড়তদার সজীব সিকদার জানান, নদীতে মাছই নেই। জেলেরা আবহাওয়ার কারণে সাগরে যেতে পারছেন না। যে অল্প কিছু মাছ উঠছে, তা দিয়ে বাজারের চাহিদা মেটানো সম্ভব নয়। ফলে দামের ওপরও চাপ পড়ছে।
বরিশাল মৎস্য মালিক সমিতির সদস্য সচিব মো. কামাল সিকদার বলেন, মেঘনার বিভিন্ন পয়েন্টে চর পড়ে গেছে, ফলে ইলিশ চলাচল বাধাগ্রস্ত হচ্ছে। নদীগুলো ভরাট হয়ে যাচ্ছে। যদি এখনই নদী রক্ষা না করা হয়, ভবিষ্যতে বরিশালে আর মিঠাপানির ইলিশ পাওয়া যাবে না।
তিনি আরও বলেন, কুয়াকাটার মহিপুর থেকেও এখন আর মাছ আসে না। তারা সরাসরি ঢাকাসহ অন্য স্থানে ইলিশ বিক্রি করে। পদ্ম সেতু ও পায়রা সেতু হওয়ার কারণে তাদের বরিশাল পোর্ট এখন প্রয়োজন হয় না। আর বরিশালের আশপাশের নদীতেও মাছ নেই। ব্যবসা একেবারেই ভেঙে পড়েছে।
বরিশালের জেলা মৎস্য কর্মকর্তা রিপন কান্তি ঘোষ জাগো নিউজকে বলেন, চলতি বছর বৈরি আবহাওয়ার কারণে নদী ও সমুদ্র থেকে ইলিশ আহরণ কিছুটা বিঘ্নিত হয়েছে। ফলে এর প্রভাব পড়েছে বাজারের ওপর। ইলিশের সরবরাহ আবার স্বাভাবিক হলে দাম কিছুটা কমে আসবে। সংবাদসূত্র ওয়েব পোর্টাল জাগোনিউজ২৪.কম

মুসলমান নয়, বাংলাদেশে হিন্দুরাই

৯ পৃষ্ঠার পর

আওয়ামী লীগ অত্যন্ত পটু। দরকার হলে নিজের ঘরে আগুন দিয়ে নেবে। বিএনপির এ জ্যেষ্ঠ নেতা বলেন, কোনো মানুষই সাম্প্রদায়িক না, কোনো ধর্মই না। কিন্তু কখনো কোনো কিছু মোকাবিলা করার জন্য দাঙ্গা ফ্যাসাদ করাতে হয়, যাতে মানুষের দৃষ্টিভঙ্গি আরেক দিকে চলে যায়। হুসেইন মুহম্মদ এরশাদও ৮৮ সালে এ কাজটা করেছিলেন।
তিনি আরও বলেন, সাম্প্রদায়িকতার মধ্যে একটা রাজনীতি আছে। অনেক সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা এ ভারতবর্ষে, এ উপমহাদেশে হয়েছে রাজনৈতিক কারণে। কিছু গুজবের কারণে। ভারতে এসব দাঙ্গা এখনো চলমান। রাজনৈতিক কুটিলতার মধ্যে এ সাম্প্রদায়িকতা শুধু এখন না, হাজারও বছর আগে থেকে আছে।
হিন্দুরাই হিন্দুদের শত্রু মন্তব্য করে গয়েশ্বর বলেন, বাংলাদেশে মুসলমান নয়, হিন্দুরাই হিন্দুদের শত্রু, হিন্দুরাই হিন্দুদের ক্ষতি করে। এক ভাই (ভারত) যায়, তিন ভাইয়ের জায়গা লিখে দিয়ে (বিক্রি করে) যায়। অনেক পুরোনো জমিদার বাড়িতে মন্দির আছে, কিন্তু মন্দির দেবোত্তর না। তাই যেখানে যত মন্দির আছে, সব মন্দির দেবোত্তর করা এবং সীমানা চিহ্নিত করা দরকার।

বাংলাদেশে ক্ষমতা বদলের এক

৯ পৃষ্ঠার পর

আন্তর্জাতিক অপরাধ ট্রাইবুনাল।

ঘটনাচক্রে, ক্ষমতার পালাবদলের ঠিক দু'দিন আগে গত রবিবার হাসিনার বিরুদ্ধে জুলাই অভ্যুত্থানের সময় সংগঠিত মানবতা-বিরোধী অপরাধ মামলায় প্রথম সাক্ষ্যগ্রহণ হয়েছে। হাসিনাকে ফেরত চেয়ে গত ডিসেম্বরে ভারতকে চিঠি পাঠিয়েছিল বাংলাদেশ। কিন্তু বাংলাদেশের বিষয়ে নয়াদিল্লি 'ইতিবাচক উত্তর' দেয়নি বলে সোমবার জানিয়েছেন মুহাম্মদ ইউনূসের নেতৃত্বাধীন অন্তর্বর্তী সরকারের বিদেশ উপদেষ্টা মহম্মদ তৌহিদ হোসেন।

ঘটনাচক্রে, ক্ষমতার পালাবদলের ঠিক দু'দিন আগে গত রবিবার হাসিনার বিরুদ্ধে জুলাই অভ্যুত্থানের সময় সংগঠিত মানবতা-বিরোধী অপরাধ মামলায় প্রথম সাক্ষ্যগ্রহণ হয়েছে। হাসিনাকে ফেরত চেয়ে গত ডিসেম্বরে ভারতকে চিঠি পাঠিয়েছিল বাংলাদেশ। কিন্তু বাংলাদেশের বিষয়ে নয়াদিল্লি 'ইতিবাচক উত্তর' দেয়নি বলে সোমবার জানিয়েছেন মুহাম্মদ ইউনূসের নেতৃত্বাধীন অন্তর্বর্তী সরকারের বিদেশ উপদেষ্টা মহম্মদ তৌহিদ হোসেন।

ইউনূসের উত্থান

ঘটনাচক্রে, হাসিনার প্রধানমন্ত্রিত্বের প্রথম মেয়াদে (১৯৯৬-২০০১) ইউনূস প্রথম গ্রামীণ ফোনের লাইসেন্স পেয়েছিলেন। নামমাত্র ফি দিয়ে। কারণ, সরকারকে তিনি বলেছিলেন, ওই ফোন গ্রামের মহিলাদের জন্য, গ্রামের মহিলাদের ক্ষমতায়নের জন্য। কিন্তু কয়েক বছর পর থেকেই হাসিনার সঙ্গে ক্রমশ তাঁর সম্পর্কের অবনতি হতে শুরু করে। তার কারণ হিসেবে অনেকে আমেরিকার সঙ্গে ইউনূসের 'ঘনিষ্ঠতা'র কথা বলেন। পরবর্তী সময়ে ইউনূসের প্রতিষ্ঠা করা বাংলাদেশে গ্রামীণ ব্যাঙ্কের 'পরিচালনায় অনিয়ম' নিয়ে সক্রিয় হয় হাসিনার সরকার। গ্রামীণ ব্যাঙ্ক নিয়ে ইউনূসকে শো কজ করা হয়। গ্রামীণ ব্যাঙ্ক বাংলাদেশ সরকারের খাতায় নথিভুক্ত। অর্থাৎ, বাংলাদেশ সরকার ব্যাঙ্কে তাদের মনোনীত চেয়ারম্যান বসানোর ক্ষমতা রাখে। কিন্তু ইউনূস ব্যাঙ্কের এগ্জিকিউটিভ পদ থেকে সরতে চাননি। সেই কারণে সরকার তাঁকে শো কজ করেছিল।

কিন্তু হাসিনার চাপ এড়াতে ইউনূস গ্রামীণ ব্যাঙ্কের বার্ষিক সাধারণ সভা (এজিএম) ডেকেছিলেন সে সময়। ব্যাঙ্কের গ্রহীতাদের দিয়ে প্রস্তাব পাশ করিয়ে শীর্ষপদে থেকে যান। ২০২৪ সালের জুলাই আন্দোলনের সময় ইউনূস বিদেশে ছিলেন। কিন্তু বৈষম্যবিরোধী ছাত্র আন্দোলনের নেতাদের তাঁর নিয়মিত যোগাযোগ ছিল বলে বাংলাদেশের কয়েকটি সংবাদমাধ্যমের দাবি। আর সেই 'যোগাযোগ'ই তাঁকে হাসিনার পতনের তিন দিনের মাথায় গঠিত অন্তর্বর্তী সরকারের শীর্ষপদে পৌঁছে দেয়। যদিও ইউনূস বিরোধীদের অভিযোগ নোবেল শান্তি পুরস্কারজয়ী ব্যবসায়ী দীর্ঘ দিন ধরেই রাজনীতিতে সক্রিয় হওয়ার চেষ্টা চালিয়ে গিয়েছেন। এমনকি, ২০০৭ সালে সেনাবাহিনীর মদতপুষ্ট তদারকি সরকারের জমানায় রাজনৈতিক দল গঠনের চেষ্টাও শুরু করেছিলেন তিনি। সে সময় আওয়ামী লীগ এবং বিএনপি দু'দলই প্রকাশ্যে ইউনূসের বিরোধিতা করেছিল। এখনও আনুষ্ঠানিক ভাবে কোনও রাজনৈতিক দলে যোগ দেননি ইউনূস। যদিও সে দেশের মুক্তিযুদ্ধ বিরোধী শক্তি বাংলাদেশে জামায়াতে ইসলামি ('জামাত' নামে যা পরিচিত) এবং জুলাই আন্দোলনে অংশ নেওয়া ছাত্রনেতাদের একাংশের গঠিত জাতীয় নাগরিক পার্টি (এনসিপি)-র সঙ্গে তাঁর ঘনিষ্ঠতা সুবিদিত।

'মাইনাস টু' এবং নতুন সমীকরণ

শুধু নিষিদ্ধ ঘোষিত আওয়ামী লীগ নয়। অন্তর্বর্তী সরকারের জমানায় বাংলাদেশের আর এক প্রাক্তন শাসকদল বিএনপির কর্মী-সমর্থকদের রোষের আঁচও মিলেছে ইতিমধ্যে। প্রাক্তন প্রধানমন্ত্রী খালেদা জিয়ার দল অভিযোগ তুলেছে, নির্বাচনী সংস্কার-সহ নানা অজুহাত দিয়ে জাতীয় সংসদের নির্বাচন পিছিয়ে দেওয়ার চেষ্টা চালাচ্ছে ইউনূসের সরকার এবং তাদের ঘনিষ্ঠ জামায়াত আর এনসিপি। ঘটনাচক্রে, এনসিপি নেতৃত্বের একাংশ ইতিমধ্যেই 'মাইনাস টু' (আওয়ামী লীগ এবং বিএনপি দুই দলকের ক্ষমতা থেকে দূরে রাখার 'রাজনৈতিক তত্ত্ব')-র কথা বলে বিতর্ক তৈরি করেছেন। হাসিনা সরকারকে ক্ষমতাচ্যুত করার ডাক দিয়ে গত বছরের ৩ অগস্ট শহীদ মিনারে সমাবেশ করেছিল বৈষম্যবিরোধী ছাত্র-জনতা নেতৃত্ব। এনসিপি-র এক মাসব্যাপী 'জুলাই পদযাত্রা' আজ শেষ হল কেন্দ্রীয় শহীদ মিনারে সমাবেশের মাধ্যমে। সেখানে দলের আহ্বায়ক নাহিদ ইসলাম বলেন, ''আমরা দায় ও দরদের রাজনীতির ঘোষণা করেছিলাম, সাম্য, মানবিক মর্যাদা ও সামাজিক সুবিচারের ঘোষণা করেছিলাম। বলেছিলাম এমন একটা রাজনৈতিক বন্দোবস্ত প্রতিষ্ঠা করব যেখানে স্বৈরতন্ত্র আর কখনওই ফিরে আসতে পারবে না।'' তাঁর সংযোজন, ''জুলাই পদযাত্রায় দেশের বিভিন্ন জায়গায় বলেছিলাম ফ্যাসিবাদী সরকারের পতন হয়েছে, কিন্তু ফ্যাসিবাদী বন্দোবস্তের বিলোপ ঘটাতে পারিনি।'' এরপর তিনি এনসিপি-র 'নতুন বাংলাদেশের ইশতেহার' শীর্ষক ২৪ দফা ইশতেহার ঘোষণা করেন। অন্য দিকে, ঢাকার শাহবাগে বিএনপি-র ছাত্র সংগঠনের সমাবেশ থেকে পৃথক ভাবে জুলাই আন্দোলনের শহিদদের স্মরণ করা হয়।

রুষ্ট খালেদার দলও

বাংলাদেশে দ্রুত নির্বাচিত সরকার বেছে নেওয়ার দাবি উঠতে শুরু করেছে গত কয়েক মাস ধরে। বিএনপি ধারাবাহিক ভাবে এই দাবি তুলে আসছে। দলের চেয়ারপার্সন খালেদা শারীরিক সমস্যার কারণে গত জানুয়ারি মাস থেকে ব্রিটেনে চিকিৎসাধীন ছিলেন। চিকিৎসাপর্বের শেষে মে মাসে বাংলাদেশে ফিরলেও এখনও রাজনীতিতে তাঁর তেমন সক্রিয়তা দেখা যায়নি। খালেদার অনুপস্থিতিতে তাঁর পুত্র তথা দলের কার্যনির্বাহী চেয়ারম্যান তারেক রহমান লন্ডন থেকে দেশে ফিরে দলের দায়িত্ব নিতে পারেন। কিন্তু এই আবহে গত সপ্তাহে বিএনপি জানিয়েছে খালেদা পরবর্তী নির্বাচনে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করবেন।

হাসিনার বিচার কোন পর্যায়ে?

গত বছর জুলাই অভ্যুত্থানের সময় সংগঠিত মানবতা-বিরোধী অপরাধের মামলায় হাসিনার বিরুদ্ধে প্রথম সাক্ষ্যগ্রহণ শুরু হয়েছে রবিবার। আন্তর্জাতিক অপরাধ ট্রাইব্যুনালের সেই সাক্ষ্যগ্রহণ পর্ব সরাসরি সম্প্রচার করা হয়েছিল। জবানবন্দিতে সাক্ষী খোকনচন্দ্র জানান, ২০২৪ সালের ৫ অগস্ট রাজধানীর যাত্রাবাড়ী এলাকায় পুলিশ তাঁর মাথা লক্ষ্য করে গুলি করে। গুলি তার চোখ, নাক ও মুখে লাগে। এ সময় তিনি মাস্ক খুলে মুখ দেখান। দেখা যায়, তার বাঁ চোখ, নাক ও মুখ পুরোটাই বিকৃত হয়ে গেছে। জবানবন্দিতে তিনি জানিয়েছেন, যাত্রাবাড়িতে তাঁরা যখন পৌঁছেছিলেন তখন পুলিশ তাঁদের উপরে গুলি চালিয়েছিল। সেই সময় সেনাবাহিনী এসে ফাঁকা গুলি করে এবং পুলিশকে থানায় চলে যেতে বলে। তাঁর কথায়, ''হঠাৎ শুনতে পাই- শেখ হাসিনা পদত্যাগ করেছেন। তখন সেখান থেকে সেনাবাহিনীও চলে যায়। সেনাবাহিনী চলে যাওয়ার পর থানা থেকে পুলিশ বেরিয়ে এসে 'পাখি মারার মতো' গুলি করতে থাকে। তখন যে যেখানে পেরেছেন আশ্রয় নিয়েছেন।'' আন্তর্জাতিক অপরাধ ট্রাইব্যুনালের চিফ প্রসিকিউটর মোহাম্মদ তাজুল ইসলাম বলেছেন, ''শেখ হাসিনার বিরুদ্ধে জুলাই আন্দোলন দমনে অপরাধের প্রমাণ এতটাই স্পষ্ট ও শক্তিশালী যে, বিচারে বিন্দুমাত্র সন্দেহের অবকাশ থাকবে না।''

ক্ষোভ বাড়ছে জনতার

অন্তর্বর্তী সরকার দায়িত্ব গ্রহণের এক পরেও সঙ্কটজনক পরিস্থিতি থেকে দেশকে উদ্ধার করতে পারেনি বলে অভিযোগ উঠেছে বাংলাদেশের নাগরিক সমাজে। এখনও আইনশৃঙ্খলার অবনতির মোকাবিলা করে জননিরাপত্তা নিশ্চিত করা যায়নি। মূল্যবৃদ্ধি নিয়ন্ত্রণেও সরকার সফল হতে পারেনি। রাজনৈতিক দলগুলি দ্রুত নির্বাচন আয়োজনের জন্য চাপ দিচ্ছে। যদিও সরকার বলছে, তারা একটি অর্থবহ গণতান্ত্রিক উত্তরণ নিশ্চিত করতে রাজনৈতিক, প্রশাসনিক, সাংবিধানিক, অর্থনৈতিক ও প্রাতিষ্ঠানিক ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ সংস্কারের পক্ষে। যদিও সংস্কারের পক্ষে সরকারের কোনও পদক্ষেপ এখনও দেখা যায়নি।

সাংবাদিকদের ওপর সহিংসতা

৯ পৃষ্ঠার পর

ঘটনায় দেশের বিভিন্ন মহলে ক্ষোভের সঞ্চার হয়েছে। দেশের বিভিন্ন স্থানে গতকাল প্রতিবাদ সমাবেশ হয়েছে।

এক বছরে দেশে ৪৯৬ সাংবাদিক হয়রানির শিকার : ট্রান্সপারেন্সি ইন্টারন্যাশনাল বাংলাদেশ-টিআইবির প্রতিবেদনে বলা হয়েছে, ২০২৪ সালের আগস্ট থেকে গত জুলাইয়ের মধ্যে দেশে ৪৯৬ জন সাংবাদিক হয়রানির শিকার হয়েছেন।

গত ৪ আগস্ট ধানমণ্ডিতে টিআইবি কার্যালয়ে সংবাদ সম্মেলনে 'কর্তৃত্ববাদী সরকার পতন-পরবর্তী এক বছর : প্রত্যাশা ও প্রাপ্তি' শীর্ষক প্রতিবেদনে এ তথ্য প্রকাশ করা হয়। অন্যদিকে বিভিন্ন বেসরকারি সংস্থার প্রতিবেদন থেকে জানা গেছে, সাত মাসে পেশাগত দায়িত্ব পালনকালে বাধা ও হামলায় আহত হয়েছেন ২৭৪ জন সাংবাদিক।

টিআইবির প্রতিবেদনে বলা হয়েছে, তিনজন সাংবাদিক দায়িত্ব পালনকালে হামলায় নিহত হয়েছেন। তবে, এ প্রতিবেদন প্রকাশের পর গত বৃহস্পতিবার রাতে গাজীপুরে সাংবাদিক আসাদুজ্জামান তুহিনকে গলা কেটে হত্যার ঘটনা ঘটেছে।

তাতে নিহতের সংখ্যা বেড়ে চার জন হয়েছে। টিআইবি বলেছে, অন্তর্বর্তী সরকারের আমলেও সংবাদমাধ্যমের স্বাধীনতা নিশ্চিত হয়নি।

সাত মাসে দেশে ২৭৪টি হামলা : বিভিন্ন সংস্থার তথ্য বলছে, চলতি বছরের জানুয়ারি থেকে জুলাই পর্যন্ত সাত মাসে দেশে ২৭৪টি হামলার ঘটনায় ১২৬ জন সাংবাদিক নির্যাতনের শিকার হয়ে আহত হয়েছেন। এ ছাড়া গত বছরের ৯ আগস্ট থেকে ডিসেম্বর পর্যন্ত ১৬৫টি ঘটনায় ৯৫ জন সাংবাদিক হামলায় আহত হন। এর বাইরে গত মার্চে রাজধানীতে সংবাদ সংগ্রহ করতে গিয়ে দলবদ্ধ ধর্ষণের শিকার হয়েছেন এক নারী সাংবাদিক। মানবাধিকার সংস্থা হিউম্যান রাইটস সাপোর্ট সোসাইটি (এইচআরএসএস) ও অধিকারের প্রতিবেদনে এমন তথ্য উঠে এসেছে।

গত বৃহস্পতিবার রাত সাড়ে ৮টার দিকে গাজীপুরের চান্দনা চৌরাস্তা এলাকায় সন্ত্রাসীদের হাতে নির্মমভাবে খুন হন সাংবাদিক আসাদুজ্জামান তুহিন। তিনি দৈনিক প্রতিদিনের কাগজের গাজীপুরের স্টাফ রিপোর্টার ছিলেন। হত্যাকাণ্ডের আগে তিনি চাঁদাবাজ সন্ত্রাসীদের নিয়ে ফেসবুকে লাইভ প্রতিবেদন করেন। তাঁর বাড়ি ময়মনসিংহের ফুলবাড়িয়া উপজেলার ভাটিপাড়া গ্রামে। ছেলের এমন মৃত্যুতে বৃদ্ধ বাবা মো. জামাল বলেন, 'কী অপরাধ ছিল আমার ছেলের? তোমরা আমার ছেলেকে এনে দাও।' ৮০ বছর বয়সী এই বৃদ্ধ বাবা এখন ঠিকমতো চলাফেরা করতে পারেন না। ছেলের মৃত্যুর সংবাদ শোনার পর থেকে বারবার মূর্ছা যাচ্ছেন তিনি।

তুহিন হত্যাকাণ্ডের আগের দিন গত বুধবার গাজীপুর মহানগরীর সদর মেট্রো থানার কাছে প্রকাশ্যে টেনেহিঁচড়ে সাংবাদিক আনোয়ার হোসেনকে পিটিয়ে ও ইট দিয়ে আঘাত করে গুরুতর জখম করে সন্ত্রাসীরা। ওই সময় এই সাংবাদিক বাঁচার জন্য আকুতি জানালেও দুর্বৃত্তদের মন গলেনি।

এইচআরএসএসের প্রতিবেদনের তথ্য বলছে, গত জানুয়ারি থেকে জুন পর্যন্ত লাঞ্ছনার শিকার হয়েছেন ২০ জন, হুমকির সম্মুখীন হয়েছেন ৩৪ জন ও গ্রেপ্তার হয়েছেন ১০ জন সাংবাদিক। একই সময় ২২টি মামলায় ৯২ জন সাংবাদিককে অভিযুক্ত করা হয়েছে। একই সময় সাইবার নিরাপত্তা আইন ২০২৩-এর অধীনে দায়ের করা অন্তত ১৬টি মামলায় গ্রেপ্তার হয়েছেন ১২ জন এবং অভিযুক্ত করা হয়েছে ২৩ জনকে।

এ ছাড়া সংস্থাটির প্রতিবেদনে বলা হয়েছে, চলতি বছরের জুলাইয়ে অন্তত ১৭টি হামলার ঘটনায় কমপক্ষে ২৭ জন সাংবাদিক নির্যাতন ও হয়রানির শিকার হয়েছেন। আহত হয়েছেন অন্ততপক্ষে ১৫ জন, হুমকির সম্মুখীন হয়েছেন পাঁচজন এবং লাঞ্ছিত হয়েছেন পাঁচজন। এ ছাড়া দুই মামলায় দুজন সাংবাদিককে অভিযুক্ত করা হয়েছে।

মানবাধিকার সংস্থা অধিকারের প্রতিবেদনে বলা হয়েছে, ২০২৪ সালের ৯ আগস্ট থেকে গত জুন পর্যন্ত ১৬৫ জন সাংবাদিক হামলা ও নাজেহালের শিকার হয়েছেন। এর মধ্যে আহত হয়েছেন ৯৫ জন, লাঞ্ছিত হয়েছেন ৩২ জন, আক্রমণ করা হয়েছে পাঁচজনকে, হুমকি দেওয়া হয়েছে ২২ জনকে এবং মামলার আসামি করা হয়েছে ১১ জনকে।

মানবাধিকার সংগঠন আইন ও সালিশ কেন্দ্র-আসকের প্রতিবেদন অনুযায়ী, গত জানুয়ারি থেকে জুন পর্যন্ত দেশে সাংবাদিকদের ওপর নির্যাতন, নিপীড়ন, মামলা ও হামলার ঘটনা ঘটেছে ১৯৬টি। এর মধ্যে পাবনা সদর উপজেলার চরতারাপুর ইউনিয়নের দৈনিক যায়যায়দিন পত্রিকার সুজানগর প্রতিনিধি সাংবাদিক মনিরুজ্জামান হামলার শিকার হন। গত বছরের অক্টোবরে সন্ত্রাসীদের বিরুদ্ধে সংবাদ প্রকাশের জেরে হামলার শিকার হন দৈনিক কালবেলার রূপগঞ্জ প্রতিনিধি জাহাঙ্গীর মাহমুদ। তাঁকে হত্যার উদ্দেশ্যে ইট দিয়ে মাথা থেঁতলে দেওয়া হয়।

আরো যাঁরা হত্যার শিকার : পুলিশ ও স্বজনদের তথ্য অনুযায়ী, গত বছরের ১০ অক্টোবর দীপ্ত টিভির সম্প্রচার কর্মকর্তা তানজিল জাহান তামিমকে বাসায় ঢুকে পিটিয়ে হত্যা করে দুর্বৃত্তরা। ১২ অক্টোবর ময়মনসিংহ সদর উপজেলায় বাড়ির সামনে তারাকান্দা প্রেস ক্লাবের সহসভাপতি স্বপন কুমার ভদ্রকে কুপিয়ে হত্যা করা হয়। গত ২৭ আগস্ট রাতে হাতিরঝিল থেকে পুলিশ ও স্থানীয়রা উদ্ধার করে সাংবাদিক রাহনুমা সারাহর লাশ।

তথ্যানুসন্ধানে জানা গেছে, বিভিন্ন রাজনৈতিক দলের নেতা, পৌর মেয়র, ইটভাটার মালিক, অজ্ঞাত মোবাইল থেকে ফোন করে প্রাণনাশের হুমকি দেওয়া হয়েছে সাংবাদিকদের। এ ছাড়া ইউপি ও উপজেলা চেয়ারম্যান, বিশ্ববিদ্যালয় ও কলেজ শিক্ষার্থী এবং ওয়ার্ড কাউন্সিলরদের কাছ থেকে সাংবাদিকরা হুমকি পাচ্ছেন। পেশাগত দায়িত্ব পালন করতে গিয়ে দীর্ঘদিন ধরে সন্ত্রাসীদের নির্যাতন, অপহরণ ও বোমা হামলার শিকার হয়েছেন সাংবাদিকরা। আইন-শৃঙ্খলা রক্ষা বাহিনীর কিছু সদস্যের মাধ্যমেও নির্যাতন ও হুমকির শিকার হচ্ছেন তাঁরা।

ঘুষের সংবাদ প্রকাশ করায় সাংবাদিককে পিবিআইয়ের তলব : বাংলা ট্রিবিউনের রূপগঞ্জ প্রতিনিধি লিখন রাজকে ঘুষসংক্রান্ত অনুসন্ধানী প্রতিবেদন প্রকাশের প্রেক্ষিতে জিজ্ঞাসাবাদের জন্য তলব করেছে নারায়ণগঞ্জ পুলিশ ব্যুরো অব ইনভেস্টিগেশন (পিবিআই)।

বাকি অংশ ৩৯ পৃষ্ঠায়

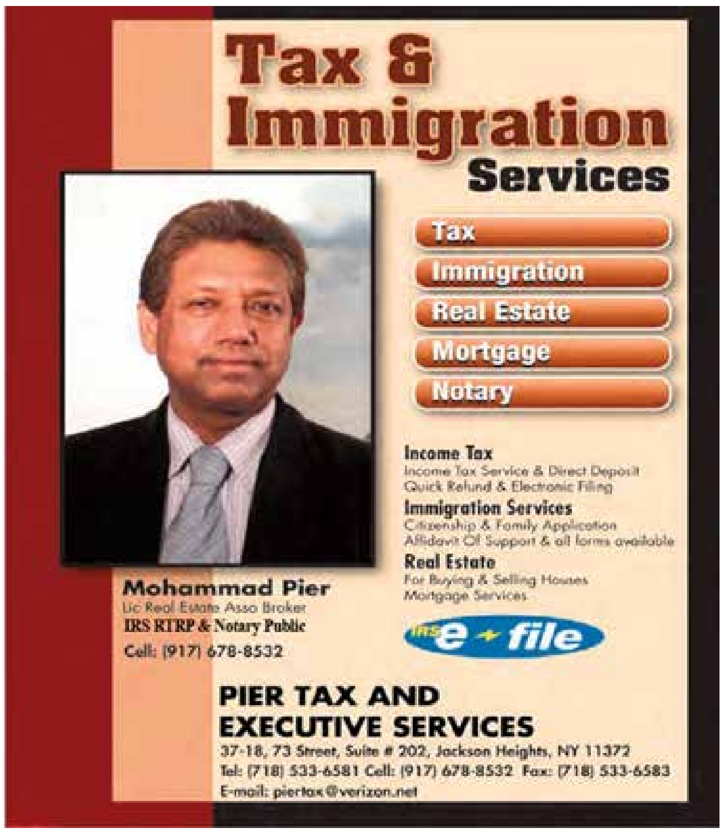

আবারো টানাপড়েনের পথে ভারত

৭ পৃষ্ঠার পর

অবস্থান ছিল প্রায় অপ্রাসঙ্গিক। মাত্র দশমিক ২ শতাংশ। কিন্তু যুদ্ধের পর এ সংখ্যা বেড়ে দাঁড়িয়েছে ৪৫ শতাংশে, যা দৈনিক প্রায় ২০ লাখ ব্যারেল। এতে রাশিয়া গত বছর ভারত থেকে প্রায় ৪১ বিলিয়ন পাউন্ড আয় করেছে বলে জানায় গ্লোবাল ট্রেড রিসার্চ ইনিশিয়েটিভ।

কিন্তু ভারত তো রুশ তেলের সবচেয়ে বড় ক্রেতা নয়। রাশিয়ার সবচেয়ে বড় তেল ক্রেতা চীন। রুশ তেলের ৪৭ শতাংশ রফতানিই যায় সেখানে, ভারতের অবস্থান দ্বিতীয়। তৃতীয় অবস্থানে তুরস্ক। কিন্তু ট্রাম্প প্রশাসনের কঠোর পদক্ষেপের লক্ষ্য শুধুই ভারত কেন। বিশ্লেষকরা মনে করছেন, ট্রাম্পের এ বাছাইকৃত কৌশল কেবল অর্থনৈতিক নয়, রাজনৈতিক হিসাব-নিকাশও এর পেছনে রয়েছে। চীনের সঙ্গে যুক্তরাষ্ট্রের সম্পর্ক কিছুটা স্থিতিশীল। প্রেসিডেন্ট শি জিনপিংয়ের সঙ্গে বছরের শেষ নাগাদ একটি সফল বৈঠকের আশা করছেন ট্রাম্প। ফলে চীনের ওপর চাপ না দেয়ার পথেই হাঁটছেন তিনি। তুরস্কের ক্ষেত্রেও একই মনোভাব। বিপরীতে ওয়াশিংটনের চোখে ভারত এখন 'অতি নিরপেক্ষ' অবস্থান নেয়ার কারণে অগ্রাধিকার তালিকা থেকে কিছুটা পিছিয়ে পড়েছে।

ট্রাম্প প্রশাসনের নতুন এ পদক্ষেপ ভারত-যুক্তরাষ্ট্র সম্পর্ককে আরো দুর্বল করে দিতে পারে বলে আশঙ্কা করা হচ্ছে। মাত্র কয়েক বছর আগেও ভারতকে ঘিরে কূটনৈতিক উচ্ছ্বাস ছিল চোখে পড়ার মতো। কোয়াডের সক্রিয় সদস্য, ইন্দো-প্যাসিফিক কৌশলের মূল স্তম্ভ এবং 'গ্লোবাল সাউথ'-এর কণ্ঠস্বর হিসেবে ভারতের অবস্থান ছিল অনেকটা ভারসাম্যের কেন্দ্রে। যুক্তরাষ্ট্রের কাছ থেকে গুরুত্ব পাওয়ার পাশাপাশি রাশিয়ার সঙ্গে সুদীর্ঘকালের বন্ধুত্বের বিরল সুবিধা উপভোগ করছিল নয়াদিল্লি। একই সঙ্গে ইউরোপের সঙ্গে প্রযুক্তি ও প্রতিরক্ষা সহযোগিতা মিলিয়ে ভারত এক 'ভূরাজনৈতিক সুইট স্পট'-এ পৌঁছেছিল। কিন্তু এখন পরিস্থিতি বদলে গেছে। ট্রাম্পের পাশাপাশি ইইউও ভারতের ওপর ক্ষুব্ধ রুশ তেল কেনার কারণে।

এমনিতেই যুক্তরাষ্ট্র ও ভারতের সম্পর্কের ইতিহাস জটিল, দ্বিধান্বিত ঘনিষ্ঠতার কথাই বলে। সত্তরের দশকে শীতল যুদ্ধের সময়ে সোভিয়েত-ভারতের ঘনিষ্ঠতার বিপরীতে আমেরিকার ছিল পাকিস্তানঘেঁষা কৌশল, যা পারস্পরিক অবিশ্বাস তৈরি করেছিল দীর্ঘদিন। পরবর্তী দশকে গণতান্ত্রিক রাষ্ট্র দুটি একে অপরের কাছাকাছি এসেছে। একবিংশ শতাব্দীতে এসে ভারত এখন যুক্তরাষ্ট্রভিত্তিক বহুজাতিক কোম্পানিগুলোর বিশাল বাজার। অ্যাপল, অ্যামাজন, বোয়িং থেকে শুরু করে টেসলা পর্যন্তড়সবাই ভারতের ডিজিটাল ও প্রযুক্তিনির্ভর মধ্যবিত্ত শ্রেণীকে ভবিষ্যতের গ্রাহক হিসেবে দেখছে। 'মেক ইন ইন্ডিয়া' বা পিএলআই স্কিমের মতো প্রকল্পগুলোয় মার্কিন বিনিয়োগ প্রবাহ বাড়ছে। ২০২৪-২৫ অর্থবছরে ভারত-যুক্তরাষ্ট্রের বাণিজ্য দাঁড়িয়েছে ১৩১ দশমিক ৮ বিলিয়ন ডলারে। প্রায় দুই হাজার মার্কিন কোম্পানি ভারতে কাজ করছে। ভারতীয় কোম্পানিগুলো যুক্তরাষ্ট্রে ৪০ বিলিয়ন ডলার বিনিয়োগ করেছে, যা প্রায় সাড়ে চার লাখ চাকরি সৃষ্টি করেছে। যুক্তরাষ্ট্রভিত্তিক বহুজাতিক বিনিয়োগ ব্যাংক ও আর্থিক সেবা প্রদানকারী প্রতিষ্ঠান মর্গান স্ট্যানলি এক সময় ভারতকে 'ফ্রাজাইল ফাইভ' তালিকায় রাখলেও আজ তা রূপ নিয়েছে 'ফ্যাবুলাস ফাইভ'-এ। যুক্তরাষ্ট্রে প্রায় ৪৫ লাখ ভারতীয় অভিবাসী উভয় দেশকে একটি মূল্যবোধভিত্তিক বন্ধনে রেখেছে। কেবল অর্থনীতি নয়, ভারত এশিয়ায় চীনের পাল্টা একটি গণতান্ত্রিক কৌশলগত ভারসাম্যও।

তবে সাম্প্রতিক পরিস্থিতিতে যুক্তরাষ্ট্র-ভারত সম্পর্ক আবার বদলে যাচ্ছে বলে মনে করেন বিশিষ্ট ভারতীয় রাজনীতিক, কূটনীতিক, লেখক ও বুদ্ধিজীবী শশী থ ারুর। প্রজেক্ট সিন্ডিকেটে এক প্রবন্ধে তিনি লিখেছেন, ভারত হয়তো নীতিগত পরিবর্তনের পথে হাঁটবে। ট্রাম্প-মোদি 'বন্ধুত্ব' যেভাবে ভেঙে যাচ্ছে, তা ভারতকে যুক্তরাষ্ট্রের সঙ্গে একটি 'আদর্শভিত্তিক' নয়, বরং 'স্বার্থভিত্তিক' সম্পর্কের দিকে ঠেলে দিচ্ছে। বিশেষ কোনো চুক্তির বাধ্যবাধকতা না থাকায় ভারত যেমন জাপান বা দক্ষিণ কোরিয়ার মতো যুক্তরাষ্ট্রনির্ভর নয়, তেমনি চীনের সঙ্গেও সম্পর্কের নতুন পথ খুঁজছে। এ বছরের জুলাইয়ে পররাষ্ট্রমন্ত্রী জয়শঙ্করের বেইজিং সফরই তার প্রমাণ।

বিশ্ব রাজনীতিতে ভূরাজনীতিক শক্তির হিসাব যখন রীতিমতো পাল্টে যাচ্ছে, তখন এ শুল্কনীতি ভারতকে শুধু কূটনৈতিক চাপে ফেলবে না, বরং বৈশ্বিক ভারসাম্যেরও অংশ হয়ে উঠবেড়এমনটাই ধারণা বিশ্লেষকদের।

মার্কিন শুল্কারোপ:

৭ পৃষ্ঠার পর

শতাংশ শুল্ক চাপিয়েছে। এরপর গতকাল বুধবার মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প রাশিয়ার তেল কেনায় ভারতের ওপর আরো ২৫ শতাংশ শুল্ক আরোপ করেছে। এর ফলে যুক্তরাষ্ট্রে ভারতীয় পণ্যের ওপর মোট শুল্ক দাঁড়িয়েছে ৫০ শতাংশে।

ট্রাম্পের নতুন নির্বাহী আদেশে বলা হয়েছে, এই আদেশ জারির একুশ দিন পর থেকে এটি কার্যকর হবে।

যুক্তরাষ্ট্রের এই সিদ্ধান্তকে "অন্যায়, অযৌক্তিক ও অগ্রহণযোগ্য" বলে আখ্যা দিয়েছে ভারতের পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়।

তারা জানিয়েছে, ভারতের জ্বালানি আমদানি একান্তভাবে বাজার বাস্তবতা ও ১৪০ কোটি মানুষের জ্বালানি নিরাপত্তা বিবেচনায় করা হয়। সেই বাস্তবতা অগ্রাহ্য করে একতরফা শুল্ক আরোপ করায় ভারতের গভীর হতাশা প্রকাশ করে মন্ত্রণালয় বলেছে, "জাতীয় স্বার্থ রক্ষায় প্রয়োজনীয় সব পদক্ষেপ নেবে ভারত।"

বিশ্বজুড়ে ট্রাম্পের নতুন শুল্ক কার্যকর, বাড়ছে উত্তেজনা

৭ পৃষ্ঠার পর

নতুন করে উত্তেজনা ছড়িয়েছে। প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প ঘোষিত নতুন শুল্ক (ট্যারিফ) কার্যকর হয়েছে আজ মধ্যরাতে। বিশ্বজুড়ে বিভিন্ন দেশের ওপর আরোপিত এই শুল্কের ফলে বৈশ্বিক বাণিজ্যে নতুন করে উত্তেজনা ছড়িয়েছে। বিশ্বজুড়ে ব্যবসা প্রতিষ্ঠানগুলো এই শুল্ক নীতিকে কেন্দ্র করে মিশ্র প্রতিক্রিয়া জানাচ্ছে। অনেকেই উদ্বেগ প্রকাশ করলেও, কেউ কেউ মার্কিন বাজারে বিনিয়োগ বাড়ানোর সিদ্ধান্ত নিচ্ছে, যেমন অ্যাপলের নতুন ১০০ বিলিয়ন ডলারের বিনিয়োগ পরিকল্পনা। সূত্র: বিবিসি

গৃহহীনদের সুরক্ষা মন্ত্রী রুশনারা আলী নিজেই

৫ পৃষ্ঠার পর

নভেম্বরে তাদের চার মাসের নোটিশ দিয়ে উচ্ছেদ করা হয়। পরে ওই বাড়ি পুনরায় ৪ হাজার পাউন্ড ভাড়ায় বাজারে তোলা হয়। গৃহহীনদের সুরক্ষা ও ভাড়াটে অধিকার রক্ষার দায়িত্বে থাকা একজন মন্ত্রীর পক্ষ থেকে এমন পদক্ষেপে জনমনে তীব্র বিরূপ প্রতিক্রিয়া তৈরি হয়।

পদত্যাগপত্রে রুশনারা আলী লেখেন, “সরকারের উচ্চাকাঙ্ক্ষী কাজের পথে আমার অবস্থান যেন বিভ্রান্তির কারণ না হয়, সে জন্য আমি দায়িত্ব থেকে সরে দাঁড়াচ্ছি।” অথচ সাম্প্রতিক সময়ে তিনি বেসরকারি বাড়িওয়ালাদের ভাড়াটে শোষণের বিরুদ্ধে সোচ্চার ছিলেন এবং অযৌক্তিক ভাড়া বৃদ্ধির বিরুদ্ধে লড়াইয়ের অঙ্গীকার করেছিলেন। ভাড়াটেদের একজন লরা জ্যাকসন স্থানীয় গণমাধ্যমে বলেন, “এটা একপ্রকার চরম শোষণ। এত ভাড়া আদায় করার চেষ্টা রীতিমতো হাস্যকর।” তবে রুশনারা দাবি করেছেন, ভাড়াটেরা চুক্তির পূর্ণ মেয়াদ বসবাস করেছেন এবং চাইলে থাকতে পারতেন, কিন্তু তারা নিজেরাই চলে যান।

ভাড়াটে অধিকার সংগঠন অ্যাকর্ন ও রেন্টার্স রিফর্ম কোয়ালিশন তার পদত্যাগ দাবি করে। অ্যাকর্নের কর্মকর্তা অ্যানি কুলাম বলেন, “তার কর্মকাণ্ড রেন্টার্স রাইটস বিলের উদ্দেশ্যের পরিপূর্ণ বিরোধী।” চলতি বছরের জানুয়ারিতে রুশনারা নিজেই ওই বিলের পক্ষে ভোট দিয়েছিলেন, যেখানে বলা হয়ড়কোনো মালিক ভাড়াটেকে উচ্ছেদ করার পর ছয় মাসের মধ্যে সেই বাড়ি বেশি দামে ভাড়া দিতে পারবেন না।

বিরোধী কনজারভেটিভ পার্টির শ্যাডো হাউজিং সেক্রেটারি জেমস ক্লেভারলি এ ঘটনাকে “চরম ভণ্ডামির উদাহরণ” আখ্যা দেন। গ্রিন পার্টিও সমালোচনা করে জানায়, এ ঘটনা প্রমাণ করেছে ভাড়া নিয়ন্ত্রণ ও দোষ ছাড়া উচ্ছেদ নিষিদ্ধ করার মতো কঠোর আইন প্রণয়নের প্রয়োজন রয়েছে।

সিলেটে জন্ম নেওয়া রুশনারা আলী মাত্র সাত বছর বয়সে পরিবারসহ যুক্তরাজ্যে চলে আসেন। অক্সফোর্ড বিশ্ববিদ্যালয়ের সেন্ট জনস কলেজ থেকে দর্শন, রাজনীতি ও অর্থনীতিতে স্নাতক সম্পন্ন করেন তিনি।

মার্কিন অস্ত্র কেনার পরিকল্পনা স্থগিত করল ভারত

৫ পৃষ্ঠার পর

আরও ২৫ শতাংশ অতিরিক্ত রপ্তানি শুল্ক জারি করেন ট্রাম্প। এর ফলে, আগের ২৫ শতাংশসহ বর্তমানে মোট শুল্কের হার বেড়ে পৌঁছেছে ৫০ শতাংশে, যা ভারতের অর্থনীতির ওপর একটি বড় আঘাত।

শুধু তাই নয়, সম্প্রতি ভারতের সঙ্গে বাণিজ্য আলোচনাও নাকচ করে দিয়েছেন ট্রাম্প। বলেছেন, শুল্ক সংক্রান্ত বিরোধ মেটার আগ পর্যন্ত ভারতের সঙ্গে কোনো বাণিজ্য আলোচনা হবে না।

উল্লেখ্য, যুক্তরাষ্ট্রের কাছ থেকে সমরাস্ত্র না কিনলে অবশ্য ভারতের তেমন কোনো ক্ষতি নেই। কারণ ১৯৪৭ সালে স্বাধীনতা লাভের পর থেকে এখন পর্যন্ত ভারত তার অধিকাংশ সমরাস্ত্র কেনে রাশিয়ার কাছ থেকে। তাছাড়া গত বেশ কয়েক বছর ধরে অভ্যন্তরীণভাবেও সমরাস্ত্র উৎপাদন করছে ভারত।

নিউইয়র্ক সিটি ইলেকট্রিশিয়ান

NASRIN CONTRACTING
FULL LICENCED @ INSURED
• 718-223-3856

আমরা যে সব কাজে পারদর্শি
- যে কোন ইলেকট্রিক বায়োলেশন রিমুভ
- সার্ভিস আপগ্রেট এবং নতুন
- ট্রাবল স্যুটিং এবং শর্টসার্কিট
- নিউওয়েরিং এবং পুরাতন ওয়েরিং
- ইলেকট্রিক আপগ্রেট
- সবধরনের লাইট, হায়হেট, সুইস আউট লাইট, নতুন ও আপগ্রেট
- সকল প্রকার ইলেকট্রিক কাজ করি
- রেসিডেন্টশিয়াল এবং কমার্শিয়াল

বিঃদ্রঃ কাউকে কাজ দিয়ে সমস্যায় আছেন অ-সমাপ্ত কাজ নিয়ে? নিশ্চিন্তে ফোন করুন। আপনার কাজ খুবই দায়িত্ব সহকারে শেষ করে বুঝিয়ে দিবো Inspection নিয়ে সমস্যা কল করুন

Nasrin Contracting Corp
116 Avenue C, Suite # 3C
Brooklyn, NY 11218
nysarker@gmail.com
nasrincontracting10@gmail.com
Visit Us : www.nasrincontractingcorp.com

ARMAN CHOWDHURY, CPA

MBA I CMA I CFM

Quick refund with free e-file.
We're open every day.
WE'VE GOT YOU COVERED
Call today for an appointment.
Walk-ins Welcome.

AUTHORIZED e-file PROVIDER

সঠিক ও নির্ভুলভাবে
ইনকাম ট্যাক্স ফাইল করা হয়

- Individual Income Tax
- Business Income Tax
- Non-Profit Tax Return
- Accounting & Bookkeeping
- Retirement and Investment Planning
- Tax Resolution (Individual & Business)

F to 169 Street
87-54 168th Street, Suite 201, Jamaica, NY 11432
Phone: (718) 475-5686, Email: ArmanCPA@gmail.com
www.ArmanCPA.com

Sahara Homes

NOW IS THE TIME TO LIVE THE AMERICAN DREAM!

BUY IT, LIVE IT AND ENJOY IT !!!

Nayeem Tutul
Cell: 917-400-8461
Office: 718-805-0000
Fax: 718-850-3888

WOMEN'S MEDICAL OFFICE

(NEW LIFE MEDICAL SERVICES, P.C)

OBSTETRICS & GYNECOLOGICAL

ডাঃ রাবেয়া চৌধুরী

Rabeya Chowdhury, MD, FACOG
(Obsterics & Gynecology) *Board Certified*

Attending Physician (Obs & Gyn Dept.)
Flushing Hospital Medical Center
North Shore (LIJ) Forest Hill Hospital
Long Island Jewish (LIJ) Hospital

Gopika Nandini Are, M.D.
(Obsterics & Gynecology)
Attending Physician
Flushing Hospital Medical Center

বাংলাদেশী মহিলা ডাক্তার

Dr. Alda Andoni, M.D.
(Obsterics & Gynecology)
Attending Physician (OBS & GYN Dept.)
Flushing Hospital Medical Center

(F Train to 179th Street (South Side))

91-12, 175th St, Suite-1B
Jamaica, NY 11432

Tel: 718-206-2688, 718-412-0056
Fax: 718-206-2687
email: info@mynewlifemd.com, www.mynewlifemd.com

WALI KHAN, D.D.S

Family Dentistry

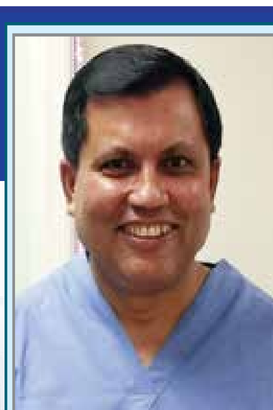

- স্বল্প মূল্যে চিকিৎসা ব্যবস্থা
- জীবাণুমুক্ত যন্ত্রপাতি
- সর্বাধুনিক প্রযুক্তির সমন্বয়ে চিকিৎসা
- অত্যাধুনিক পদ্ধতি ব্যবহারে Implant/Biaces
- সব ধরনের মেডিকেইড/ ইন্সুরেন্স ও ইউনিয়ন কার্ড গ্রহণ করা হয়

আপনাদের সেবায় আমাদের দুটি শাখা

জ্যাকসন হাইটস
37-33 77TH STREET,
JACKSON HEIGHTS NY 11372
TEL : 718-478-6100

ব্রঙ্কস ডেন্টাল কেয়ার
1288 WHITE PLAINS ROAD
BRONX NY 10472
TEL : 718-792-6991

Office Hours By Appointment

আমরা সব ধরনের ক্রেডিট কার্ড গ্রহণ করে থাকি

নিউ ইয়র্কে সাউথ এশিয়ান আমেরিকান রিয়েলটর অ্যাসোসিয়েশনের কার্যকরি কমিটির বর্ণাঢ্য অভিষেক

পরিচয় ডেস্ক : গত ১ আগস্ট শুক্রবার উডসাইডের গুলশান টেরেসে অত্যন্ত আনন্দঘন পরিবেশ ও জাঁকজমকপূর্ণ পরিবেশে ‘সাউথ এশিয়ান আমেরিকান রিয়েলটের অ্যাসোসিয়েশনের (সারা) কার্যকরি কমিটি কর্মকর্তাদের বর্ণাঢ্য অভিষেক অনুষ্ঠিত হয়েছে। অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে বক্তব্য রেখেছেন নিউইয়র্ক সিটির আসন্ন নির্বাচনেডেমোক্রেটিক পার্টির মেয়র প্রার্থী জোহরান মামদানি।

সন্ধ্যা ৭টায় অনুষ্ঠানের মূল পর্বে সভাপতিত্ব করেন সাউথ এশিয়ান আমেরিকান রিয়েলটের অ্যাসোসিয়েশনের কার্যকরি কমিটির সভাপতি সারোয়ার খান বাবু এবং সঞ্চালনায় ছিলেন আশরাফুল হাসান বুলবুল। অনুষ্ঠানের সূচনা হয় সংগঠনের সহকারী সাধারণ সম্পাদক মোহাম্মদ মারুফ মিয়ার পবিত্র কোরআন থেকে তেলাওয়াত ও সদস্য মুনমুন সাহার গীতা পাঠের মাধ্যমে। এরপর স্বাগত বক্তব্য রাখেন সভাপতি সারোয়ার খান বাবু এবং সাধারণ সম্পাদক মোহাম্মদ বেলাল হোসেন।

প্রধান অতিথি মেয়র প্রার্থী জোহরান মামদানি ‘সারা’র কার্যক্রমের ভূয়সী প্রশংসা করেন। মানুষের স্বপ্ন পূরণের জন্য রিয়েল এস্টেট ব্যবসায়ীদের ধন্যবাদ জানানোর পাশাপাশি তিনি বলেন, আপনারা শুধু স্বপ্ন পূরণ করছেন না, নিউইয়র্ক তথা আমেরিকার উন্নয়নেও ভূমিকা রাখছেন। তিনি তার বক্তব্যে সম্প্রতি নিহত বাংলাদেশি-আমেরিকান পুলিশ অফিসার মো. দিদারুল ইসলামের আত্মত্যাগ স্মরণ করে বলেন, এই ধরনের সাহসিকতা এবং কর্তব্যনিষ্ঠা একটি জাতির অহংকার। তার বক্তব্যের সময় উপস্থিত সকলে দাঁড়িয়ে এক মিনিট নীরবতা পালন করেন এবং গভীর শোক প্রকাশ করেন।

বিশেষ অতিথি হিসাবে বক্তব্য রাখেন এএম ল গ্রুপের সিইও অ্যাটর্নি উসমান মালিক, সংগঠনের চিফ অ্যাডভাইজর মেহের খানজাদা, অ্যাডভাইজার জসিম চৌধুরী, রিয়েল এস্টেট ব্রোকার রাও আলী, শান খান, ফারুকি ল’ ফার্মের সিইও অ্যাটর্নি উসমান এ. ফারুকি, কোল্ডওয়েল ব্যাংকার আমেরিকান হোমস-এর লাইসেন্সধারী রিয়েল এস্টেট অ্যাসোসিয়েট শেখ এস. আহমেদ, কনভেনর ও যুগ্ম সম্পাদক নুরুজ্জামান সরদার, উইমেন সেক্রেটারি আডান ইসলাম, মেম্বার সেক্রেটারি মির্জা মোহাম্মদ হোসেন প্রমূখ।

অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন রিয়েলটর ইয়োশিনোরি তাকিতা, ল্‌হাবারস -এর ডেভেলপমেন্ট ম্যানেজার ইভান স্মিথ, অ্যাসোসিয়েট ব্রোকার ড্যানিয়েলা ডিয়াজ, লোন অফিসার পিটার কারলিন, আইসিওআর মাল্টি সার্ভিসেস’র সিইও মোহাম্মদ এম. হোসেন,কেডব্লিউ ল্যান্ডমার্ক রিয়েলটির লাইসেন্সধারী সেলসপারসন মোহাম্মদ কে. আহমেদ, রিয়েলটর রিয়াদ হোসেন প্রমুখ।

অনুষ্ঠানে কার্যকরি কমিটির সদস্যদের পরিচয় করিয়ে দেওয়া হয়। তারা হলেন:সভাপতি: সারোয়ার খান বাবু,সাধারণ সম্পাদক: মোহাম্মদ বেলাল হোসেন,সহ-সভাপতি: আজিজুল হক মুন্না, মো. আবু চৌধুরী, মোহাম্মদ আহমেদ জসিম, মোহাম্মদ সাইফুল ইসলাম, আবুলফজল দিদারুল ইসলাম, মাসুদ সিরাজী, গোলাম হাসান,সহকারী সাধারণ সম্পাদক: মোহাম্মদ মারুফ মিয়া,যুগ্ম সম্পাদক: মোহাম্মদ সেলিম রেজা, মোহাম্মদ এম. পরমানিক,নুরুজ্জামান সরদার, ফেরদৌস কায়েস, এইচ. এম. ইকবাল,অর্গানাইজিং সম্পাদক: মির্জা মোহাম্মদ হোসেন, শফিকুল ইসলাম,ট্রেজারার: শামীম নাসের,অফিস ম্যানেজমেন্ট: জিনিয়া আক্তার,প্রকাশনা সম্পাদক: জারা আলম আফিদা,সোশ্যাল ওয়েলফেয়ার সম্পাদক: সাদমান জামান,নারী সম্পাদক: আডান ইসলাম,শিক্ষা সম্পাদক: ফারহানা চৌধুরী,সাংস্কৃতিক সম্পাদক: মোস্তফা কামাল মুখুল, সেলিম ইব্রাহিম,সাধারণ সদস্য: শামীম আহমেদ, জান্নাতুল মহিমা, নাজির সুলতানা, মোহাম্মদ হাশেম, মুনমুন সাহা, মোহাম্মদ আতাউর রহমান, আশরাফ আহমেদ। এসময় উপদেষ্টা পরিষদের সদস্যদেরও পরিচয় করিয়ে দেয়া হয়।

অনুষ্ঠানের শষ পর্বে ছিল নৈশভোজ ও মনোজ্ঞ সাংস্কৃতিক পরিবেশনা। ইভেন্ট কমিটির সদস্য সচিব মির্জা মোহাম্মদ হোসাইনের পরিচালনায় সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানে সংগীত পরিবেশন করেন প্রবাসের জনপ্রিয় শিল্পী নাজু আকন্দসহ অন্য শিল্পীরা।

‘সাউথ এশিয়ান আমেরিকান রিয়েলটের অ্যাসোসিয়েশনের (সারা)সভাপতি সরোয়ার খান বাবু অনুষ্ঠান সফল এবং সার্থক করার জন্য যারা সহযোগিতা করেছেন, তাদের প্রতি কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করেন এবং এই সংগঠনের উন্নয়নে কাজ করার প্রতিশ্রুতি ব্যক্ত করেন।সাধারণ সম্পাদক মোহাম্মদ বেলাল হোসাইন সারা’র সদস্যসহ সবাইকে ধন্যবাদ জানান সহযোগিতার জন্য। সবশেষে সভাপতি সারোয়ার খান বাবু ও সাধারণ সম্পাদক মোহাম্মদ বেলাল হোসেন উপস্থিত সবাইকে ধন্যবাদ ও কৃতজ্ঞতা জানিয়ে অনুষ্ঠানের সমাপ্তি ঘোষণা করেন।

নিউ ইয়র্কে আমেরিকান রাজনীতির মঞ্চে বাংলাদেশি

৫৪ পৃষ্ঠার পর

বাংলাদেশি বংশোদ্ভূতদের অংশগ্রহণ দিন দিন চোখে পড়ার মতোভাবে বাড়ছে। এই প্রেক্ষাপটে উঠে এসেছেন এক নতুন নাম মেরি জোবাইদা। বাংলাদেশি বংশোদ্ভূত এই নারী এখন নিউ ইয়র্ক স্টেট অ্যাসেম্বলি নির্বাচনের একজন উল্লেখযোগ্য প্রার্থী। তাঁর ব্যক্তিগত জীবন, পেশাগত অভিজ্ঞতা, শিক্ষা এবং রাজনৈতিক অঙ্গনে প্রবেশের গল্প শুধু অনুপ্রেরণার নয়; এটি যুক্তরাষ্ট্রে প্রবাসী বাংলাদেশিদের স্বপ্ন ও সম্ভাবনার একটি প্রতীকও।

মেরি জোবাইদার জন্ম বাংলাদেশের বরিশালে। ঢাকার লালমাটিয়া মহিলা কলেজে পড়াশোনা করে তিনি ঢাকা সিটি কলেজে সাহিত্য বিভাগে লেখাপড়া করেন। এরপর পাড়ি জমান যুক্তরাষ্ট্রে, যেখানে তিনি নিজের পরিচয় গড়ে তুলেছেন কঠোর পরিশ্রম, অধ্যবসায় ও প্রগতিশীল আদর্শের মাধ্যমে।

যুক্তরাষ্ট্রে এসে তিনি লা গার্ডিয়া কমিউনিটি কলেজে ভর্তি হন, যেখানে মিডিয়া ও কমিউনিকেশন স্টাডিজে পড়াশোনা করেন। এরপর নিউ ইয়র্ক ইউনিভার্সিটিতে (NYU) অধ্যয়ন করেন এবং সেখান থেকে ব্যাচেলর অব সায়েন্স ইন মিডিয়া, কালচার অ্যান্ড কমিউনিকেশন ডিগ্রি অর্জন করেন। পরবর্তীতে একই প্রতিষ্ঠান থেকে মাস্টার্স অব আর্টস ইন এডুকেশন সম্পন্ন করেন।

মেরি জোবাইদার স্বামী আবু তাহের নিউ ইয়র্কের অন্যতম জনপ্রিয় বাংলা চ্যানেল টাইম টেলিভিশন-এর প্রধান নির্বাহী (CEO) এবং সাপ্তাহিক বাংলা পত্রিকার সম্পাদক। একজন সফল মিডিয়া ব্যক্তিত্ব হিসেবে আবু তাহের নিউ ইয়র্কে প্রবাসী বাংলাদেশিদের মধ্যে পরিচিত ও সম্মানিত নাম। তাঁর এই সাংবাদিকতা ও সম্প্রচারজগতের অভিজ্ঞতা মেরির রাজনৈতিক ও সামাজিক কর্মকাণ্ডে অনুপ্রেরণা হিসেবে কাজ করেছে।

মেরি জোবাইদার পেশাগত জীবন শুরু হয় শিক্ষা খাত দিয়ে। তিনি Niagara Falls City School District-এ কাজ করেছেন, এরপর নিউ ইয়র্ক সিটি ডিপার্টমেন্ট অব এডুকেশন-এর অধীন P.S. 111 Jacob Blackwell স্কুলে কিন্ডারগার্টেন শিক্ষকতা করেন। পাশাপাশি, ঞযব ঘবি ণড়ৎশ চঁনষরপ খরনৎধৎু (ঘণচখ)-এ ইংরেজি ভাষার প্রশিক্ষক হিসেবে কর্মরত ছিলেন, যেখানে প্রবাসী সম্প্রদায়ের শিক্ষা উন্নয়নে তাঁর অবদান উল্লেখযোগ্য।

শুধু শিক্ষকতা নয়, তিনি যুক্ত ছিলেন Urban Health Plan, Inc.-এ আউটরিচ স্পেশালিস্ট হিসেবে, যেখানে তিনি স্বাস্থ্যসেবা ও জনসচেতনতামূলক কার্যক্রম পরিচালনা করেন। তিনি নিউ ইয়র্ক থেকে প্রচারিত টাইম টেলিভিশনের প্রোগ্রাম ম্যানেজার হিসেবেও দায়িত্ব পালন করেন, যা তাঁর মিডিয়া জ্ঞান ও নেতৃত্ব দক্ষতাকে আরও শাণিত করে।

তাঁর সাংবাদিকতাও আলাদা করে বলার মতো। তিনি The Weekly Bangla Patrika-তে ফিচার রিপোর্টার হিসেবে কাজ করেছেন, যেখানে প্রবাসী বাংলাদেশিদের জীবন, সংগ্রাম ও সফলতার গল্প তুলে ধরেন।

জোবাইদার নেতৃত্বগুণ বিকশিত হয় ছাত্রজীবন থেকেই। তিনি LaGuardia CC Student Government Association-এর ভাইস প্রেসিডেন্ট ছিলেন এবং CUNY-এর অধীন USS (University Student Senate)-এর কমিটি অফ দ্য চাইল্ড কেয়ার সার্ভিস-এর চেয়ারও ছিলেন। এ সময় তিনি শিশু যত্ন সেবার অধিকার নিয়ে সক্রিয় ছিলেন।

২০২০ সালে, তিনি প্রথম নিউ ইয়র্ক স্টেট অ্যাসেম্বলি ডিস্ট্রিক্ট ৩৭-এ প্রার্থী হন এবং মাত্র ১,৫০০ ভোটের ব্যবধানে হেরে যান। এই অভিজ্ঞতা তাঁকে দমাতে পারেনি। বরং নতুন করে আত্মপ্রত্যয়ী করে তোলে।

এবার (২০২৫) যখন জোহরান মামদানি মেয়র প্রার্থিতা গ্রহণ করেন, তখন তাঁর অ্যাসেম্বলি আসন ডিস্ট্রিক্ট ৩৬-এর শূন্যতা তৈরি হয়, আর ঠিক তখনই মেরি জোবাইদা এই আসনে প্রার্থী হওয়ার ঘোষণা দেন। তিনি বলেন, ‘জোহরানের বিজয়ের পর কমিউনিটির অনেকেই বলল, তুমি চুপ করে বসে থাকতে পারো না, তোমাকেই দাঁড়াতে হবে।’

তিনি তাঁর প্রার্থিতার পেছনে একটি বড় দর্শনের কথা বলেন, ‘আমি এমন এক নিউ ইয়র্ক স্টেট গড়তে চাই, যেখানে সবাই নিজেকে দেখা, শোনা, যত্ন ও গ্রহণযোগ্য মনে করবে’। তাঁর মতে, ‘আমরা বর্তমানে এক গভীর অনিশ্চয়তার সময় পার করছি যেখানে সাধারণ মানুষ ক্রমাগত ভয় ও চাপের মধ্যে রয়েছে, এমনকি সেই রাষ্ট্রপ্রধানের কাছ থেকেও, যার দায়িত্ব ছিল জনগণকে আশ্বাস ও নিরাপত্তা দেওয়া।’

জোবাইদা নিজেকে Democratic Socialists of America (DSA)-এর সদস্য হিসেবে পরিচয় দেন। তিনি চান একটি অন্তর্ভুক্তিমূলক সমাজ, যেখানে CUNY ও SUNY-তে ফ্রি শিক্ষা, ইউনিভার্সাল চাইল্ড কেয়ার, এবং নিউ ইয়র্কবাসীর মৌলিক চাহিদা পূরণে রাষ্ট্রের দায়বদ্ধতা থাকবে। তিনি মনে করেন, ক্ষুধার কারণে কেউ খাবার চুরি করলে তাকে অপরাধী হিসেবে গ্রেপ্তার করা উচিত নয়; বরং তা প্রতিরোধের জন্য সামাজিক কাঠামো গড়ে তোলা উচিত।

মেরি জোবাইদার গল্প নিছক একটি রাজনৈতিক প্রার্থীতার কাহিনি নয়; এটি প্রমাণ করে যে, অভিবাসী পরিচয় কোনো বাধা নয়, বরং তা হতে পারে এক শক্তি। নিউ ইয়র্কের মতো শহরে, যেখানে বাংলাদেশি অভিবাসীদের সংখ্যা প্রতিনিয়ত বাড়ছে, সেখানে এমন প্রার্থিতা প্রজন্মান্তরে প্রভাব ফেলবে।

এই শহরে এর আগে আমরা পেয়েছি শাহানা হানিফকে, যিনি প্রথম বাংলাদেশি-আমেরিকান নারী নিউ ইয়র্ক সিটি কাউন্সিল মেম্বার। মেরি জোবাদিয়া সেই ধারাবাহিকতায় আরেকটি নাম, যিনি নিজেকে আরও বিস্তৃত দায়িত্বে দেখতে চান।

মেরি জোবাইদা শুধু একজন প্রার্থী নন, তিনি প্রবাসী নারীদের জন্য একটি প্রতীক। একজন মা, একজন শিক্ষিকা, একজন কমিউনিটি সংগঠক, একজন সাংবাদিক, এবং এখন একজন রাজনীতিক। তাঁর এই যাত্রা প্রমাণ করে, যদি লক্ষ্য স্থির থাকে এবং সমাজের প্রতি দায়বদ্ধতা হৃদয়ে ধারণ করা যায়, তবে রাজনীতির সর্বোচ্চ শিখরেও পৌঁছানো অসম্ভব কিছু নয়।

নিউ ইয়র্কের এই নির্বাচন কেবল একটি আসন নিয়ে নয়, এটি প্রবাসী বাংলাদেশিদের সামাজিক-রাজনৈতিক অবস্থান, প্রতিনিধিত্ব এবং নেতৃত্বের প্রশ্নে এক গুরুত্বপূর্ণ অধ্যায়। মেরি জোবাইদা সেই অধ্যায়ের কেন্দ্রবিন্দুতে। তিনি নিজেই হয়তো সেই ইতিহাসের নতুন পৃষ্ঠা হয়ে উঠতে চলেছেন। নজরুল ইসলাম মিন্টু লেখক ও সাংবাদিক, টরন্টো থেকে প্রচারিত দেশে বিদেশে টিভির সত্তাধিকারী

জোহরান মামদানীর আসনে নির্বাচনে নেমে গেছেন বাংলাদেশি মেরি জোবাইদা

পরিচয় ডেস্ক : নিউ ইয়র্ক সিটির আসন্ন মেয়র নির্বাচনে ডেমোক্রেট প্রার্থী জোহারন মামদানি যদি বিজয়ী হন, তাহলে তাঁর নিউ ইয়র্বের এষ্টোরিয়ার নিউ ইয়র্ক ষ্টেট অ্যাসেম্বলি আসন খালি হয়ে যাবে, এবং সে আসনেই প্রতিদ্বন্দ্বিতা করতে চান আর কমিউনিটির পরিচিত মুখ মেরি জোবায়েদা।

মেরি জোবাইদা বর্তমানে ডেমোক্রেটিক সোশালিস্টস অব আমেরিকার সদস্য। তিনি বলেন, তিনি আইসিই-র বিরুদ্ধে দাঁড়াতে চান। কিউনি, এসইউএনওয়াই, প্রিকে এবং পাবলিক ট্রান্সপোর্ট ফ্রি করতে চান, এমনকি ক্ষুধার্তদের খাবার চুরি করা অপরাধ না করার প্রস্তাব মেরি জোবাইদার।

মার্কিন প্রভাবশালী সংবাদমাধ্যম মেরি জোবাইদাকে নিয়ে একটি প্রতিবেদন প্রকাশ করেছে। নিউইয়র্কের চলমান রাজনীতি আমেরিকার রাজনীতির মাঠে গুরুত্ব হয়ে উঠেছে, পিলিটিকোর এ প্রতিবেদনটি তাই প্রমাণ করছে।

জোবাইদা পলিটিকোকে বলেছেন, “খাবার চুরির জন্য কাউকে গ্রেফতার করা অর্থহীন, এটা সম্পদের অপচয়, এবং মানুষের জন্য ক্ষতিকর। এটা বাস্তবসম্মত না।”

প্রার্থী হওয়া প্রসঙ্গে মেরি জোবাইদা বলেন, “আমি কখনোই জোহারনের বিরুদ্ধে দাঁড়াতাম না, কারণ আমাদের এখানে প্রগ্রেসিভ নেতার দরকার। তবে আমি বলি এটা যেন আল্লাহর ইচ্ছায় হয়েছে এবং জনগণ তা গ্রহণ করেছে।” তিনি জানান, দুই বছর আগে তার এলাকা পুনর্বিন্যাস করে ওই নির্বাচনি এলাকার অংশ করা হয়।

তবে কুইন্স ডেমোক্রেটিক পার্টির পরিকল্পনা ভিন্ন হতে পারে। যদি মামদানি আগামী ১ জানুয়ারি মেয়র হিসেবে শপথ নেন, তাহলে গভর্নর ক্যাথি হোকুলকে ১১ জানুয়ারির মধ্যে একটি বিশেষ নির্বাচনের তারিখ ঘোষণা করতে হবে, যা আগামী ফেব্রুয়ারির মাঝামাঝি হতে পারে।

ডেমোক্রেট, রিপাবলিকান এবং ওয়ার্কিং ফ্যামিলিজ পার্টি তাদের নিজ নিজ প্রার্থী মনোনয়ন দিতে পারবে। স্টেট ও কুইন্স ডেমোক্রেটরা এই সুযোগে মামদানির পরিবর্তে একজন মাঝামাঝি ধাঁচের প্রার্থীকেও নিয়ে আসার চেষ্টা করতে পারে।

ইতিমধ্যেই মেরি জোবাইদা দাতা খুঁজছেন, ক্যাম্পেইন শুরু করেছেন এবং স্বেচ্ছাসেবকদের সংগঠিত করছেন। তিনি জানিয়েছেন, আগস্টের শেষে আনুষ্ঠানিকভাবে তিনি প্রচারনা শুরু করবেন।

সম্প্রতি অ্যাসেম্বলি সদস্য জেসিকা গনজালেস-রোজাস ঘোষণা দিয়েছেন যে তিনি স্টেট সিনেটর জেসিকা রামোসের বিরুদ্ধে প্রাইমারিতে দাঁড়াবেন। মামদানির ঘনিষ্ঠ সহকর্মী মততাব খান কুইন্সের অ্যাসেম্বলি সদস্য ডেভিড উইপ্রিনের বিরুদ্ধে নির্বাচন করার জন্য নিবন্ধন করেছেন।

ডেমোক্রেটিক সোর্স বলেছে, মামদানির আসন পূরণ সংক্রান্ত আলোচনা মূলত শুরু হবে আসছে নভেম্বরে। যখন রাজ্যের এসওএমওএস কনফারেন্সে শুরু হবে। যেখানে রাজনীতিক, লবিস্ট ও নীতিনির্ধারকরা পরবর্তী লক্ষ্য নিয়ে আলাপ করবেন। ওয়ার্কিং ফ্যামিলিজ পার্টি এখনও জানায়নি তারা প্রার্থী দিবে কিনা, কিংবা মেরি জোবাইদাকে সমর্থন করবে কিনা। মেরি জোবাইদা ও মামদানির মধ্যে এখনো কথা হয়নি, তবে তিনি শীঘ্রই যোগাযোগ করবেন বলে জানিয়েছেন।

পলিটিকো তাদের প্রতিবেদনে মেরি জোবাইদার বয়স আনুমানিক ৪৫ বছর বলে উল্লেখ করেছে। তিনি বাংলাদেশের এক প্রত্যন্ত গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন, যেখানে তাঁর জন্মতারিখ রেকর্ড হয়নি বলে প্রতিবেদনে বলা হয়। মেরি জোবাইদা ২০০১ সালের নাইন ইলেভেন ঘটনার কিছু পর তিনি আমেরিকায় আসেন।

কমিউনিটি কলেজে পড়াশোনা করেন, এরপর স্কলারশিপ পেয়ে এনওয়াইউ -তে ভর্তি হন। ২০০৭ সালে বারাক ওবামার প্রচারণায় যুক্ত হয়ে তাঁর রাজনৈতিক জীবন শুরু হয় এবং পরে বিল থম্পসনের মেয়রাল প্রচারণায় কাজ করেন। জোবাইদা সরকারি স্কুলে শিক্ষকতা করেছেন এবং জেসিকা রামোসের অফিসে কনস্টিটুয়েন্ট সার্ভিসও করেছেন। ২০২০ সালে তিনি কুইন্সের ৩৭ অ্যাসেম্বলি ডিস্ট্রিক্টে দীর্ঘদিনের আইনপ্রণেতা ক্যাথি নোলানের বিরুদ্ধে প্রাইমারিতে অংশ নেন এবং মাত্র ১৫০০ ভোটে পরাজিত হন। মামদানি নির্বাচিত হওয়ার পর, কমিউনিটির নেতারা তাঁর সঙ্গে দেখা করে বলেন, “আপনি নীরব থাকতে পারবেন না, আপনাকে এই আসনের জন্য লড়তে হবে।”

মেরি আত্মবিশ্বাসের সঙ্গে বলেছেন, “বিশেষ নির্বাচন হলে আমি জিতবই। এটা আমার জন্য ‘পিস অফ কেক’ হবে।” যদিও তিনি মনে করেন যুক্তরাষ্ট্রের বিচারব্যবস্থা এবং দরিদ্রদের প্রতি আচরণে বড় সমস্যা আছে, তবুও এই দেশকে তিনি কৃতজ্ঞচিত্তে ধারণ করেন।

মেরি জোবাইদা বলেছেন, “আমরা একটি কঠিন সময় পার করছিড়একটি জাতি, একটি কমিউনিটি হিসেবে। যেমন শিশুর জন্মের আগে প্রসব যন্ত্রণা হয়, তেমনই আমরা এখন কঠিন সময় পার করছি, কিন্তু আমি আশাবাদী, খুব শিগগিরই আমরা এক সুন্দর আমেরিকাকে দেখব।”

মধ্যপ্রাচ্যে যেতে চাওয়া

৮ পৃষ্ঠার পর

আমদানি করে, সেসব দেশের যাত্রীর স্বাস্থ্য পরীক্ষার জন্য গালফ হেলথ কাউন্সিলের সদস্য দেশের প্রতিনিধিরা তাঁদের নির্দেশমালা অনুসারে সরাসরি এসে পরিদর্শন করে উপযুক্ত মেডিকেল সেন্টার অনুমোদন দিয়ে থাকেন। তাঁদের একটি নির্দিষ্ট নীতিমালা আছে।

তিনি বলেন, গালফ হেলথ কাউন্সিল বিভিন্ন সময়ে ঢাকা ছাড়াও বিভিন্ন শহরে যেমন সিলেট, চট্টগ্রাম, কক্সবাজার, কুমিল্লা, রাজশাহী, বরিশাল, শেরপুর ও চাঁদপুরে নতুন মেডিকেল সেন্টারের অনুমোদন দেয়, যার সংখ্যা এখন প্রায় ২৬০। মেডিকেল সেন্টারগুলোকে পুঁজি করে এখন একশ্রেণির স্বার্থান্বেষী চক্র ভিন্ন উপায়ে অর্থ উপার্জনের হাতিয়ার হিসেবে অবৈধ পন্থা খুঁজে বের করেছে। এই চক্র এতটাই বেপরোয়া যে, কোনো কিছুই তাদের কাছে অনৈতিক মনে হয় না। তারা গালফ হেলথ সেন্টারের সফটওয়্যারকে ম্যানুপুলেট করে নিজের পছন্দের সেন্টারে স্লিপ তুলে অন্যদের বঞ্চিত করছে। মেজবাহ উদ্দিন সাঈদের অভিযোগ করে বলেন, ঢাকার ভেতরে অনুমোদনবিহীন মেডিকেল সেন্টার স্বাস্থ্য পরীক্ষার নামে প্রতারণার মাধ্যমে নির্ধারিত ফির তিন-চার গুণ অর্থ সংগ্রহ করছে এবং ঢাকার বাইরের অনুমোদিত মেডিকেল সেন্টার থেকে স্বাস্থ্য সার্টিফিকেট ইস্যু করছে, যা গালফ হেলথ কাউন্সিল নীতিমালা ও বাংলাদেশের প্রচলিত আইনের পরিপন্থী। এদের মধ্যে কেউ কেউ শুধু অর্থের জন্য স্বাস্থ্য পরীক্ষা না করেও স্বাস্থ্য সার্টিফিকেট দিচ্ছে।

স্বাস্থ্য পরীক্ষা ছাড়া প্রবাসে গিয়ে যখন পুনরায় স্বাস্থ্য পরীক্ষা করা হয়, তখন অনেকে স্বাস্থ্যগত কারণে অযোগ্য হয়ে দেশে ফিরে আসছেন। এ ধরনের কাজের জন্য বহির্বিশ্বে দেশের ভাবমূর্তি ক্ষুণ্ণ হচ্ছে বলে জানান তিনি।

সংবাদ সম্মেলনে আরও উপস্থিত ছিলেন আল রিয়াদ মেডিকেল সেন্টারের স্বত্বাধিকারী জাহাঙ্গীর আলম, লিডিং হেলথ চেকআপের স্বত্বাধিকারী শফিউল আলম, মুন মেডিকেল সেন্টার মেসবাহ উদ্দিন প্রমুখ।

ইউনূসের চিঠি পেয়েই বাংলাদেশ

৯ পৃষ্ঠার পর

নির্বাচন’ আয়োজনের জন্য প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ করার ‘অনুরোধ’ জানানো হয়েছিল ওই চিঠিতে। নির্বাচনের আয়োজনের বিষয়ে অন্তর্বর্তী সরকারের তরফে সমস্ত রকম সহযোগিতা করা হবে বলেও কমিশনকে জানিয়েছিল ইউনূসের দফতর। বস্তুত, ওই চিঠির মাধ্যমে জাতীয় সংসদের নির্বাচন আয়োজনের জন্য অন্তর্বর্তী সরকারের পক্ষ থেকে নির্বাচন কমিশনকে অনুরোধের আনুষ্ঠানিকতা সম্পন্ন হয়েছিল। তার পরেই ৭ আগষ্ট বৃহস্পতিবার দীর্ঘ বৈঠক করে ভোটের প্রস্তুতিপর্ব শুরু করে দিল কমিশন।

নিউইয়র্কে ‘ডিয়ার মা’ চলচ্চিত্রের মিট অ্যান্ড গ্রিট

৫৪ পৃষ্ঠার পর

হয়েছে। এই উপলক্ষে গত ৬ আগষ্ট বুধবার সন্ধ্যায় ওয়াল্ডর্স ফেয়ার মেরিনায় আয়োজিত এক সংবাদ সম্মেলনে ‘ডিয়ার মা’ ছবিটির যুক্তরাষ্ট্র ও কানাডার পরিবেশক বায়োস্কোপ ফিল্মস এর নওশাবা রশিদ জানান, এই ছবির আন্তর্জাতিক মুক্তি বাংলা সিনেমার জন্য একটি বড় অর্জন। একটি পরিত্যক্ত শিশুকে কুড়িয়ে পেয়ে বড় করে তুলে ভালোবাসা ও মায়ার অবিচ্ছেদ্য সম্পর্ক তৈরি হওয়ার কাহিনী ডিয়ার মা। শিশুটির একটি ‘মা’ ডাক তার নতুন মাকে বিপুলভাবে আলোড়িত করে। ভয়ংকর বিদ্বেষ, হিংসা আর স্বার্থপরতার এই পৃথিবীতে এ রকম রক্ত সম্পর্কহীন ভালোবাসার কথা বলতে চেয়েছেন নির্মাতা অনিরুদ্ধ রায় চৌধুরী। নওশাবা রশিদ এই ছবিটি দেখার জন্য আগে থেকেই অনুরোধ জানিয়েছেন বাংলাদেশীদের।

একটি পরিত্যক্ত শিশুকে কুড়িয়ে পেয়ে বড় করে তুলে ভালোবাসা ও মায়ার অবিচ্ছেদ্য সম্পর্ক তৈরি হওয়ার কাহিনী ডিয়ার মা। শিশুটির একটি ‘মা’ ডাক তার নতুন মাকে বিপুলভাবে আলোড়িত করে। ভয়ংকর বিদ্বেষ, হিংসা আর স্বার্থপরতার এই পৃথি বীতে এ রকম রক্ত সম্পর্কহীন ভালোবাসার কথা বলতে চেয়েছেন নির্মাতা অনিরুদ্ধ রায় চৌধুরী। তিনি আরো বলেন, যশোদা-দেবকীর টানাপড়েনের উপাখ্যান, চোখের পাতা ভিজিয়ে দেয় ‘ডিয়ার মা’। এই ছবির গল্প সবথেকে মন ছুঁয়ে যাবে সেই বাবা-মায়েদের যারা সন্তান দত্তক নিয়ে বড় করছেন। এক অনিশ্চয়তা, এক ভয়, এক চাপা আতঙ্ক যেন জড়িয়েই থাকে দত্তক নেবার অন্তরালে। সেই অন্তরাল যদি সরে যায়?

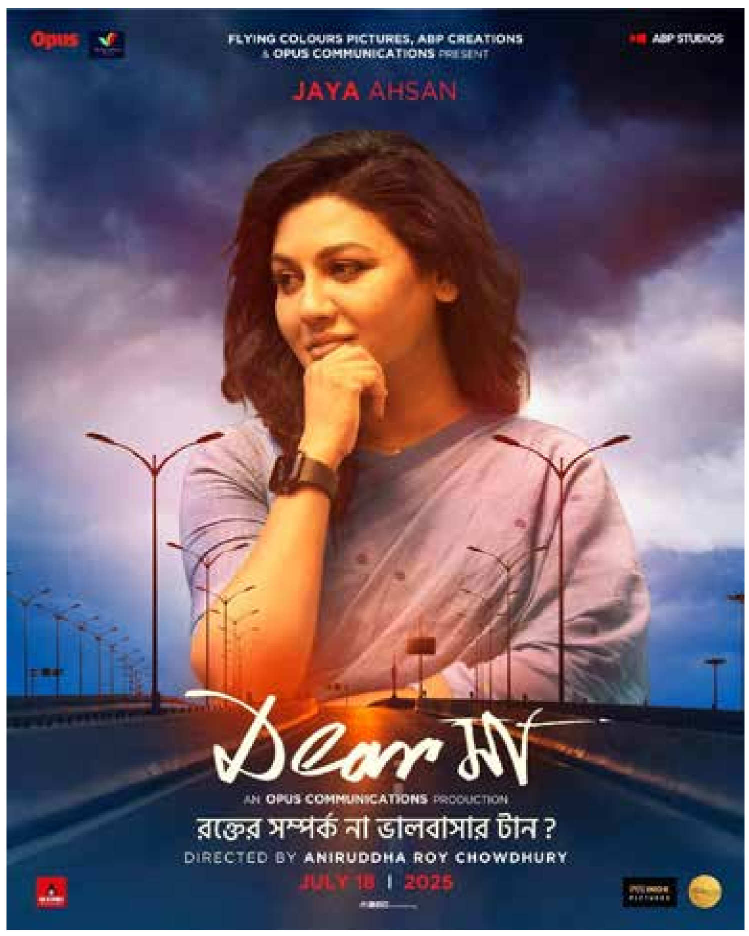

সংবাদ সম্মেলনে অনুষ্ঠানে আরো উপস্থিত ছিলেন চিত্র নির্মাতা তানভীর তারেক, উপস্থাপক সাংবাদিক শামিম আল আমীন, উত্তর আমেরিকা বঙ্গ সম্মেলন ২০২৬-এর আহ্বায়ক মিলন আউন, খ্যাতিমান সঙ্গীতশিল্পী নকীব খান, কালচারাল অ্যাসোসিয়েশন অফ বেঙ্গলের প্রেসিডেন্ট অশোক রক্ষিত, প্রযোজক ইন্দ্রাণী মুখার্জি, পরিচয় সম্পাদক নাজমুল আহসান, প্রথম আলো উত্তর আমেরিকা সম্পাদক ইব্রাহীম চৌধুরী ও মনজুরুল হক, প্রবাস সম্পাদক মোহাম্মদ সাইদ, নবযুগ শাহাব উদ্দিন সাগর, ঢাকার দৈনিক প্রথম আলোর যুক্তরাষ্ট্র প্রতিনিধি তফাজ্জাল লিটন, রহমান মাহবুব, ভায়লা সালিনা লিজা ও সঙ্গীত শিল্পী ত্রিনিয়া হাসান প্রমুখ। উপস্থিত সাংবাদিক ও সুধীজনের বিভিন্ন প্রশ্নের উত্তর দেন পরিচালক অনিরুদ্ধ রায় চৌধুরী, বায়োস্কোপ ফিল্মস এর নওশাবা রশীদ।

‘ডিয়ার মা’ চলচ্চিত্রের মূল চরিত্রে অভিনয় করেছেন বাংলাদেশের নন্দিত অভিনেত্রী জয়া আহসান, যিনি এক ভিডিও বার্তায় জানান, ‘‘এই ছবি আমার কাছে ভীষণ ব্যক্তিগত। দর্শক হলে গিয়ে ছবিটি দেখলে আমার প্রচেষ্টা সার্থক হবে।’’

আরো অভিনয় করেছেন চন্দন রায় সান্যাল, শাশ্বত চট্টোপাধ্যায় এবং অনুভা ফতেপুরিয়া। ছবির সুরকার বিক্রম ঘোষ, যাঁর সুরে কণ্ঠ দিয়েছেন পাপন, অনিন্দ্য ও উজ্জয়িনী।

ভার্চুয়ালি প্রদত্ত বক্তব্যে বাইস্কোপ ফিল্মের রাজ হামিদ জানান, ছবিটি বিশ্বব্যাপী বাংলা চলচ্চিত্র দর্শকদের

ছাড়াও আন্তর্জাতিক সিনে দর্শকদের হৃদয়ে পৌঁছাতে পারবে বলেই তিনি বিশ্বাস করেন। তিনি বলেন, ‘‘আমরা ছবিটির জন্য আন্তর্জাতিক পুরস্কার প্রতিযোগিতায়ও অংশ নিচ্ছি। এই সিনেমা আমাদের গর্বের একটি অংশ হয়ে উঠুক, সেটিই কাম্য।’’

‘ডিয়ার মা’ সম্পর্কে গভীর আগ্রহ প্রকাশ করেছেন অমিতাভ বচ্চন।

ছবিটি ভারতে মুক্তি পেয়েছে ১৮ জুলাই। নিউইয়র্কসহ আমেরিকায় ও ক্যানাডায় মুক্তি পাবে আগস্ট মাসে। আমেরিকা ও ক্যানাডায় ‘ডিয়ার মা’ মুক্তি দেবে বায়োস্কোপ ফিল্মস । বায়োস্কোপ ফিল্মস সিইও রাজ হামিদ জানান একটি পরিত্যক্ত শিশুকে কুড়িয়ে পেয়ে বড় করে তুলে ভালোবাসা ও মায়ার অবিচ্ছেদ্য সম্পর্ক তৈরি হওয়ার কাহিনী ডিয়ার মা। শিশুটির একটি ‘মা’ ডাক তার নতুন মাকে বিপুলভাবে আলোড়িত করে। রাজ হামিদ জানান, ভয়ংকর বিদ্বেষ, হিংসা আর স্বার্থপরতার এই পৃথিবীতে এ রকম রক্ত সম্পর্কহীন ভালোবাসার কথা বলতে চেয়েছেন নির্মাতা অনিরুদ্ধ রায় চৌধুরী। রাজ হামিদ এই ছবিটি দেখার জন্য আগে থেকেই অনুরোধ জানিয়েছেন বাংলাদেশীদের।

যশোদা-দেবকীর টানাপড়েনের উপাখ্যান, চোখের পাতা ভিজিয়ে দেয় ‘ডিয়ার মা’

এই ছবির গল্প সবথেকে মন ছুঁয়ে যাবে সেই বাবা-মায়েদের যারা সন্তান দত্তক নিয়ে বড় করছেন। এক অনিশ্চয়তা, এক ভয়, এক চাপা আতঙ্ক যেন জড়িয়েই থাকে দত্তক নেবার অন্তরালে। সেই অন্তরাল যদি সরে যায়?

ঈশ্বর এ তোমার কেমন বিচার, যার সন্তানকে তুমি কেড়ে নাও, কেন তাঁর শরীরে রেখে যাও গর্ভধারণের যন্ত্রণা। এরচেয়ে তুমি সেই মাকে একা করে দাও, সে যন্ত্রণা সেই মা সহ্য করে নেবে। এসে নিয়ে যাও, দয়া কর

সেই মাকে।

অনিরুদ্ধ রায়চৌধুরীর সদ্য মুক্তিপ্রাপ্ত ছবি ‘ডিয়ার মা’ দেখালো সন্তান দূরে সরে গেলে গর্ভধারিণী মায়ের চেয়েও পালিকা মায়ের যন্ত্রণা কিছু কম নয়। রক্তের সম্পর্কে সে গর্ভধারিণী মা হতে পারেনি, কিন্তু রোজকার যাপনে পালনে স্পর্শে সে হয়ে উঠেছে হৃদয়ে কাছাকাছি গর্ভধারিণী মা। মাম্মা আর মা , দুটি ডাকের মধ্যে বিস্তর দুরত্ব। ছবির প্রোটাগনিস্ট বৃন্দার মা হয়ে ওঠার সফর নিয়েই এই ছবি এক মন কেমন করা রেশ বইয়ে দিল। অনেকদিন পর নিটোল গল্পের সুন্দর ছবি দেখে মন ভাল হয়ে যায়। ‘ডিয়ার মা’ যেন পর্দায় কবিতা। যা চোখের পাতা ভিজিয়ে দেয় প্রতিটি দর্শকের।

এই ছবির গল্প সবথেকে মন ছুঁয়ে যাবে সেই বাবা-মায়েদের যারা সন্তান দত্তক নিয়ে বড় করছেন। এক অনিশ্চয়তা, এক ভয়, এক চাপা আতঙ্ক যেন জড়িয়েই থাকে দত্তক নেবার অন্তরালে। সেই অন্তরাল যদি সরে যায়? দত্তক সন্তান যদি পৌঁছে যায় তাঁর আসল বাবা-মায়ের কাছে তাহলে পালিকা মায়ের মনে কোন যন্ত্রণা চলে! সে তো এত বছরে গর্ভধারিণীর থেকে কম কিছু নয়। শ্রীকৃষ্ণের জীবনে দেবকীর থেকেও তো যশোদা মায়ের গুরুত্ব অনেক বেশি ছিল। পরিচালক অনিরুদ্ধ রায়চৌধুরীর এক কঠিন সত্যকে অনুভূতির স্পর্শে দুরন্ত ভাবে তুলে ধরলেন পর্দায়। বর্তমানে দশ মাস দশ দিন সময় দিয়ে মা হওয়ার সময় ব্যস্ততমা নারীদের নেই। সারোগেসি বা দত্তক তাঁদের মা হবার পথ অনেকের কাছেই।

ছবির শুরু হয় স্কুলে গিয়ে ঝিমলির হারিয়ে যাওয়া থেকে। মেয়েকে খুঁজতে খুঁজতেই এক মায়ের লড়াইয়ের গল্প উঠে আসে। অতীতের গল্প পরতে পরতে আসতে থাকে ছবির ফ্ল্যাশব্যাকে।

গল্পে বৃন্দা মিত্র(জয়া আহসান) স্টার্টআপ-এর কোফাউন্ডার, তাঁর স্বামী অর্ক (চন্দন রায়সান্যাল) চায় তাদের সন্তান আসুক এবার পৃথিবীতে। কিন্তু বৃন্দা একেবারেই মা হতে চায় না। স্বামীর সঙ্গে মিলনের আশ্লেষ নিতে সে চায়, কিন্তু বৃন্দা আর অর্কর মাঝে এসে পড়ে শিশ্ন আবরণীর আড়াল।

শেষ অবধি অর্ক আর বৃন্দা দত্তক নেয় এক ফুটফুটে কন্যা সন্তান। সন্তান চাওয়া অর্কই বাবা-মা একাধারে হয়ে ওঠে ঝিমলির। ঝিমলির তিনটি বয়স ধরা হয়েছে ছবিতে। একটি দত্তক সন্তানের নিজের পরিচয় নিয়ে টানাপোড়েন কতখানি হতে পারে তা ঝিমলির তিনটি বয়সে বাস্তব হয়ে উঠেছে পর্দায়। কিন্তু অর্ক খেলার ছলে মজা করে ঘুমিয়ে পড়লে ঝিমলি ভয় পেয়ে যায়। সেই আতঙ্ক সত্যি হয়ে যায় অর্কর মৃত্যুতে। তখন ঝিমলির দরকার ছিল মায়ের। কিন্তু ব্যস্ত বৃন্দা মেয়েকে সময় দিতে পারে না। অনলাইনে সবকিছু অর্ডার করলেই ভাবে মেয়েকে আদর করা হবে। ঠিক তখন ছোটবেলার পোলিও কার্ড থেকে ঝিমলি জানতে পারে তার আসল মায়ের নাম অহনা নায়ার (পদ্মপ্রিয়া)। মেয়ে বৃন্দাকে বলে তাকে ভালবাসে না। বৃন্দা তার মাম্মা, মা নয়। বৃন্দা মেয়েকে বলে ‘যে মা তোমাকে ফেলে দিয়েছিল, তুমি তাদের অনাগত সন্তান বলে, তাকেই তুমি ভালবাসো বলছ!’ আদৌ কী মেয়েকে ফিরে পায় বৃন্দা।

পরিচালক রূপে এক দশক পর বাংলা ছবিতে সফলতার সঙ্গেই ফিরলেন অনিরুদ্ধ টনি রায়চৌধুরী। ছবি নয় কবিতা লিখেছেন তিনি পর্দায়। ছবির বিরতির হলেও কিন্তু সিট ছেড়ে ওঠা যায় না। শেষ অবধি দেখে যেতে হয়।

জয়া আহসান একটি একটি করে নিজের অভিনয়ের তুরুপের তাস বার করেছেন। কখনও তিনি প্রেমিকা, কখনও স্ত্রী, কখনও মা, কখনও চাকুরিরতা। ‘ডিয়ার মা’ র জয়া আটপৌরে মা নয়, স্বামীর উষ্ণ সান্নিধ্য চাদরের তলায় মোহময়ী, ততটাই তিনি স্মার্ট, আবেদনময়ী। সন্তানকে হারাবার মায়ের আতঙ্ক ফুটে ওঠে মুখের প্রতিটি অভিব্যক্তিতে। অন্যদিকে ঝিমলির আসল মা অহনার চরিত্রে পদ্মপ্রিয়া এক দশকের বেশি পর বাংলা ছবিতে। অনিরুদ্ধ রায়চৌধুরীর ‘অপরাজিত তুমি’ ছবিতেই পদ্মপ্রিয়া ডেবিউ করেছিলেন বাংলা ছবিতে। আবার সেই পরিচালকের ছবিতেই ফিরলেন। অনবদ্য পদ্মপ্রিয়া। তবে বহু বছর পর অনাগত সন্তানের দেখা পেয়ে আসল মায়ের মুখে কোনও প্রতিক্রিয়া হয় না। এখানে পিছিয়ে পদ্মপ্রিয়ার অভিনয়। তবে তিনি এতদিন পর যে ফিরলেন তা ভাল লাগল।

অন্ধকার সময়ে আরও এক হ্যান্ডসাম হাঙ্ক বাংলা ছবিতে ফিরলেন সায়ণ মুন্সি। বেশ সপ্রতিভ। আরও বাংলা ছবিতে তাঁর যেন দেখা মেলে। আর ছবিতে কমেডি সিরিও অ্যাক্টিং অনবদ্য করলেন শাশ্বত চট্টোপাধ্যায়। সংসার, বাড়ির রাতের মেনু,ছেলের গিফট কেনার মাঝে কেস সলভ করার দুর্দান্ত অভিনয় করেছেন শাশ্বত। তিনি এ ছবির আর একটি বলিষ্ঠ স্তম্ভ। আর জয়ার স্বামী অর্কর চরিত্রে কী ভীষণ সাবলীল অভিনয় করলেন চন্দন রায়সান্যাল। স্নেহ, মায়া আর রোম্যান্সে গড়া একটি অনবদ্য চরিত্র। চন্দনের একটি শ্রেষ্ঠ অভিনয় হয়ে থাকল। সাতের দশকের নায়িকা সোনালি গুপ্ত বসু জয়ার মায়ের চরিত্রে খুব মন ছুঁয়ে গেলেন। সেই আভিজাত্য আজও সোনালির। জয়ার বাবার চরিত্রে বিশ্বজিৎ চক্রবর্তী একদম বাস্তব। বাবা-মায়ের সঙ্গে পুলিশের কথায় প্রথম জানা যায় জয়া যে দত্তক সন্তানের মা।

জয়া চন্দনের কলেজের শিক্ষকের চরিত্রে ধৃতিমান চট্টোপাধ্যায়ের উপস্থিতি যেন ভরসার। তবে ‘ডিয়ার মা’ ছবির শো স্টপার ঝিমলি চরিত্রে তিন শিশুশিল্পী। একদম শিশু ঝিমলি বেশ কিউট। তারপর ছোট্ট ঝিমলির রোলে অহনা এককথায় অপূর্ব। ছোট মেয়েটি এত দাপুটে অভিনেতাদের মাঝেও নজর কেড়ে নিয়েছেন। মিষ্টি হাসির মাঝেই লুকিয়ে তার অস্তিত্ব সংকট। মাম্মা আর মায়ের তফাত সে বোঝে। আর টিনএজার ঝিমলির চরিত্রে নন্দিকা ভীষণ ভাবে ফুটিয়ে তুলেছে তার ক্ষত বিক্ষত মনটাকে। মাম্মা আর মায়ের মধ্যে আসল মাকে সে খুঁজে বেড়ায়। আর ভীষণ ভাবে জয়ার বাড়ির সাহায্যকারিণী নির্মলার চরিত্রে দাগ কাটলেন অনুভা ফতেপুরিয়া। যে বলে ঝিমলিকে মাম্মাকে এভাবে অপমান করছ! এক চড় খাবে ঝিমলি। পরিচারিকারাও তো অভিভাবক হয়ে যায়।

অনিরুদ্ধ রায়চৌধুরী ও শাক্যজিৎ ভট্টাচার্য টানটান কাহিনি চিত্রনাট্যে ছবিটি সবার দেখা উচিত। অনবদ্য সংগীতে অনেকদিন পর বিক্রম ঘোষ। বিশেষত জয়ার টানাপোড়েন ঝড়ের রাতে শুভা মুদগলের গানটি অনবদ্য প্রয়োগ। মন কেমন করা গান পাপনের কণ্ঠে ‘মা’। ‘ক্যায়সে কাহুন’ প্রস্মিতার গলায় প্রাণ জুড়োয়।

অর্ঘ্যকমল মিত্রর সম্পাদনা আর একটু ছবিটির দৈর্ঘ্য কমাতে পারত। তাহলে আরও টানটান হত ছবিটি। কিছু দৃশ্য বাড়তি মনে হয়। অভীক মুখোপাধ্যায়ের সিনেমাটোগ্রাফি এ ছবির সম্পদ। যা মুগ্ধ করে।

হ্যাম স্যান্ডউইচ থেকে ভেজ স্যান্ডউইচে জয়ার বিবর্তন যেন তাঁর মাম্মা থেকে মা হয়ে ওঠার মতোই প্রতীকী রেশ রেখে যায় দর্শকের মনে। তথ্যসুত্র দি ওয়াল

দম্পতিদের গ্রিন কার্ড পাওয়ার নিয়ম কঠোর করল

৫৪ পৃষ্ঠার পর

নতুন নীতিমালায় বলা হয়েছে, ভুয়া দাবি, জাল কাগজপত্র এবং উদ্দেশ্যমূলক বিয়ে যুক্তরাষ্ট্রের পারিবারিক অভিবাসন ব্যবস্থার ওপর আস্থা নষ্ট করে এবং সামাজিক ও নিরাপত্তাগত ঝুঁকি তৈরি করে। তাই কেবল প্রকৃত সম্পর্কেই গ্রিন কার্ড অনুমোদন নিশ্চিত করা টঝঈওঝ-এর লক্ষ্য।

যে সকল পরিবর্তন আনা হয়েছে- যাচাই-বাছাই প্রক্রিয়ায় কঠোরতা, যৌথ আর্থিক নথি, ছবি, বন্ধুআত্মীয়দের ঘোষণা-পত্র বাধ্যতামূলক, দম্পতির সশরীরে সাক্ষাৎকার নিতে হবে টঝঈওঝ অফিসে, একই স্পন্সরের একাধিক আবেদনে নজরদারি বাড়ানো হবে, পুরোনো আবেদন ও ইতিহাস নতুন করে পর্যালোচনা করা হবে, অভ্যন্তরীণ ভিসায় থাকা ব্যক্তিদের অতীত অভিবাসন রেকর্ডে নজর, বহিষ্কারের শর্ত সাপেক্ষে গ্রিন কার্ড বাতিলের সুযোগ রাখবে সংস্থা। টঝঈওঝ জানিয়েছে, এসব নতুন নিয়ম শুধু নতুন আবেদনেই নয়, পূর্বে করা আবেদনগুলোর ক্ষেত্রেও প্রযোজ্য হবে। সংস্থাটি স্পষ্টভাবে উল্লেখ করেছে, গ্রিন কার্ড অনুমোদন পেলেও তা প্রত্যাবাসন থেকে সুরক্ষা দেয় না, যদি অন্য কোনো কারণে আবেদনকারী যুক্তরাষ্ট্রে থাকার অনুপযুক্ত বলে বিবেচিত হন।

সাম্প্রতিক সময়ে বেশ কয়েকটি ভুয়া বিয়ের কেলেঙ্কারির ঘটনা সামনে এসেছে। ভারতের আকাশ প্রকাশ মাকওয়ানা নামের এক নাগরিক ভুয়া বিয়ের মাধ্যমে গ্রিন কার্ড আবেদন করেন, যেটি পরে তদন্তে ধরা পড়ে। এ ঘটনায় যুক্তরাষ্ট্রে ব্যাপক চাঞ্চল্য তৈরি হয়।

এই ধরনের প্রতারণা রোধে এবং বৈধ আবেদনকারীদের সুরক্ষা নিশ্চিত করতেই টঝঈওঝ এই নীতিমালা হালনাগাদ করেছে বলে জানায়।

বিপুল সংখ্যক বাংলাদেশীর স্বতঃস্ফূর্ত অংশগ্রহণে বৃহত্তর কুমিল্লা সমিতির জমজমাট বনভোজন

পরিচয় ডেস্ক :গত ৩ আগস্ট লং আইল্যান্ডের হ্রদের পাড়ে অবস্থিত হ্যাকশেয়ার স্টেট পার্কের মনোরম পরিবেশ ও নিউ ইয়র্কের চমত্কার আবহাওয়ায় অনুষ্ঠিত হয়েছে প্রবাসের অন্যতম বৃহত্ আঞ্চলিক ও সামাজিকসংগঠন বৃহত্তর কুমিল্লা সমিতির জমজমাট বনভোজন। বিপুল সংখ্যক কুমিল্লাবাসী ছাড়াও প্রবাসী বাংলাদেশি কমিউনিটির সর্বস্তরের মানুষ উপস্থিত ছিলেন এবারের বনভোজনে। দুপুর গড়িয়ে বেলা বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে বনভোজন এলাকায় মানুষের উপস্থিতি বাড়তে থাকায় পরিণত হয় একখন্ড ছোট্ট কুমিল্লায়। এবারের বনভোজন ও কুমিল্লাবাসীর অঘোষিত মিলনমেলাকে সফল করতে সংগঠনের সভাপতি ডা. ইনামুল হক, সাধারণ সম্পাদক মোহাম্মদ এ সিদ্দিক পাটোয়ারিসহ কার্যকরি কমিটির প্রতিটি সদস্য অক্লান্ত পরিশ্রম করেছেন। সকাল থেকে সন্ধ্যা পর্যন্ত দিনব্যাপী বনভোজনে অংশগ্রহণকারীরা আনন্দ আড্ডায় সময় কাটিয়েছেন। আয়োজনের তালিকায় আরো ছিল শিশুকিশোরদের খেলাধুলা, পুরুষদের ফুটবল এবং মহিলাদের বালিশ খেলা। ছিল আকর্ষণীয় র‍্যাফেল ড্র এবং শেষ বিকালে সংগীত পরিবেশন ও পুরস্কার বিতরণ। মোটামুটি বলা যায় একটি দিন কুমিল্লাবাসী নিজের মতো করে কাটিয়েছে সৌহার্দ্য সম্প্রীতিতে।

সকালে বেলুন উড়িয়ে বনভোজনের উদ্বোধন করেন কাজী এন্টারপ্রাইজের সিইও কাজী এনামুল হক। সংগঠনের সভাপতি ডা. ইনামুল হকের সভাপতিত্বে এবং সাধারণ সম্পাদক মোহাম্মদ এ সিদ্দিক পাটোয়ারির পরিচালনায় বনভোজনে প্রধান অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন ইস্টকোস্ট এনেস্থেশিয়া গ্রুপের সভাপতি ডা. আবুল কাশেম এমডি। গেস্ট অব অর্নার ছিলেন বিশিষ্ট চিকিৎসক ডা. আতাউল এইচ চৌধুরী, প্রধান পৃষ্ঠপোষক বাংলাদেশ সোসাইটির সহ-সাধারণ সম্পাদক আবুল কালাম ভূইয়া, পৃষ্ঠপোষক হাজি মোহাম্মদ ইসমাইল, বনভোজন কমিটির প্রধান উপদেষ্টা কাজী তোফায়েল ইসলাম, সাবেক সভাপতি বীর মুক্তিযোদ্ধা ফিরোজুল পাটোয়ারি, আহবায়ক মফিজুল ইসলাম ভূইয়া রুমি, সদস্য সচিব বাছেদ ভূইয়া, প্রধান সমন্বয়কারী মোহাম্মদ দলিলুর রহমান, যুগ্ম আহবায়ক ফারহানা আক্তার, সমন্বয়কারী নূরুল ইসলাম ও যুগ্ম সদস্য সচিব সালাউদ্দিন জাহিদ।

রুপসী চাঁদপুর ফাউন্ডেশনের সাবেক সভাপতি মামুন মিয়াজির সার্বিক তত্ত্বাবধানে, সোহেল গাজী ও আব্দুল হান্নান ভুইয়ার তত্ত্বাবধান ও মিয়া মোহাম্মদ দুলালের সার্বিক সহযোগিতায় এবারেরবনভোজনে অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন বাংলাদেশ সোসাইটির সিনিয়র সহ-সভাপতি মহিউদ্দিন দেওয়ান, জেবিবিএ'র সভাপতি হারুণ ভুইয়া, ঢাকা জেলা অ্যাসোসিয়েশনের সভাপতি দুলাল বেহেদু, বাংলাদেশ সোসাইটির সহ-সভাপতি কামরুজ্জামান কামরুল, কমিউনিটি অ্যাকটিভিস্ট মাওলানা অলিউল্যাহ আতিকুর রহমান, রূপসী চাঁদপুর ফাউন্ডেশনের সভাপতি মাওলানা ফখরুল ইসলাম মাছুম, কুমিল্লা সোসাইটির সভাপতি আবুল হোসেন, রূপসী চাঁদপুর ফাউন্ডেশনের সাবেক সভাপতি আমিন খান জাকির, ব্রাহ্মণবাড়িয়া জেলা সমিতির সভাপতি আলমগীর সরকার, রূপসী চাঁদপুর ফাউন্ডেশনের সাবেক সভাপতি বাবুল চৌধুরী, বিশিষ্ট ব্যবসায়ী ইঞ্জিনিয়ার আব্দুল খালেক, প্রোস্মার্ট আইটি জব কনসালটিংয়ের

প্রেসিডেন্ট মনির রহমান, বৃহত্তর রাজশাহীর সভাপতি মোহাম্মদ মজিব উদ্দিন জেন্টু, বিশিষ্ট ব্যবসায়ী আবু চৌধুরী, কাজী আছাদ উল্যাহ, জাহাঙ্গীর হোসেন ভূইয়া, শাহরিয়ার চৌধুরী বিদ্যুৎ, সাবেক ইউপি চেয়ারম্যান এ আর মাহবুবুল হক, বৃহত্তর দাউদকান্দি সোসাইটির সভাপতি মোহাম্মদ আবু মুছা, কমিউনিটি এক্টিভিস্ট তারেক হাবিব, বিশিষ্ট ব্যবসায়ী আব্দুস সামাদ টিটো, বিপ্লব সাহা, বীর মুক্তিযোদ্ধা প্রফেসর আব্দুল বাছির, ওয়ার্ল্ড ট্যুর অ্যান্ড ট্রাভেলের সিইও শামসুদ্দিন বশির, বিশিষ্ট ব্যবসায়ী আলমগীর হোসেন, ইউএস বাংলাদেশ ফ্রেন্ডস সোসাইটির সভাপতি সাইদুজ্জামান রিংকু।

বনভোজন সফলে সহযোগিতায় ছিলেন উপকমিটির উপদেষ্টা মঞ্জুরুল আলম হারুণ, হাসান মাহমুদ সুহেল, কবির হোসেন অভি, সেলিম আহমেদ, শামছু উদ্দিন শামীম, জামান তপন, সাইদুল ইসলাম রিয়াদ, তুহিন সরকার, লুৎফুর রহমান চুন্নু, দবির হোসেন শামীম, আলম সরকার, শাহ মোয়াল্লেম, নূরে আলম মনির, হেলাল উদ্দিন, বাবুল মিয়া, মোহাম্মদ ইউনুস সরকার, জাহাঙ্গীর সরকার, আবুল খায়ের আকন্দ, হাজি পেয়ার আহমেদ, জাকির হোসেন, বাসেদ ভুইয়া, নাদিম ইকবাল, জাকির হোসেন, তাফাজুল হাসেন, নূর মোহাম্মদ, আবু জাফর ইকরাম, আলমগীর হোসেন মোল্লা, মনির হোসেন, মাহাবুবুর রহমান, জামিল খান, মোহাম্মদ টিপু, মনিরুল ইসলাম, মাহাবুব আলম, আলী মিয়াজি, মোহাম্মদ আলম, তাজুল ইসলাম, মোহাম্মদ সাদেক, মোহাম্মদ ইব্রাহিম, মাসুদ, জামান মোহাম্মদ কলিম উল্যাহ, মোহাম্মদ রহিম ভূইয়া, তুহিন সরকার, আব্দুস সালাম, বাবুল মিয়া, জসিম উদ্দিন, ফয়েজ আহমেদ, নূর মোহাম্মদ, আবু বকর, সাইফুল ইসলাম প্রমুখ।

সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান ও পুরস্কার বিতরণ শেষে বনভোজনকে সফল এবং সার্থক করার জন্য ধন্যবাদ জানান সভাপতি ডা. ইনামুল হক ও সাধারণ সম্পাদক মোহাম্মদ এ সিদ্দিক পাটোয়ারি।

নিউ ইয়র্কে বাংলাদেশের নন্দিত সুরকার নকীব খানের জাদুকরী পরিবেশনায় মুগ্ধ শ্রোতারা

পরিচয় ডেস্ক : আশির দশক থেকে শুরু হয়ে বর্তমানের বাংলাদেশে ব্যান্ড সংগীত জগতের অন্যতম সেরা সুরকার-তারকা নকীব খান। গত ৭ আগস্ট তাঁরই সঙ্গীত জীবনের ৫০ বছর পুর্তিতে উডসাইডের কুইন্স প্যালেস মিলনায়তনে আয়োজিত সংগীত সন্ধ্যায় তিনি অংশ নেন। অনুষ্ঠানে প্রবাসী বাংলাদেশিদের হৃদয় জয় করে নেন সোলস ও রেনেসাঁ ব্যান্ডের প্রধান এই ভোকালিস্ট। শোটাইম মিউজিকের বিশেষ সহযোগিতায় এবং জ্যাকসন হাইটস এলাকাবাসী সংগঠন, ফাউমা ও কেবি মিউজিকের পৃষ্ঠপোষকতা ও তত্ত্বাবধানে এই সংগীত অনুষ্ঠান হয়।

অনুষ্ঠানটির সাফল্যের পেছনে ছিলেন আয়োজক কামরুজ্জামান বকুল, ফাহাদ সোলায়মান, সাইদুজ্জামান রিড, সাকিল মিয়া ও খায়রুল ইসলাম খোকন।

অনুষ্ঠানটি প্রাণবন্ত হয়ে ওঠে সাউন্ড গিয়ারের দক্ষ কারিগরি ব্যবস্থাপনায়। আর কিবোর্ডিস্ট নকিব খান ছিলেন যেন এক সংগীতের জাদুকরড়্যার সুরের মায়াজালে বুঁদ হয়ে ছিলেন দর্শক-শ্রোতারা।এছাড়া অনবদ্য ড্রাম বাজিয়ে মুগ্ধ করেন সাইদুজ্জামান রিড। শুরুতে সংগীত পরিবেশন করেন কামরুজ্জামান বকুল, আফতাব জনি, তৃনিয়া হাসান এবং আরও কয়েকজন অতিথি শিল্পী। তাদের পরিবেশনা মূল পর্বের আগে অনুষ্ঠানের আবহ তৈরি করে দেয়। রাত যত গভীর হয়, পরিবেশ ততই ঘোরলাগা হয়ে ওঠে। দর্শক-শ্রোতারা যেন হারিয়ে যান স্মৃতির সুরেলি ভুবনে। কনসার্টের মধ্যমণি নকীব খান তার অসাধারণ গায়কি ও পরিবেশনায় উপহার দেন এক অনন্য অভিজ্ঞতা। এই উপলক্ষ্যে, তার সংগীত জীবনের ৫০ বছর পূর্তি উদ্‌যাপন করতে আয়োজকরা সম্মিলিতভাবে তার হাতে বিশেষ সম্মাননা তুলে দেন। অনুষ্ঠান সঞ্চালনায় ছিলেন মিয়া মোহাম্মদ দুলাল। এই উদ্যোগ নেওয়ার জন্য বিশেষ ধন্যবাদ জানানো হয় রিজিয়া পারভিন, কামরুজ্জামান বকুল , সাইদুজ্জামান রিড, ফাহাদ সোলায়মান, সাকিল মিয়া সহ সংশ্লিষ্ট সকলকে ধন্যবাদ জানানো হয়। জ্যাকসন হাইটস এলাকাবাসী পক্ষে ধন্যবাদ জানানো হয় সাউন্ড গেয়ার, তুষার পিক, ইউ এস বাংলা সহ সব সংগীত ও যন্ত্র সংগীত শিল্পী, উপস্থাপক, উপস্থাপিকা ও উপস্থিত শুভানুধ্যায়ীদের। জলি আহমেদ প্রেরিত

অনেক ইহুদি ভোটার মামদানিকে সমর্থন করছেন

৫৪ পৃষ্ঠার পর

অনুভূতি তবে একটি বিষয় খুব কমই উঠে এসেছে। তা হলো ইসরায়েল। স্যাডফ জানান, যখন কেউ, এমনকি ইহুদি ভোটাররাও ইসরায়েলের প্রসঙ্গ তুলেছেন, তখনো তাঁদের কথা গাজা যুদ্ধ এবং এর ফলে ছড়িয়ে পড়া ক্ষুধা ও প্রায় ৬০ হাজার মানুষ (গাজা প্রশাসনের তথ্য অনুযায়ী) নিহত হওয়ার বিষয়ে নিজেদের উদ্বেগ ঘিরে ছিল।

‘আমার মনে হয়, আমরা যা অনেক দিন ধরে জানি, এ প্রচার আমাদের তেমন কিছুই দেখিয়ে দিয়েছে’, বলেন স্যাডফ। তিনি একজন ইহুদি ও ম্যানহাটানে বাইকের কারিগর হিসেবে কাজ করেন। তাঁর কথায়, ‘নিউইয়র্কে প্রায় ১০ লাখ ইহুদি আছেন। তাঁদের নানা বিষয়ে নানা মত রয়েছে।’

ডেমোক্রেটিক পার্টির প্রাইমারিতে (প্রাথমিক বাছাই ভোট) মামদানির সুস্পষ্ট জয় অনেক ইহুদি নাগরিককে উদ্বিগ্ন করেছে। কারণ, তিনি ইসরায়েলবিরোধী মনোভাব প্রকাশে নির্ভীক। কিন্তু অনেক ইহুদি নিউইয়র্কবাসীও তাঁকে ভোট দিয়েছেন।

এই ভোটারদের অনেকে সাক্ষাৎকারে বলেছেন, ইসরায়েল নিয়ে মামদানির অবস্থান তাঁদের বিচলিত করেননি; বরং নিউইয়র্ক শহরের জীবনযাত্রার ব্যয় নিয়ে তিনি যেভাবে গুরুত্ব দিয়েছেন, সেটিই তাঁদের কাছে মুখ্য বিবেচ্য বিষয় হয়ে উঠেছে। অনেকে বলেছেন, ফিলিস্তিনিদের সঙ্গে ইসরায়েলের আচরণের বিষয়ে মামদানির প্রতিবাদ তাঁদের নিজের অবস্থানের সঙ্গেই মেলে।

মামদানি এমনভাবে ইসরায়েলের সমালোচনা করেছেন, যা একসময় নিউইয়র্কের মতো শহরে কোনো নির্বাচিত কর্মকর্তার জন্য অকল্পনীয় ছিল। যুক্তরাষ্ট্রের সবচেয়ে বেশি ইহুদি জনসংখ্যা এ শহরের। তারপরও তিনি ইসরায়েলকে ‘বর্ণবৈষম্যমূলক রাষ্ট্র’ বলে উল্লেখ করেছেন। বলেছেন, শুধু ইহুদিদের পক্ষে রাজনৈতিক ও আইনি কাঠামো না সাজিয়ে দেশটিকে সব ধর্মের মানুষের সমান অধিকার নিশ্চিত করতে হবে। ইসরায়েলকে আর্থিকভাবে কোণঠাসা করতে চাওয়া ‘বর্জন, পুঁজি প্রত্যাহার ও নিষেধাজ্ঞা’ (বিডিএস) আন্দোলনকে সমর্থন জানিয়েছেন তিনি।

এমনকি গাজায় গণহত্যা চলছেড়এ বক্তব্যেও মামদানি একমত। এ বক্তব্য তুলে ধরেছেন ইসরায়েলের নেতৃস্থানীয় মানবাধিকার সংস্থাগুলো ও গণহত্যাবিষয়ক গবেষকেরা। এই গবেষকদের মধ্যে কেউ কেউ ইসরায়েলি। তবে ইসরায়েল সরকার এ অভিযোগ অস্বীকার করেছে।

ইসরায়েল নিয়ে মামদানির এমন অবস্থান তাঁকে জায়নবাদী ইহুদি গোষ্ঠীগুলোর কাছ থেকে দূরে সরিয়ে দিয়েছে। এসব গোষ্ঠীর অনেকে তাঁকে ইহুদিবিদ্বেষী আখ্যা দিয়েছে। যদিও মামদানি এ অভিযোগ জোরালোভাবে অস্বীকার করেছেন। তাঁর প্রতিদ্বন্দ্বীদের কেউ কেউ, বিশেষ করে সাবেক গভর্নর (নিউইয়র্ক অঙ্গরাজ্যের) অ্যান্ড্রু কুমো তাঁর বিরুদ্ধে এসব বিষয়কে প্রচারণায় ব্যবহার করেছেন। কুমো এবার মেয়র পদের নির্বাচনে স্বতন্ত্র প্রার্থী হিসেবে লড়ছেন।

মামদানি এমনভাবে ইসরায়েলের সমালোচনা করেছেন, যা একসময় নিউইয়র্কের মতো শহরে কোনো নির্বাচিত কর্মকর্তার জন্য অকল্পনীয় ছিল। যুক্তরাষ্ট্রের সবচেয়ে বেশি ইহুদি জনসংখ্যা এ শহরের। তারপরও তিনি ইসরায়েলকে ‘বর্ণবৈষম্যমূলক রাষ্ট্র’ বলে উল্লেখ করেছেন। বলেছেন, শুধু ইহুদিদের পক্ষে রাজনৈতিক ও আইনি কাঠামো না সাজিয়ে দেশটিকে সব ধর্মের মানুষের সমান অধিকার নিশ্চিত করতে হবে। ইসরায়েলকে আর্থিকভাবে কোণঠাসা করতে চাওয়া ‘বর্জন, পুঁজি প্রত্যাহার ও নিষেধাজ্ঞা’ (বিডিএস) আন্দোলনকে সমর্থন জানিয়েছেন তিনি।

এমনকি গাজায় গণহত্যা চলছেড়এ বক্তব্যেও মামদানি একমত। এ বক্তব্য তুলে ধরেছেন ইসরায়েলের নেতৃস্থানীয় মানবাধিকার সংস্থাগুলো ও গণহত্যাবিষয়ক গবেষকেরা। এই গবেষকদের মধ্যে কেউ কেউ ইসরায়েলি। তবে ইসরায়েল সরকার এ অভিযোগ অস্বীকার করেছে।॥

ইসরায়েল নিয়ে মামদানির এমন অবস্থান তাঁকে জায়নবাদী ইহুদি গোষ্ঠীগুলোর কাছ থেকে দূরে সরিয়ে দিয়েছে। এসব গোষ্ঠীর অনেকে তাঁকে ইহুদিবিদ্বেষী আখ্যা দিয়েছে। যদিও মামদানি এ অভিযোগ জোরালোভাবে অস্বীকার করেছেন। তাঁর প্রতিদ্বন্দ্বীদের কেউ কেউ, বিশেষ করে সাবেক গভর্নর (নিউইয়র্ক অঙ্গরাজ্যের) অ্যান্ড্রু কুমো তাঁর বিরুদ্ধে এসব বিষয়কে প্রচারণায় ব্যবহার করেছেন। কুমো এবার মেয়র পদের নির্বাচনে স্বতন্ত্র প্রার্থী হিসেবে লড়ছেন।

স্টিভ ইসরায়েল সাবেক ডেমোক্র্যাট কংগ্রেস সদস্য। তিনি লং আইল্যান্ড ও কুইন্সের কিছু অংশের প্রতিনিধিত্ব করেছেন। স্টিভ বলেন, প্রাইমারিতে মামদানির জয় কিছু ইহুদি নিউইয়র্কবাসীর কাছে ‘টোয়াইলাইট জোন স্টাফ’ (অস্বাভাবিক ও অবিশ্বাস্য পরিস্থিতি, যা বাস্তবতা থেকে বিচ্ছিন্ন) এর মতোই অদ্ভুত লেগেছে।

স্টিভ বলেন, ইসরায়েল নিয়ে মামদানির দৃষ্টিভঙ্গি এখনো ইহুদি সমাজে স্বীকৃত মূলধারার চিন্তা থেকে অনেক দূরে। ভাগ্যের পরিহাস এই যে অর্থনৈতিক ইস্যুতে তাঁর প্রগতিশীল নীতিগুলো ইহুদি ভোটারদের এক বড় অংশের সমর্থন পেতে পারত। কিন্তু ইসরায়েল নিয়ে তাঁর বিষাক্ত অবস্থান ওই একই ভোটারদের জন্য সেটি মেনে নেওয়া অসম্ভব করে তুলেছে।

তবুও এসবের কিছুই মামদানিকে তাঁর প্রধান প্রতিদ্বন্দ্বী কুমোর বিরুদ্ধে প্রাইমারিতে সুস্পষ্ট জয় পাওয়া থেকে আটকে রাখতে পারেনি।মামদানিকে ঠিক কত ইহুদি ভোটার সমর্থন দিয়েছেন, তা নির্ধারণ করা কঠিন। এমনকি নিউইয়র্কেও ইহুদি জনসংখ্যা বেশির ভাগ জরিপে নির্ভুলভাবে পরিমাপ করা যায় না। কারণ, এখানকার জনসংখ্যার অনুপাতে তাঁরা তুলনামূলকভাবে বেশ কম। যেসব এলাকায় অর্থোডক্স (রক্ষণশীল) ইহুদি সম্প্রদায়ের সংখ্যা বেশি, সেখানে কুমো বিপুল ভোটে জিতেছেন। ব্রঙ্কসের রিভারডেলসহ কিছু ঘনবসতিপূর্ণ ইহুদি অঞ্চলেও তিনি এগিয়ে ছিলেন। তবে অর্থোডক্সদের বাইরে ইহুদি ভোটারদের বসবাস ছড়ানোছিটানো হওয়ায় ভোটকেন্দ্রভিত্তিক বিশ্লেষণটা কঠিন।

তবু মামদানির এমন বড় জয় এটিই বোঝায়, তিনি নানা সম্প্রদায় থেকেই অন্তত কিছু সমর্থন পেয়েছেন। নির্বাচনের আগের জরিপগুলো মামদানির সমর্থনকে সাধারণভাবে কম দেখিয়েছিল। সেগুলোতেও দেখা গেছে, ইহুদি ভোটারদের মধ্যে তাঁর সমর্থন ছিল দুই অঙ্কের ঘরে (১০ শতাংশ বা এর বেশি)।

র্যাঙ্কড চয়েস ভোটিংয়ের ফলাফলেও দেখা গেছে, শহরের সর্বোচ্চ পদস্থ ইহুদি কর্মকর্তা ও সিটি কম্পট্রোলার ব্র্যাড ল্যান্ডারকে যাঁরা প্রথম পছন্দ হিসেবে ভোট দিয়েছেন, তাঁদের দুইতৃতীয়াংশই দ্বিতীয় পছন্দ হিসেবে মামদানিকে বেছে নিয়েছেন। ব্র্যাড ল্যান্ডার নিজেও প্রাথমিক ভোটে মামদানিকে সমর্থন জানিয়েছিলেন। উল্লেখ্য, র্যাঙ্কড চয়েস ভোটিং পদ্ধতিতে ভোটাররা একাধিক প্রার্থীকে পছন্দের ক্রম, অর্থাৎ প্রথম, দ্বিতীয়, তৃতীয় ইত্যাদি অনুসারে ভোট দেন। মামদানির প্রচার দলের যোগাযোগ পরিচালক ও তাঁর একাধিক ইহুদি উপদেষ্টার একজন জেফরি লার্নার। তিনি এক বিবৃতিতে বলেছেন, ধনকুবের শ্রেণি ও রিপাবলিকানদের লাগাতার ভয়ভীতি দেখানোর পরও হাজার হাজার ইহুদি নিউইয়র্কবাসী গর্বের সঙ্গে জুনের নির্বাচনে মামদানিকে ভোট দিয়েছেন। এতে অবাক হওয়ার কিছু নেই। সম্প্রতি এক শনিবার প্রোসপেক্ট পার্কে ‘টট শাব্বাত’ নামে আয়োজিত এক অনুষ্ঠানে মামদানি নগরবাসীর জীবনযাত্রা সাশ্রয়ী করা ও বসবাসযোগ্য শহর তৈরির বিষয় সামনে আনেন। অনুষ্ঠানে গণপরিবহন নিয়ে জানতে দুই ডজন ইহুদি পরিবার একত্র হয়। এ আয়োজনের পেছনে ছিল ‘জিউশ ফর রেসিয়াল অ্যান্ড ইকোনমিক জাস্টিস’ নামে মামদানির প্রচারে সরব এক গোষ্ঠী।

অনুষ্ঠানে অংশ নেওয়া ৩৭ বছর বয়সী এমিলি হফম্যান বলেন, ‘আমি একজন ইহুদি হিসেবে তাঁকে ভোট দিতে পেরে গর্বিত।’ আশপাশে শিশুদের কেউ গান গাইছিল, কেউ বই পড়ছিল, কেউ কাডবোর্ডের তৈরি বাসের পাশে খেলছিল, যেটি প্রতীকীভাবে মামদানির দ্রুত ও বিনা ভাড়ায় বাস পরিষেবার নির্বাচনী প্রতিশ্রুতি তুলে ধরছিল।

‘জোহরানকে শুধু তাঁর জাতিগত পরিচয় আর ফিলিস্তিন নিয়ে রাজনৈতিক অবস্থানের কারণে যেন শুরুর দিক থেকেই ইহুদিবিদ্বেষী হিসেবে ধরে নেওয়া হচ্ছে। এটা খুবই অন্যায়’, বলেন হফম্যান। চূড়ান্ত ভোটে জিতলে মামদানি হবেন নিউইয়র্কের ইতিহাসে প্রথম মুসলিম মেয়র।

হফম্যান বলেন, গাজায় মানবিক পরিস্থিতির যে ভয়াবহ ছবি তিনি দেখেছেন, তা তাঁকে নাড়া দিয়েছে। এগুলো তাঁকে শৈশবে দেখা হলোকাস্টের ছবি মনে করিয়ে দিয়েছে। তিনি আরও বলেন, ‘ইসরায়েলকে সব ধর্মের মানুষের সমান অধিকার নিশ্চিত করতে হবে, এটা তো সোজাসাপটা সাধারণ বোধের কথা। আপনি যদি এর বিরুদ্ধে যান, তাহলে আপনি ন্যায়ের পক্ষে নেই।’ সম্প্রতি নিউইয়র্কের ওয়েস্টহ্যাম্পটন বিচে হ্যাম্পটন সিনাগগে দেওয়া এক বক্তব্যে অ্যান্ড্রু কুমো মামদানির বিজয়ের কারণ হিসেবে তরুণ ভোটারদের জোয়ার এবং ইসরায়েল ও ইহুদিবিদ্বেষ নিয়ে তাঁদের ভিন্ন দৃষ্টিভঙ্গির কথা তুলে ধরেন।

ইসলামিক সাংস্কৃতিক ঐতিহ্যে আর বর্ণাঢ্য আয়োজনে ফিলাডেলফিয়ায় তিনদিনব্যাপী মুনা কনভেনশন শুরু

৫৪ পৃষ্ঠার পর

অধিবেশনে 'ইসলামী পারিবারিক শিক্ষা ও পরিবার গঠনে স্বামী-স্ত্রীর দায়িত্ব ও কর্তব্য' নিয়ে আলোচনা করেন ব্যারিস্টার হামিদ হোসেন আজাদ ও ড. আবুল কালাম আজাদ বাশার। পরবর্তীতে উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে স্বাগত বক্তব্য রাখেন মুনার ন্যাশনাল এক্সিকিউটিভ ডাইরেক্টর আরমান চৌধুরী। এছাড়াও বক্তব্য রাখেন নিহাদ আওয়াদ, ইমাম মোহাম্মদ আলী, সাফা জারজুর, ড. ওসামা আবু আরশাদ, ড. আয়মান হাম্মুস, সালমান মুজাহিদ, ওসামা জামাল ও মুনার ন্যাশনাল প্রেসিডেন্ট ইমাম দেলোয়ার হুসাইন। শুক্রবার প্রথম দিনে বিভিন্ন বিষয়ে মোট ১১টি সেশন অনুষ্ঠিত হয়। এর মধ্যে

ছিল- ইসলামের বিশ্বব্যাপী প্রসার থেকে শিক্ষা, বিশ্বজুড়ে দ্বীনের আলো ছড়ানো পথপ্রদর্শকরা, আলো ছড়িয়ে দিন, ঐক্য গড়ে তুলুন, সহনশীল মুসলিম যুবক, সিস্টার অনলি এন্টারটেইনমেন্ট সেশন, সংঘাতের ছায়া : মার্কিন ন্যায়বিচারের উপর কাশ্মীরের প্রতিফলন, সংগ্রামের প্রতিধ্বনি : আমেরিকান বিচারে কাশ্মীরের সমান্তরালতা প্রভৃতি বিষয়ে সেমিনার। এসব সেমিনাওে যুক্তরাষ্ট্র, কানাডা ও ইউরোপের ইসলামিক ১০টি সংগঠনের শীর্ষ নেতৃবৃন্দ অংশ নেন বলে মুনা'র ন্যাশনাল মিডিয়া ডিরেক্টর আনিসুর রহমান গাজী জানান।

মুনা কনভেনশনের প্রথম দিনে সর্বস্তরের অন্তত ১০ হাজার নারীপুরুষ এবং শিশু-কিশোর-কিশোরীরা অংশ নেয় বলে প্রত্যক্ষদর্শীরা জানান। কনভেনশনে শনিবারের কর্মকান্ড সকাল সাড়ে দশটা থেকে শুরু হয়ে রাত এগারোটা পর্যন্ত চলে। এদিনের উল্লেখযোগ্য অনুষ্ঠানমালার মধ্যে ছিলো শিশু-কিশোর, ইয়ুথ, ও নারী বিষয়ক বিশেষ অনুষ্ঠান। রোববার থাকব 'মেট্রোমোনিয়ল ডে'তে ইয়াং ছেলে-মেয়ে, যারা অবিবাহিত রয়েছেন তাদের ম্যাচ মেকিং এর জন্য কিছু স্পেশাল প্রোগ্রাম।

এছাড়াও কনভেনশনের উল্লেখযোগ্য কর্মকান্ডের মধ্যে রয়েছে একাধিক সেমিনার, শিশুদের বিভিন্ন রাইড, ইসলামিক সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান, বাজার, ইয়্যুথ প্রোগ্রাম, সিস্টার্স প্রোগ্রাম প্রভৃতি। কনভেনশনে দেশ-বিদেশের আমন্ত্রিত ইসলামিক স্কলাররা বক্তব্য রাখবেন। এছাড়াও বাংলাদেশের

জনপ্রিয় ইসলামিক স্কলার ড. মিজানুর রহমান আজহারী ও শায়েখ আমাদউল্লাহ ভার্চ্যুয়ালী কনভেনশনে বক্তব্য রাখবেন।

উল্লেখ্য, মুসলিম উম্মাহ অফ নর্থ আমেরিকা-মুনা একটি অলাভজনক দাওয়াহ ভিত্তিক সমাজ সেবামূলক জাতীয় সংগঠন হিসেবে যুক্তরাষ্ট্রে প্রধান নগরী নিউ ইয়র্কে প্রতিষ্ঠিত হয় ১৯৯০ সালে। মুনা প্রতিষ্ঠার মূল লক্ষ্য ছিল ব্যক্তিগত, নৈতিক ও মানুষের জীবনের সামাজিক মানোন্নয়নের মাধ্যমে মহান আল্লাহ তা'য়ালার সন্তুষ্টি অর্জন। ইতোমধ্যে যুক্তরাষ্ট্রের ৫০টি অঙ্গ রাজ্যে মুনা'র কার্যক্রম বিস্তৃতি লাভ করেছে। মুসলমানদের সামাজিক, ধর্মীয় ও নাগরিক জীবনকে সমৃদ্ধ করার পাশাপাশি কমিউনিটির সেবায় নিয়োজিত করতে মুনা মুসলমানদের সুসংগঠিত করতে সদা সচেষ্ট। মুনা মুসলমানদেরকে তাদের ব্যক্তিগত ও সামাজিক জীবনে ইসলাম চর্চার আহবান জানিয়ে ভিন্ন ধর্মাবলম্বীদের কাছেও ইসলামের দাওয়াত পৌঁছাতে চেষ্টা করে। এছাড়া আমেরিকায় বিভিন্ন সমাজসেবামূলক কাজকর্মের সাথে মুনা অত্যন্ত সক্রিয়ভাবে জড়িত। খবর ইউএনএ'র।

বাংলাদেশে সাংবাদিক হত্যা: আইন-শৃঙ্খলা নিয়ে চরম উদ্বেগ

৯ পৃষ্ঠার পর

করবেন।

আগেও হুমকি পেয়েছিলেন তুহিন

দৈনিক প্রতিদিনের কাগজ পত্রিকার গাজীপুর প্রতিনিধি তুহিন একমাস আগেও হুমকি পাওয়ার কথা তার পত্রিকার সম্পাদককে জানিয়েছিলেন।

দৈনিক প্রতিদিনের কাগজ পত্রিকার সম্পাদক মো. খায়রুল আলম রফিক ৮ আগষ্ট শুক্রবার বলেন, ''তুহিন এক মাস আগে আমাকে বলেছিলেন গাজীপুরের সদর থানায় এমএলএম প্রতারণার ঘটনায় একটি মামলা হয়েছে, ডিবি দুইজনকে গ্রেপ্তার করেছে। এখানে একটি সাংবাদিক চক্র ছিল, তারা সাধারণ মানুষের কাছ থেকে প্রায় শত কোটি টাকা হাতিয়ে নিয়েছে। তুহিন জানিয়েছিলেন এই ঘটনা নিয়ে তিনি নিউজ করেছেন এবং ফেসবুকে লাইভ করেছেন, এরপর তাকে হুমকি দেওয়া হয়।''

খায়রুল আলম বলেন, ''তুহিনকে যেভাবে কুপিয়ে ও গলা কেটে হত্যা করা হয়েছে, তাতে বোঝা যায় এটি একটি পরিকল্পিত হত্যাকাণ্ড। বিগত দিনে বাংলাদেশে কোনো সাংবাদিক হত্যাকাণ্ডের বিচার হয়নি। এরই ধারাবাহিকতায় সাংবাদিক তুহিনকে হত্যা করা হয়েছে। আমরা এর বিচার চাই।''

দৈনিক প্রতিদিনের কাগজ-এর সম্পাদক আরো বলেন, ''সিসিটিভি ফুটেজে খুনিদের স্পষ্ট চেহারা দেখা গেল৷ তাদের সবাইকে কেন এখনো পুলিশ গ্রেপ্তার করতে পারছে না সেই প্রশ্ন রয়েছে। স্থানীয় প্রশাসনের গাফিলতিতে আছে। আমি চাই, যারা হত্যাকারী, তাদের দ্রুত গ্রেপ্তার করা হোক।''

মো. খায়রুল আলম রফিক শুক্রবার দুপুরে তুহিনের লাশ নিয়ে গাজীপুর থেকে ময়মনসিংহ যাচ্ছিলেন। তাদের সঙ্গে ছিলেন তুহিনের স্ত্রী ও পরিবারের অন্য সদস্যরা। এ সময় তুহিনের স্ত্রী ফরিদা আক্তার ডয়চে ভেলেকে বলেন, ''আমার সব শেষ হয়ে গেছে, ওরা ওকে মেরে ফেলেছে...৷ এরপর কণ্ঠ থেমে যায় ফরিদার।

৩দায়িত্ব পালনে ভয় পাচ্ছে সৌরভ৩

হামলা চালিয়ে সৌরভকে গুরুতর আহত করার ঘটনায় গাজীপুর সদর থানায় মামলা করেছেন তার মা আনোয়ারা সুলতানা। এজাহারে তিনি জানিয়েছেন, সাহাপাড়া এলাকার শিওর লাইফ হাসপাতালের সামনে অটোরিক্সা ও সিএনজি থেকে চাঁদা উত্তোলন সংক্রান্ত সংবাদ সংগ্রহের জন্য ৬ আগস্ট বিকাল ৩টায় সৌরভ সেখানে যান। বিষয়টি জানতে পেরে রক্তিম, সৌরভ, ফরিদসহ অজ্ঞাত ১৫-২০ জন সেখান থেকে সৌরভকে অপহরণ করে সাহাপাড়া এলাকার মোতালেবের চায়ের দোকানের পেছনের তিন রাস্তা মোড়ের পাশে একটি নির্জন স্থানে নিয়ে মারধর করে। সৌরভের পকেট থেকে দুটি মোবাইল ফোন এবং মাসিক বেতনের ২৬ হাজার ২০০ টাকা নিয়ে নেয় দুর্বৃত্তরা।

হত্যার উদ্দেশ্যে তার মাথায় আঘাতের কথা উল্লেখ করে এজাহারে আরো বলা হয়েছে, আসামিরা সৌরভের দুই পায়ের হাটুর নিচে ইট দিয়ে বাড়ি মেরে গুরুতর জখম করে। বিষয়টি দেখে লোকজন থানায় খবর দেয়। পরে পুলিশ তাকে উদ্ধার করে হাসপাতালে ভর্তি করে।

এই ঘটনার ভিডিও ফুটেজ সংগ্রহ করেছেন জানিয়ে এজাহারে সৌরভের মা আনোয়ারা লিখেছেন, ''আসামীদের নামে মাদক, অস্ত্র, হত্যা মামলা আছে মর্মে স্থানীয়ভাবে আমি জানতে পেরেছি। বর্তমানে আমার ছেলে সৌরভ পেশাগত দায়িত্ব পালনে ভয় পাচ্ছে।''

এই ঘটনার ভিডিও ফুটেজ সংগ্রহ করেছেন জানিয়ে এজাহারে সৌরভের মা আনোয়ারা লিখেছেন, ''আসামীদের নামে মাদক, অস্ত্র, হত্যা মামলা আছে মর্মে স্থানীয়ভাবে আমি জানতে পেরেছি। বর্তমানে আমার ছেলে সৌরভ পেশাগত দায়িত্ব পালনে ভয় পাচ্ছে।''

গাজীপুরে এক সাংবাদিককে হত্যা এবং আরেকজনকে পিটিয়ে জখম করার প্রতিবাদে ঢাকাসহ দেশের বিভিন্ন অঞ্চলে শুক্রবার প্রতিবাদ কর্মসূচি পালন করেছেন সাংবাদিকেরা।

ঢাকা রিপোর্টার্স ইউনিটি (ডিআরইউ)-র সাধারণ সম্পাদক মাইনুল হাসান সোহেল ডয়চে ভেলেকে বলেন, ''সরকারে যে-ই থাকুক না কেন কখনোই সাংবাদিকেরা নিরাপদ না, সেটি বারবার প্রমাণিত হচ্ছে। সাগর-রুনি থেকে শুরু করে কোনো সাংবাদিক হত্যার বিচারই আজ পর্যন্ত আমরা পাইনি। আমরা চাই সাংবাদিক হত্যার বিচার এবং সাংবাদিকদের নির্যাতন, নিপীড়নের ঘটনাগুলোর বিচারে সরকার আলাদা ট্রাইব্যুনাল গঠন করুক। রাষ্ট্রের চতুর্থ স্তম্ভ হিসেবে সাংবাদিকদের জন্য সরকারের যে দায়, সরকার সেটা কখনোই পূরণ করেনি।''- সংবাদসূত্র জার্মান বেতার ডয়চে ভেলে

বাংলাদেশ সীমান্তবর্তী এলাকায় আদিবাসীদের বন্দুকের লাইসেন্স দেবে আসাম সরকার

৮ পৃষ্ঠার পর

মুখ্যমন্ত্রী ঝুঁকিপূর্ণ এলাকা হিসেবে বারপেটা, ধিং, ধুবরি, জানিয়া, মরিগাঁও, নগাঁও, রুপাহি এবং দক্ষিণ সালমারা-মানকাচর জেলার নাম উল্লেখ করেনছ যেখানে বাংলাদেশের বংশোদ্ভূত মুসলিমদের সংখ্যা তুলনামূলকভাবে বেশি। ২০১১ সালের আদমশুমারি অনুযায়ী, আসামের ৩.১ কোটি জনসংখ্যার মধ্যে মুসলিমরা প্রায় ৩৫ শতাংশ এবং হিন্দুরা সংখ্যাগরিষ্ঠ।

রাজনৈতিক ও সামাজিক প্রতিক্রিয়া এই সিদ্ধান্তের সমালোচনা করেছে বিরোধী দল কংগ্রেস। রাজ্য সভাপতি গৌরব গগৈ বলেন, "বিজেপি সরকার এমন একটি পরিবেশ তৈরি করছে যেখানে মানুষের মৌলিক চাহিদার চেয়ে অস্ত্রের ওপর বেশি গুরুত্ব দেওয়া হচ্ছে।চ

তিনি আশঙ্কা প্রকাশ করেন, এই সিদ্ধান্তের ফলে রাজ্যে সংঘর্ষ, অপরাধ এবং চাঁদাবাজি বাড়তে পারে। তাঁর অভিযোগ, এই অস্ত্র নীতি বিজেপি ও আরএসএস সমর্থকদের হাতে লাইসেন্স তুলে দেওয়ার কৌশল হতে পারে।

বিশ্লেষকরা মনে করছেন, মুখ্যমন্ত্রী হিমন্তের এ সিদ্ধান্ত বিজেপি সরকারের বৃহত্তর রাজনৈতিক পরিকল্পনার অংশ, যা অসমীয়াভাষী সংখ্যাগরিষ্ঠদের সুরক্ষার নামে বাংলাভাষী মুসলিমদের প্রান্তিক করার একটি কৌশল।

উল্লেখ্য, ২০১৯ সালে আসামই প্রথম নাগরিকত্ব যাচাইয়ের বিতর্কিত প্রক্রিয়া (ঘজঈ) চালু করে। এতে প্রায় ২০ লাখ মানুষ বাদ পড়েন, যাদের অধিকাংশই ছিলেন মুসলিম। উত্তেজনার পেছনে পটভূমি আসামে দীর্ঘদিন ধরেছ অবৈধ বিদেশি চিহ্নিত করে উচ্ছেদ অভিযান চালিয়ে যাচ্ছে সরকার, যার টার্গেটে মূলত বাংলাভাষী মুসলিম সম্প্রদায়।

মুখ্যমন্ত্রী সম্প্রতি মন্তব্য করেছেন, "বাংলাদেশের সাম্প্রতিক রাজনৈতিক পরিস্থিতির কারণে সীমান্তবর্তী আদিবাসী জনগণ নিরাপত্তাহীনতায় ভুগছেন।" বন্দুক নীতির ভবিষ্যৎ ভারতের অন্যান্য রাজ্যগুলোর তুলনায় আসামে বন্দুক আইনের এই শিথিলতা নজিরবিহীন। অনেকেই মনে করছেন, এ সিদ্ধান্ত সামাজিক অস্থিরতা এবং সাম্প্রদায়িক উত্তেজনা উসকে দিতে পারে।

অনেক ইহুদি ভোটার মামদানিকে সমর্থন করছেন

৪৮ পৃষ্ঠার পর

কুমো ইসরায়েলের অকুণ্ঠ সমর্থনকে নিজের রাজনৈতিক পরিচয়ের অংশ হিসেবে প্রতিষ্ঠা করেছেন। গত বছর আন্তর্জাতিক অপরাধ আদালত যখন ইসরায়েলের প্রধানমন্ত্রী বেনিয়ামিন নেতানিয়াহুর বিরুদ্ধে যুদ্ধাপরাধের অভিযোগে গ্রেপ্তারি পরোয়ানা জারি করেন, তখন তাঁর আইনি দলের সঙ্গে যুক্ত হন কুমো।

বক্তৃতায় কুমো দাবি করেন, প্রাইমারিতে ইহুদি ভোটারদের অর্ধেকের বেশি মামদানিকে ভোট দিয়েছেন। যদিও এ দাবির পক্ষে তিনি কোনো তথ্য দেননি। কুমো সিনাগগে উপস্থিত ধনী ও বয়স্ক ব্যক্তিদের সহায়তা কামনা করেন।

'দ্য ফরোয়ার্ড' নামের একটি ইহুদি গণমাধ্যমে প্রকাশিত বক্তব্যে কুমো বলেন, ৩০ বছরের নিচের তরুণেরা ফিলিস্তিনপন্থী। কিন্তু তাঁরা এটাকে ইসরায়েলবিরোধিতা বলে মনে করেন না।

'তাঁদের (এসব তরুণ ফিলিস্তিনি) কাছে ইসরায়েলবিরোধিতা মানে বিবির (নেতানিয়াহু) নীতি বা ইসরায়েল সরকারের নীতির বিরোধিতা। আর তাঁরা খুব উৎসাহী ছিলেন, ভোট দিতেও এসেছেন', বলেন কুমো।

তবে মামদানির সমর্থকেরা শুধু তরুণ নন, নানা বয়সের মানুষই আছেন সেখানে। আর তাঁদের অনেকেই তাঁর এ বিশ্বাসের সঙ্গে একমত যে ইহুদি নিউইয়র্কারদের সমর্থন করেও ইসরায়েলের সমালোচনা করা যায়।

চলছে ২৫ বছরপূর্তি অনুষ্ঠানের আয়োজন, বিপুল উৎসাহ-উদ্দীপনায় জ্যামাইকা বাংলাদেশ ফ্রেন্ডস সোসাইটি'র ফ্যামিলি বারবিকিউ পার্টি

পরিচয় ডেস্ক : নিউইয়র্কের স্বনামধন্য সামাজিক সংগঠন জ্যামাইকা বাংলাদেশ ফ্রেন্ডস সোসাইটি ইনক'র ২৫ বছর অতিক্রম করছে। প্রস্তুতি চলছে ব্যাপক আয়োজনে ২৫ বছরপূর্তী অনুষ্ঠান আয়োজনের। আগামী অক্টোবর মাসের সুবিধাজনক সময়ে দু'দিনব্যাপী এই অনুষ্ঠান আয়োজিত হবে। এদিকে যুক্তরাষ্ট্রে 'সামার ভ্যাকেশন' উপভোগ করতে গত ৪ আগষ্ট সোমবার কুইন্সের কার্নিংহাম পার্কে আয়োজন করা হয় 'ফ্যামিলি বারবিকিউ পার্টি'র। বিপুল উৎসাহ-উদ্দীপনায় অনুষ্ঠিত এই পার্টিতে ছিলো নানা আয়োজন। এতে নির্বাচিত জনপ্রতিনিধি ও মূলধারার রাজনীতিক সহ সর্বস্তরের প্রবাসী বাংলাদেশী সপরিবারে অংশ নেয়। দিনভর আয়োজিত অনুষ্ঠানে বিপুল সংখ্যক

প্রবাসীর অংশগ্রহনের ফলে অনুষ্ঠানটি বাংলাদেশীদের মিলন মেলায় পরিণত হয়। অনুষ্ঠানে খাবার দাবারের পাশাপাশি বারবাকিউ পার্টি, বাচ্চাদের জন্য হাটডগ, অভিভাবকদের জন্য ঝাল মুড়ি ও আম ভর্তাসহ ছিলো নানা আয়োজন। আরো ছিলো খেলাধুলা, সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান ও র‍্যাফল ড্র। ছিলো অতিথিদের দিনভর আড্ডা।

ব্যাতিক্রমী এই অনুষ্ঠানে অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি ছিলেন ইউএস কংগ্রেসওম্যান গ্রেস মেং। এছাড়াও বিশেষ অতিথি ছিলেন নিউইয়র্ক স্টেট সিনেটর জন লু, কুইন্স বরো প্রেসিডেন্ট ডোনাভান রিচার্ড, সিটি কাউন্সিম্যান লিন্ডা লি এবং বাংলাদেশ সোসাইটির সভাপতি আতাউর রহমান সেলিম ও সাধারণ সম্পাদক মোহাম্মদ আলী। এছাড়াও বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গের মধ্যে আমন্ত্রিত অতিথি ছিলেন মূলধারার রাজনীতিক ড. দিলীপ নাথ, কুইন্স ডিস্ট্রিক্ট এটর্নীর প্রতিনিধি রোকেয়া আক্তার, বাংলাদেশ সোসাইটির সিনিয়র ট্রাষ্টি বোর্ড সদস্য আহসান হাবিব, সহ সভাপতি মহিউদ্দিন দেওয়ান, সহ সভাপতি কামরুজ্জামান কামরুল, সাবেক সাধারণ সম্পাদক ফখরুল আলম, কোষাধ্যক্ষ মফিজুল ইসলাম ভূইয়া রুমি, সাংগঠনিক কর্মকর্তা ডিউক খান, সাবেক কর্মকর্তা কাজী তোফায়েল ইসলাম, নওশাদ হোসেন ও ফারহানা চৌধুরী, বিশিষ্ট রিয়েল এস্টেট ইনভেস্টর নূরুল আজিম, বিশিষ্ট লোন অফিসার আকিব হোসেন, বিশিষ্ট ব্যবসায়ী আতিকুল ইসলাম জাকির, মোহাম্মদ ইকবাল, মাহমুদ খান সুলতান ও আবু জাফর, জালালাবাদ এসোসিয়েশনে অব আমেরিকার একাংশের কোষাধ্যক্ষ মইনুজ্জামান চৌধুরী, মুন্সিগঞ্জ বিক্রমপুর সমিতির সাবেক সভাপতি শাহাদাত হোসেন, মাদারীপুর সমিতির সভাপতি কামরুল ইসলাম, কমিউনিটি অ্যাক্টিভিষ্ট রাশেদুজ্জামান হিমু, সৈয়দ রাব্বী প্রমুখ উপস্থিত ছিলেন।

সংগঠনের কর্মকর্তাদের মধ্যে ছিলেন প্রধান উপদেষ্টা ওসমান গনি, উপদেষ্টা যথাক্রমে ডা. ওয়াজেদ এ খান, ছদনূর নূর, রেজাউল করিম চৌধুরী, ডা. টমাস দুলু রায়, অধ্যাপিকা হুসনে আরা, শাহাব উদ্দিন সাগর, শাহ জে. চৌধুরী, আমিনুল ইসলাম চন্নু, সিনিয়র সহ সভাপতি এ এফ মিসবাউজ্জামান, সহ সভাপতি কামরুল ইসলাম সনি, সাবেক সভাপতি সাইফুল ইসলাম ও বিলাল চৌধুরী, কোষাধ্যক্ষ মোহাম্মদ আক্তার বাবুল, সাবেক যুগ্ম সম্পাদক রিজু মোহাম্মদ প্রমুখ।

অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন সংগঠনের প্রতিষ্ঠাতা ও সভাপতি ফখরুল ইসলাম দেলোয়ার। সংগঠনের সাধারণ সম্পাদক এনায়েত মুন্সী ও 'ফ্যামিলি বারবিকিউ পার্টি' আয়োজন কমিটির আহ্বায়ক জে মোল্লা সানি অনুষ্ঠানের

বিভিন্ন পর্ব পরিচালনা করেন। বেলা ১১টা থেকে শুরু হয় বাবরবিকিউ পার্টি। অন্যান্য পর্ব মিলে অনুষ্ঠান চলে সন্ধ্যা ৬টা পর্যন্ত।

অনুষ্ঠানে কংগ্রেসওম্যান গ্রেস মেং বলেন, জ্যামাইকার বাংলাদেশী কমিনিটি সব সময় যেমন তার পাশে রয়েছে, তেমনী তিনিও বাংলাদেশীদের পাশে রয়েছেন। যে কোন প্রয়োজনে তার সাথে যোগাযোগের আহবান জানান

তিনি। এসময় তিনি প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্পের ইমিগ্রেশন নীতিরও তীব্র সমালোচনা করেন। পাশাপাশি ফ্রেন্ডস সোসাইটির কর্মকান্ডের প্রশংসাও করেন।

স্টেট সিনেটর জন লু বার্তা সংস্থা ইউএনএ প্রতিনিধির সাথে আলাপকালে বাংলাদেশী খাবারের প্রশংসা করেন। এমন অনুষ্ঠান আয়োজনের প্রশংসা করেন কুইন্স বরো প্রেসিডেন্ট ডোনাভান রিচার্ড।

বনভোজনের আদলে আয়োজিত এই 'ফ্যামিলি বারবিকিউ পার্টি'র খাবার-দাবারে ছিলো ভিন্নতা। মূল আয়োজন বারবিকিউ পার্টি হলেও অনুষ্ঠানে বাচ্চাদের জন্য ছিলো হাটডগ, অভিভাবকদের জন্য ঝালমুড়ি ভর্তা, আম ভর্তা, চা-পান সহ নানা আয়োজন। নতুন প্রজন্মের শিশু-কিশোর-কিশোরীদের জন্য ছিলো তাদের পছন্দের খাবার। যা তারা উপভোগ করছে। দিনব্যাপী ছিলো খেলাধুলা ও সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান। বিশেষ করে রশি টানাটানির পর্বটি ছিলো খুবই উপভোগ্য। এতে যৌথভাবে নারী-পূরুষরাও অংশ নেন। সাংস্কৃতিক পর্বে প্রবাসের জনপ্রিয় শিল্পী শাহ মাহবুব, মারিয়া মৌ ও নিপা জামান সঙ্গীত পরিবেশন করেন। সবশেষে ছিলো র‍্যাফেল ড্র'র পুরস্কার বিতরণ।

অনুষ্ঠানটি আয়োজনে সার্বিক সহযোগিতায় আরো ছিলেন অনুষ্ঠান আয়োজন কমিটির প্রধান সমন্বয়কারী ইকবাল আহমেদ ও সদস্য সচিব নওশাদ হায়দার সহ ফ্রেন্ডস সোসাইটির সকল কর্মকর্তা ও সদস্যবৃন্দ। খবর ইউএনএ'র।

নিউইয়র্কে যুক্তরাষ্ট্র জাসদের কর্নেল তাহের দিবস পালন

পরিচয় ডেস্ক : নিউইয়র্কে জাতীয় সমাজতান্ত্রিক দল-জাসদ যুক্তরাষ্ট্র শাখা কর্নেল তাহের হত্যা দিবস পালন উপলক্ষে আলোচনা সভা করেছে। এস্টোরিয়ার হ্যালো বাংলাদেশ পার্টি হলে গত ২১ জুলাই এ সভার আয়োজন করে। যুক্তরাষ্ট্র জাসদের সভাপতি দেওয়ান শাহেদ চৌধুরীর সভাপতিত্বে এবং সাধারণ সম্পাদক নুরে আলম জিকুর পরিচালনায় অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি ছিলেন সংগঠনের সিনিয়র সহ সভাপতি শহিদুল ইসলাম। বিশেষ অতিথি ছিলেন সহ সভাপতি মনসুর আহমেদ চৌধুরী, শাহিনূর কোরেশি, শাহ মহিউদ্দিন সবুজ, আবুল ফজল লিটন, জামাল আহমেদ, মো. সাদেকুর রহমান, মো. আমিনুল হক, মো. সোহেল, সৈয়দ আজমল হোসেন প্রমুখ। বক্তারা বলেন, কর্নেল আবু তাহের বীর উত্তম মুক্তিযুদ্ধে ১১ নম্বর সেক্টরকে সফল নেতৃত্ব দেন। হত্যা-ক্যু-ষড়যন্ত্রের পাকিস্তানপন্থার রাজনীতির অবসানে তাঁর নেতৃত্বে ও জাসদের সমর্থনে ১৯৭৫ সালের ৭ নভেম্বর ঐতিহাসিক মহান সিপাহী-জনতার অভ্যুত্থান সংঘটিত হয়। পাকিস্তানপন্থার প্রতিভূ জিয়া সে অভ্যুত্থান বানচাল করে দেন এবং পরে গোপন বিচার প্রহসনের মাধ্যমে কর্নেল আবু তাহের বীর উত্তমকে ১৯৭৬ সালের ২১ জুলাই ফাঁসিতে ঝুলিয়ে হত্যা করেন। সভায় জাসদ সভাপতি, মুক্তিযুদ্ধের অন্যতম সংগঠক হাসানুল হক ইনুসহ আটককৃত রাজবন্দীদের মুক্তি দাবি করা হয়। সভাপতির বক্তব্যে দেওয়ান শাহেদ চৌধুরী দেশে সংঘটিত মব সন্ত্রাসের নিন্দা জানিয়ে একটি অবাধ, নিরপেক্ষ ও সুষ্ঠু নির্বাচনের মাধ্যমে নির্বাচিত জনপ্রতিনিধিদের কাছে ক্ষমতা হস্তান্তরের আহ্বান জানান। খবর ইউএসএনিউজ

নতুন পত্রিকা আনছেন রুপার্ট মারডক, নাম দ্য

৫৪ পৃষ্ঠার পর

পশ্চিম উপকূল। পত্রিকার নাম দেওয়া হয়েছে দ্য ক্যালিফোর্নিয়া পোস্ট, সদর দপ্তর হবে লস অ্যাঞ্জেলেসে। আগামী বছরের শুরুর দিকে পত্রিকাটির যাত্রা শুরু হবে বলে জানিয়েছেন শন জিয়ানকোলা। তিনি নিউইয়র্ক পোস্ট মিডিয়া গ্রুপের প্রকাশক এবং প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা। নতুন পত্রিকাটিও এ মিডিয়া গ্রুপের অন্তর্ভুক্ত হবে।

ক্যালিফোর্নিয়ার সংবাদ শিল্পের বিশ্লেষকদের মতে, নতুন এই ট্যাবলয়েডটি ডুবতে থাকা লস অ্যাঞ্জেলেস টাইমসের দুরবস্থার সুযোগ নেওয়ার চেষ্টা করছে। লস অ্যাঞ্জেলেস টাইমসের পাঠক এবং কর্মীর সংখ্যা উভয়ই দ্রুত কমছে। শন জিয়ানকোলা এক সাক্ষাৎকারে বলেন, ক্যালিফোর্নিয়া পোস্ট সংবাদ উপস্থাপনে একটি পরিচিত মিশ্রণ নিয়ে আসবে। তাঁরা একে 'কমনসেন্স জার্নালিজম' বলছেন।

পত্রিকায় থাকবে তারকাদের নিয়ে খবর ও বিনোদন সংবাদ, খেলাধুলা নিয়ে খবর। মোবাইল, ডেস্কটপ, অডিও, সামাজিক যোগাযোগমাধ্যম ও প্রিন্টসহ বিভিন্ন প্ল্যাটফর্মে তা প্রকাশিত হবে।

জিয়ানকোলা বলেন, 'আমরা এরই মধ্যে লস অ্যাঞ্জেলেসে ৩০ লাখ মানুষের কাছে এবং ক্যালিফোর্নিয়ায় ৭০ লাখের বেশি মানুষের কাছে পৌঁছাতে পেরেছি। তাই বলা যায়, সেখানে আমাদের এমন একটি পাঠক দল আছেন যাঁরা আগে থেকেই আমাদের ব্র্যান্ডের সঙ্গে যুক্ত।'

এ বিষয়ে জানেন এমন একটি সূত্র বলেছে, নিউজ করপোরেশনের চেয়ারম্যান ইমেরিটাস রুপার্ট মারডক ক্যালিফোর্নিয়াকে একটি নতুন সম্ভাবনার বাজার হিসেবে দেখছেন এবং এ উদ্যোগে তাঁর আশীর্বাদ জানিয়েছেন।ওই সূত্র আরও বলেন, 'আপনি তো এই ব্যবসায় সেরাদের একজনের মতামত না নিয়ে কোনো পত্রিকা চালু করতে পারেন না।''

নিউইয়র্ক পোস্ট ও ওয়াল স্ট্রিট জার্নালের মালিক নিউজ করপোরেশন যুক্তরাষ্ট্রে সর্বশেষ যে সংবাদমাধ্যমটি চালু করেছিল, তাঁর না ছিল দ্য ডেইলি। সে সময়ে অ্যাপলের নতুন আইপ্যাড ট্যাবলেটের জন্য সেটি ছিল একটি ডিজিটাল সংবাদপত্র। দ্য ডেইলি চালু হয়েছিল ২০১১ সালে, পরের বছরই তা বন্ধ হয়ে যায়।

বার্তা সংস্থা রয়টার্স থেকে ক্যালিফোর্নিয়া পোস্ট নিয়ে মন্তব্য জানাতে লস অ্যাঞ্জেলেস টাইমসের একজন মুখপাত্রকে অনুরোধ জানানো হলেও তাতে সাড়া মেলেনি।

ওমরাহ ও হজযাত্রীদের জন্য বড় সুখবর

৫৪ পৃষ্ঠার পর

আরবের হজ ও ওমরাহ মন্ত্রণালয় জানিয়েছে, এই নুসুক অ্যাপে ই-ভিসা আবেদন, প্যাকেজ বুকিং, হোটেল ও ফ্লাইট বুকিং, পথনির্দেশনা, হাই-স্পিড ট্রেনের টিকিট বুকিং কিংবা যে কোনো জিজ্ঞাসা করার সুবিধা পাওয়া যাবে। পবিত্র হজ ও ওমরাহ যাত্রীদের জন্য এটি একটি যুগান্তকারী সুবিধা বলছেন বিশেষজ্ঞরা। বৃহস্পতিবার (৭ আগস্ট) সৌদি প্রেস এজেন্সি এ তথ্য জানিয়েছে। খবর গালফ নিউজের।

এ বিষয়ে হজ ও ওমরাহবিষয়ক মুখপাত্র ড. ঘাসান আল নুওয়াইমি বলেন, এই উদ্যোগের মাধ্যমে যাত্রাপথ আরও সহজ, সাশ্রয়ী এবং ডিজিটালভাবে সাবলীল হবে। ইন্টারনেট ছাড়াই সুবিধা মিলবে আল রওদাহ আল শরিফায় প্রবেশের অনুমতিপত্র ইস্যু, হারামাইন হাই-স্পিড ট্রেনের টিকিট বুকিং, নুসুক ম্যাপের মাধ্যমে পথনির্দেশনা, যে কোনো জিজ্ঞাসা বা রিপোর্ট জমা দেওয়া ও কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তাভিত্তিক 'নুসুক এআই' সহায়তা।

নুসুক অ্যাপের সিইও আহমেদ আল মাইমান বলেন, এই সুবিধা ভ্রমণকে আরও নিরাপদ ও দক্ষ করে তুলবে, ভিড় নিয়ন্ত্রণে সহায়তা করবে এবং হজযাত্রীদের হারিয়ে যাওয়ার ঘটনা কমাবে।

সৌদি কর্তৃপক্ষ জানিয়েছে, তারা একটি সর্বজনীন, প্রতিবন্ধকতাহীন প্রযুক্তিগত অবকাঠামো গড়ে তুলতে কাজ করছে, যাতে বিশ্বের যে কোনো প্রান্ত থেকে আগত হজ ও ওমরাহ যাত্রী নির্বিঘ্নে সব ডিজিটাল সুবিধা ভোগ করতে পারেন। নুসুক অ্যাপ (Nusuk App) হলো সৌদি আরবের হজ ও ওমরাহ বিষয়ক একটি সরকারি ডিজিটাল প্ল্যাটফর্ম। এটি মূলত হজ ও ওমরাহ পালনে ইচ্ছুক ব্যক্তিদের জন্য একটি ওয়ান-স্টপ সলিউশন। এর মাধ্যমে ব্যবহারকারীরা তাদের যাত্রা পরিকল্পনা থেকে শুরু করে ভিসা, ফ্লাইট, হোটেল বুকিং এবং মক্কা ও মদিনার পবিত্র স্থানগুলোতে প্রবেশের অনুমতি সবকিছু একটি অ্যাপের মাধ্যমে সহজে সম্পন্ন করতে পারে।

প্রবাহ সাহিত্য সাংস্কৃতিক পরিষদ, যুক্তরাষ্ট্র- বছরপুর্তি

পরিচয় ডেস্ক : নিউইর্য়ক এর সাহিত্য সংস্কৃতির অঙ্গনে "প্রবাহ সাহিত্য সাংস্কৃতিক পরিষদ, যুক্তরাষ্ট্র "এক বছর পেরুলো। এ উপলক্ষে সংগঠনটির ১ম বর্ষপূর্তি অনুষ্ঠান হলো গত ২রা আগস্ট শনিবার জ্যাকসন হাইটসে। ডঃ মুহাম্মদ আবুল কাসেম এর সভাপতিত্বে ও সোহেল হামিদ এর উপস্থাপনায় এতে প্রধান অতিথি ছিলেন সাপ্তাহিক "এখন সময়" সম্পাদক ও এমসিটিভি'র সিইও কাজী শামসুল হক।

অনুষ্ঠানের শুরুতে কোরআন তেলাওয়াত করলেন নুরুল ইসলাম সরকার ও অনুবাদে ছিলেন বিশিষ্ট বাচিক শিল্পী, বাংলাদেশ বেতার ও টিভি উপস্থাপক জি এম ফারুক খান। সভায় উদ্বোধনী বক্তব্য দেন আহ্বায়ক ডঃ আবুল কাসেম ।

প্রধান অতিথির বক্তৃতায় কাজী শামসুল হক "প্রবাহ" এর শুরুর কথা স্মরণ করেন ও এর প্রবাহমান ধারায় কবি সাহিত্যিকদের অংশগ্রহণের মাধ্যমে প্রবাসে সুস্থ ধারার সাহিত্য চর্চা অব্যাহত রাখার আহ্বান জানান ।

বিশেষ অতিথি বিশিষ্ট কবি নুরুল মোস্তফা রইসী সত্য ও সুন্দরকে ধারন করে "প্রবাহ" এর কার্যক্রমকে এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার জন্য সর্বাত্মক সহযোগিতার আশ্বাস প্রদান করেন এবং এর সাথে সম্পৃক্ত থাকার আশাবাদ প্রকাশ করেন। বাংলাদেশ প্রেস ক্লাব এর সেক্রেটারি মোমিনুল ইসলাম মজুমদার অশ্লীলতা মুক্ত সাহিত্য সংস্কৃতির চর্চার মাধ্যমে ও এর বিকাশে "প্রবাহ " নিউইর্য়ক এর সাহিত্য অঙ্গনে অবদান রাখবে বলে আশা প্রকাশ করেন। তিনি প্রবাহ-কে ফুল দিয়ে শুভেচ্ছা জানান । গবেষক ও চিন্তাবিদ ইমাম উদ্দিন চৌধুরী শুভেচ্ছা বক্তব্যে আমাদের কথা

ও কাজের মিল রেখে সত্য ও সুন্দরের বিকাশে সৃজনশীল সাহিত্য চর্চার আহ্বান জানান ।

গ্রিন টাচ এর সিইও লিয়াকত এলাহী "প্রবাহ " এর বিস্তৃতির জন্য পরামর্শ দেন ও মাইলস্টোন এর দুর্ঘটনা নিয়ে একটি স্বরচিত কবিতা পড়েন । বিশিষ্ট সংগঠক ও সাহিত্যপ্রেমী শাহ আলম বলেন, ধর্ম ও সাহিত্যের মধ্যে কোন সংঘাত নেই। কোরআনের সুরায় স্পষ্ট ও শ্রেষ্ঠ সাহিত্যের অবতারণা হয়েছে।

স্বরচিত কবিতা পাঠে অংশগ্রহণ করেন কলামিস্ট ও কবি এস এম মোজাম্মেল হক, কবি আবুল বাশার, সাউথ কেরোলাইনা থেকে আগত কবি মোশাররফ হোসেন। তোফাজ্জল হোসেন সিরাজ উদদৌলার নাটকের অংশ বিশেষের কন্ঠ অভিনয় করেন ।

তরুন সাহিত্য আমোদী আশেক এলাহী একটি বাংলা গানের অংশবিশেষ পরিবেশন করে। আবৃত্তি পর্বে বিশিষ্ট বাচিক শিল্পী জি এম ফারুক খান আবৃত্তি করেন কাজী নজরুল ইসলামের "শেষ ভাষণ ", ভরাট কন্ঠে "বিদ্রোহী " কবিতা আবৃত্তি করেন বিশিষ্ট আবৃত্তিকার এম এ সাদেক এবং সর্বশেষে নাসিরুল আলম পান্থ একটি কবিতা আবৃত্তি করে শ্রোতা দর্শকদের প্রশংসা কুড়ান।

অনুষ্ঠানে অন্যদের মধ্যে এডভোকেট হুমায়ন কবির চৌধুরী, রেজাউল করিম কিরণ, রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয় এলামনাই গাজী গোলাম মোস্তফা, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় এলামনাই এসোসিয়েশনের সভাপতি শাহ আলম, এহসানুল কবির রিপন, জাকির হোসেন হাওলাদার, মোস্তাকুর রহমান, আলমগির কবির সেন্টু প্রমুখ উপস্থিত ছিলেন ও শুভেচ্ছা বক্তব্য প্রদান করেন। প্রবাহ " এর ১ম বর্ষপূর্তি উপলক্ষে একটি ম্যাগাজিন বের করা হয় ও অনুষ্ঠানে সকলের কাছে বিতরণ করা হয়। ডিনার পরিবেশনের মাধ্যমে অনুষ্ঠানের সমাপ্তি ঘটে। প্রেস বিজ্ঞপ্তি অনুসারে

নুসুক অ্যাপের কিছু গুরুত্বপূর্ণ বৈশিষ্ট্য:ই-ভিসা আবেদন: এই অ্যাপের মাধ্যমে সহজেই ই-ভিসার জন্য আবেদন করা যায়।

প্যাকেজ বুকিং: হজ ও ওমরাহর জন্য বিভিন্ন প্যাকেজ বুক করার সুবিধা রয়েছে।

হোটেল ও ফ্লাইট বুকিং: মক্কা ও মদিনায় থাকার জন্য হোটেল এবং ভ্রমণের জন্য ফ্লাইট বুক করা যায়।

পবিত্র স্থানগুলোতে প্রবেশ: মসজিদে নববী এবং মসজিদুল হারামে প্রবেশের জন্য অনুমতি পাওয়া যায়।

ট্র্যাকিং ও নেভিগেশন: এই অ্যাপে মক্কা ও মদিনার বিভিন্ন স্থান সহজে খুঁজে বের করার জন্য ট্র্যাকিং ও নেভিগেশন সুবিধা রয়েছে।

অফলাইন সুবিধা: সম্প্রতি চালু হওয়া একটি ফিচারের মাধ্যমে ইন্টারনেট সংযোগ ছাড়াই নুসুক অ্যাপ ব্যবহার করা যাবে, যা ব্যবহারকারীদের জন্য আরও সুবিধা নিয়ে এসেছে।

হেমট্রামিক সিটি কাউন্সিল প্রাইমারী নির্বাচনে মেয়র সহ তিন বাংলাদেশীর বিজয়

পরিচয় ডেস্ক : হেমট্রামিক সিটি কাউন্সিল প্রাইমারী নির্বাচনে এক মেয়র সহ তিন বাংলাদেশীর বিজয়ে মিশিগান জুড়ে বাঙালীদের উল্লাস। চুড়ান্ত লড়াই ৪ নবেম্বর বিশ্ব মোড়ল রাষ্ট্র হিসেবে খ্যাত মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের অতি গুরুত্বপূর্ণ অঙ্গরাজ্য মিশিগানের হেমট্রামিক সিটি কাউন্সিলের প্রাইমারী নির্বাচন অনুষ্ঠিত হলো গতকাল ৫ আগষ্ট।

ব্যাপক উৎসাহ-উদ্দীপনা ও মনোরম পরিবেশে দিনব্যাপী চলা-২০২৫ ইং সালের ওই নির্বাচনে মেয়র ও কাউন্সিল'র পদে বাংলাদেশী-ইয়েমেনী বংশোভূত বেশ ক'জন মার্কিন নাগরিক উভয় পদ গুলোতে একে অপরের বিরুদ্ধে তীব্র প্রতিদ্বন্দ্বিতায় লিপ্ত হন। এতে বাংলাদেশী বংশোভূত এক মেয়র সহ আরো দু'জন কাউন্সিল'র পদে জয়লাভ করেন।

বৃহত্তর সিলেটের কৃতি সন্তান ও হবিগন্জের জামাই হিসেবে পরিচিত সাবেক কাউন্সিলম্যান মুহিত মাহমুদ ১ হাজার ৩৯ ভোট পেয়ে মেয়র পদে জয়ী হন।

যদিও তার আরেক প্রতিদ্বন্দ্বী ইয়েমেনী বংশোভূত এডাম আল হারভি ১হাজার ৯'শ ৩১ ভোট পেয়ে একই সিটি কাউন্সিলের মেয়র পদে জয়ী হয়েছেন।

তবে যুক্তরাষ্ট্রের নির্বাচনী বিধি মোতাবেক পরবর্তীতে আগামী ৪ নবেম্বর ফাইনালী নির্বাচনে এ দু'জন প্রার্থীর মধ্যে মূলত লড়াই হবে মেয়র পদে। তন্মধ্যে ভোটে বিজয়ী হয়ে একজন হবেন মেয়র পদে অধিস্থিত।

এদিকে একই প্রাইমারী নির্বাচনে মেয়র পদে অন্যান্য প্রতিদ্বন্দ্বীকারী প্রার্থী যথাক্রমে বাংলাদেশী বংশোভূত খান হোসাইন ৪'শ ৭০ ও মিস্টার বাংলাদেশ পেয়েছেন ১'শ ০২ ভোট।

এদিকে সংশ্লিষ্ট সিটির কাউন্সিলম্যান পদে প্রার্থী হয়ে সর্বোচ্চ ভোট পেয়ে রেকর্ড করে প্রথম স্থান অর্জন করলেন বৃহত্তর সিলেটের আরেক কৃতি সন্তান, সাবেক প্রো-মটেম আবু মুসা। তার প্রাপ্ত ভোট ১'হাজার ১'শ ২৯। তাক লাগানোর মতো ভোট পেয়ে সাড়া ফেলেছেন একাধিকবার নির্বাচিত কাউন্সিলম্যাম বাংলাদেশী বংশোভূত সিলেটের বাসিন্দা নাঈম চৌধুরী। তার প্রাপ্ত ভোট ১'হাজার ৫৩।

এছাড়াও অন্য প্রতিদ্বন্দ্বী প্রার্থীদের মধ্যে ইউসুফ সাঈদ পেয়েছেন ৯০'শ ৯ ভোট, মোতাহার ফাদেল ৯'শ, আব্দুল মালিক কাসেম ৮'শ ১৪, লুকমান সালেহ ৮'শ ১২, ডিয়ানি এলিজাবেদ ফ্রাকন ৭'শ ৫১, জোসেফ এ স্ট্রাজাল্কা ৭'শ ২৩, রেজাউল চৌধুরী ৬'শ ৫৪, রাস গর্ডন ৬'শ ৩৫, খালিদ আল কাসিমী ৪'শ ৭ এবং মাহফুজুর রহমান পেয়েছেন ২'শ ২৩ ভোট।

বলাবাহুল্য, হেমট্রামিক সিটির ওই নির্বাচনকে ঘিরে ছিল বহু জল্পনা-কল্পনা, হিসেব-নিকেশ ও কৌতুহল। অবেশেষে এই প্রাইমারী নির্বাচন সম্পন্ন হওয়ার মধ্য দিয়ে আপাতত প্রবাসী বাংলাদেশীরা হাফ ফেলেছেন। সেই সাথে বাংলাদেশীদের বিজয় ও অগ্রগতিতে মিশিগানের হেমট্রামিক সিটিতে বসবাসরত বাংলাদেশীদের মাঝে বইছে আনন্দের জোয়ার। চলছে মিষ্টি বিতরন ও হাস্যরসক কথার ফুলঝুড়ি।

উল্লেখ্য, মিশিগানে সবক'টি সিটি মিলিয়ে প্রায় দেড় লক্ষাধিক বাংলা ভাষাভাষীদের বসবাস। তন্মধ্যে বাংলাদেশীদের সংখ্যা-ই বেশী। বাকীরা সনাতনধর্মীয়। প্রবাসী কমিউনিটি ব্যক্তিবর্গ ও সাধারণ বাঙালীরা এই নির্বাচনকে একটি গুরুত্বপূর্ণ মাইলফলক হিসেবে বিবেচনায় নিয়ে বলছেন, শুধু মিশিগানে নয়, এমন নির্বাচন গুলোতে বিভিন্ন রাজ্যে বাংলাদেশীদের অংশগ্রহণ আরো বেশী মাত্রায় রুপ ধারন করে ভবিষ্যতে যুক্তরাষ্ট্রে বাংলাদেশী তথা বাঙালীদের অবস্থান সংহত হবে। যা জাতীয় নির্বাচনেও বাংলাদেশী-বাঙালীদের ভোট এক বিশাল ফ্যাক্টর হয়ে দাঁড়াবে। তবে অহেতুক তুচ্ছ ঝুট-ঝামেলা বা বিনা কারনে গ্রুপিংয়ের মতো বিষয়গুলো সমাধান না হলে বাংলাদেশীদের নিয়ে সাধারন প্রবাসীদের স্বপ্ন তিমিরেই থেকে যাবে। এ জন্য প্রয়োজন দৃঢ় ইস্পাতের মতো ঐক্যবদ্ধ মানবিক একটি সফল কমিউনিটির উদাহরন সৃষ্টি করা। সংবাদসুত্র দৈনিক জনকন্ঠ

ডিটেকটিভ দিদারুল ইসলামের স্মরণে বাংলাদেশ

৫৪ পৃষ্ঠার পর

দিদারুলের বাবাসহ পরিবারের সদস্য, এনওয়াইপিডির প্রতিনিধি, বাংলাদেশ সোসাইটির ট্রাস্টি বোর্ডের সদস্য ও কার্যকরি কমিটির সদস্যরা, কমিউনিটির বিশিষ্ট ব্যক্তি ও সাধারণ মানুষসহ উপস্থিত হয়েছিলেন।অনুষ্ঠানে দিদারুলের সাহসিকতার বর্ণনা, তার রুহের মাগফিরাত কামনায় দোয়া করা হয়। পরে তাকে শ্রদ্ধা নিবেদনে প্রতিকৃতিতে ফুল অর্পণ ও মোমবাতিও প্রজ্জলন করা হয়।

স্মরণসভায় সভাপতিত্ব করেছেন বাংলাদেশ সোসাইটির সভাপতি আতাউর রহমান সেলিম এবং সঞ্চালনায় ছিলেন সাধারণ সম্পাদক মোহাম্মদ আলী।

ডিটেকটিভ দিদারুল ইসলামকে সম্মান জানানোর জন্য পরিবারের পক্ষ থেকে আয়োজকদের প্রতি কৃতজ্ঞতা জানিয়ে তার বাবা আব্দুর রব কান্না জড়িত কন্ঠে তার সন্তানের মাগফেরাতের জন্য সবার কাছে দোয়া প্রার্থনা করেন।

বাংলাদেশ সোসাইটির ট্রাস্টি বোর্ডের চেয়ারম্যান শাহ নেওয়াজ তার বক্তব্যে বলেন,ডিটেকটিভ দিদার শুধু বাংলাদেশের নয়, পুরো আমেরিকার গর্ব। তার জন্য মতো একজন বীরের জন্য এমন অনুষ্ঠান আয়োজন করতে পারাও সম্মানের। সোসাইটিসহ কমিউনিটির মানুষজন তার পরিবারের পাশেই থাকবে।

অনুষ্ঠানে অন্যান্যদের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন সোসাইটির সিনিয়র সহসভাপতি মহিউদ্দিন দেওয়ান সহ সভাপতি, কামরুজ্জামান কামরুল, সাংস্কৃতিক সম্পাদক অনিক রাজ, পুলিশ কর্মকর্তাদের মধ্যে বাংলাদেশি-আমেরিকান পুলিশ এসোসিয়েশন বাপার সভাপতি সার্জেন্ট এরশাদুর সিদ্দিক ও সাধারণ সম্পাদক ডিটেকটিভ রাসেকুর মালিকসহ বাপার কার্যকরি কমিটির সদস্যরা, পুলিশ কর্মকর্তা সার্জেন্ট লতিফ,ডিটেকটিভ জামিল সারোয়ার প্রমুখ। কমিউনিটি এক্টিভিষ্টদের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন এটর্নি মঈন চৌধুরী, টাইম টিভির সিইও আবু তহের, পরিচয় সম্পাদক নাজমুল আহসান, সাপ্তাহিক আজকালের ব্যবস্থাপনা সম্পাদক ও সঙ্গীত শিল্পী রানো নেওয়াজ, ইনকিলাব সম্পাদক জাহিদ আলম, সাপ্তাহিক প্রথম আলোর নির্বাহী সম্পাদক মঞ্জুরুল হক,বাংলাদেশ সেসাবিটির বোর্ড অফ ট্রাষ্টি সদস্য ফখরুল ইসলাম দেলোয়ার, কাজী সাখাওয়াত আজম, আহসান হাবীব ও নাঈম টুটুল, ইমাম কাজী কাইয়ুম,শাহ শহীদুল হক প্রমুখ।

ডিটেকটিভ দিদারুল ইসলামের সতীর্থ পুলিশ কর্মকর্তারা বলেন, কাপুরুষ হামলাকারি পার্ক অ্যাভিনিউর বহুতল ভবনে ঢুকে রাইফেল থেকে এলোপাতাড়ি গুলি চালিয়ে সাধারণ মানুষকে হামলা করছিল। মানুষের প্রাণ বাঁচাতে দিদারুল তখন সাহসিতকার সঙ্গে জীবনের ঝুঁকি নিয়ে হামলাকারীকে থামাতে চেষ্টা করেন। বন্দুকধারীর গুলিতে দিদারুল নিহত হন। তিনি চাইলে নিজের প্রাণ বাঁচাতে পারতেন। কিন্তু তিনিতো অন্যের প্রাণ বাঁচানোর ব্রত নিয়েছেন। তারা যে কোন প্রয়োজনে দিদারুলের পরিবারের পাশে দাঁড়ানোর প্রতিশ্রুতি দেন।

অনুষ্ঠানে সদ্য প্রয়াত দিদারুলের রুহের মাগফেরাত কামনায় দোয়ার আয়োজনও করা হয়। দোয়া পরিচালনা করেন জ্যাকসন হাইটস ইসলামিক সেন্টারের ইমাম কাজী কাউয়ুম। পরে সন্ধ্যার পর শোকাহত উপস্থিতি দিদারুলের সম্মানে তার প্রতিকৃতিতে পুষ্প স্তবক অর্পন করেন এবং মোমবাতি প্রজ্জলন করা হয়। সকল ছবি পরিচয় এর নিজস্ব

কলাম্বিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ের

৫৪ পৃষ্ঠার পর

কলাম্বিয়া বিশ্ববিদ্যালয় ও অন্য অনেক উচ্চ শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের শিক্ষাবিদদের আশঙ্কা, এ চুক্তিতে বিশ্ববিদ্যালয়টি যেভাবে অনেক ছাড় দিয়েছে ও সরকারের নজরদারি বেড়েছে, তা ভবিষ্যতে অন্য বিশ্ববিদ্যালয়গুলোর ওপরও একইভাবে চাপ প্রয়োগের নীলনকশা হয়ে উঠতে পারে।

যুক্তরাষ্ট্রের বড় বড় বিশ্ববিদ্যালয়ের বিরুদ্ধে ট্রাম্পের শুরু করা 'যুদ্ধের' প্রথম নিশানা হয় নিউইয়র্কের এ বিশ্ববিদ্যালয়। মার্কিন প্রেসিডেন্টের অভিযোগ, ফিলিস্তিনপন্থী বিক্ষোভকে কেন্দ্র করে ক্যাম্পাসে যে ইহুদিবিদ্বেষ তৈরি হয়েছে, তা মোকাবিলা করতে বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ ব্যর্থ হয়েছে।

এ অভিযোগের পর কলাম্বিয়া বিশ্ববিদ্যালয় লাখ লাখ ডলারের ফেডারেল তহবিল হারায়। নতুন গবেষণা অনুদানের জন্য আবেদন করার সুযোগও বন্ধ হয়ে যায়। গবেষণাগারের জরুরি তহবিল স্থগিত হয়ে যায় এবং অনেক গবেষক চাকরি হারান।

তবে গত সপ্তাহে কলাম্বিয়া বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ সরকারকে ২০ কোটি ডলার দেওয়ার (জরিমানা হিসেবে) ও ইহুদিবিদ্বেষুসংক্রান্ত অভিযোগ নিয়ে সরকারি তদন্ত মীমাংসার জন্য অতিরিক্ত ২ কোটি ১০ লাখ ডলার পরিশোধে রাজি হয়েছে।

আমেরিকান কাউন্সিল অন এডুকেশনের সভাপতি টেড মিচেল বলেন, আনুষ্ঠানিক তদন্ত শুরুর আগেই তহবিল কেটে নেওয়ায় কলম্বিয়া বিশ্ববিদ্যালয় একপ্রকার 'টালমাটাল অবস্থায়' পড়ে গেছে।

কলাম্বিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ের আইন বিভাগের অধ্যাপক ডেভিড পোজেন এতে একমত পোষণ করে বলেন, শুরু থেকেই চুক্তিটি যেভাবে সাজানো হয়েছে, তা বেআইনি ও জোরজবরদস্তিমূলক। তিনি চুক্তিটিকে 'চাঁদাবাজির বৈধ রূপ' উল্লেখ করে এর কঠোর সমালোচনা করেন।

এ চুক্তির আওতায় শুধু ইহুদিবিদ্বেষের সমাধানই নয়, আন্তর্জাতিক শিক্ষার্থী ভর্তি, ভর্তির সময় জাতি-বর্ণের বিষয়গুলো খেয়াল রাখা ও ক্যাম্পাসে ছেলেমেয়েদের আলাদা জায়গাসহ কিছু বিষয়ে বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষকে সমঝোতা করতে হয়েছে।

চুক্তির আওতায় কলাম্বিয়া বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ একজন স্বাধীন পর্যবেক্ষক নিয়োগ দিতে রাজি হয়েছে। তাঁর কাজ হলো চুক্তি কার্যকর করা, জাতিগত পরিচয়ের ভিত্তিতে ভর্তি হওয়া শিক্ষার্থীদের তথ্য সরকারকে দেওয়া ও ক্যাম্পাসে বিক্ষোভ কঠোরভাবে নিয়ন্ত্রণ করা।

চুক্তির অনেক শর্তকেই বিশ্ববিদ্যালয়ের স্বাধীনতার ওপর বড় ধরনের হস্তক্ষেপ বলে মনে করেন পোজেন।

পোজেন বলেন, কলাম্বিয়ায় যা ঘটেছে, তা আসলে নাগরিক সমাজের ওপর এক বড় ধরনের কর্তৃত্ববাদী আক্রমণের অংশ। তাঁর মতে, আইনি পরামর্শদাতা প্রতিষ্ঠান ও সংবাদমাধ্যমগুলোর ওপরও একই ধরনের চাপ তৈরি করা হচ্ছে, যেন তারা সরকারের কথামতো চলে।

পোজেনের আশঙ্কা, আগামী কয়েক সপ্তাহে ট্রাম্প প্রশাসন হার্ভার্ডসহ আরও অনেক বিশ্ববিদ্যালয়ের ওপর চাপ বাড়াবে, যেন তারা কলম্বিয়ার দেখানো পথে চলে। তবে হার্ভার্ড ইতিমধ্যে সরকারের বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়িয়েছে। সরকারি তহবিল কাটছাঁটের সিদ্ধান্ত বাতিল করতে আদালতে মামলা করেছে।

তবে হার্ভার্ডের রাষ্ট্রবিজ্ঞান বিভাগের অধ্যাপক স্টিভেন লেভিটস্কি বলেন, প্রাতিষ্ঠানিক স্বাধীনতা ও গণতন্ত্রের দিক থেকে কলাম্বিয়ার নজিরটা অত্যন্ত বিপজ্জনক।

এদিকে যুক্তরাষ্ট্রের শিক্ষামন্ত্রী লিন্ডা ম্যাকমান বলেছেন, কলাম্বিয়ার এ চুক্তি দেশের অন্য বিশ্ববিদ্যালয়গুলোর জন্য একটি 'নমুনা' বা মডেল হয়ে উঠবে বলে আশা করেন তিনি। গত বুধবার ম্যাকমান ব্রাউন বিশ্ববিদ্যালয়ের সঙ্গেও একটি চুক্তি হয়েছে বলে ঘোষণা দেন। এ চুক্তির আওতায় কিছু ফেডারেল তহবিল ফেরত দেওয়া হবে ও বিশ্ববিদ্যালয়ের বিরুদ্ধে চলমান তদন্ত শেষ করা হবে। তবে এর শর্ত হিসেবে ব্রাউন বিশ্ববিদ্যালয়কে বলা হয়েছে, তারা ভর্তিপ্রক্রিয়ায় আর জাতি-বর্ণের বিষয়টি বিবেচনায় নিতে পারবে না।

ব্রাউন বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রেসিডেন্ট ক্রিস্টিনা প্যাকসন স্বীকার করেছেন, চুক্তির কিছু শর্ত আগে কখনো ফেডারেল সরকারের পর্যবেক্ষণের অংশ ছিল না। কিন্তু সেগুলো বর্তমান সরকারের জন্য অগ্রাধিকারের জায়গা। নিউইয়র্ক টাইমসের এক প্রতিবেদনে বলা হয়েছে, হার্ভার্ড বিশ্ববিদ্যালয়ও অভিযোগ মীমাংসায় সরকারকে প্রায় ৫০ কোটি ডলার দেওয়ার কথা ভাবছে বলে শোনা যাচ্ছে।

অন্য কিছু বিশ্ববিদ্যালয়ও সরকারকে খুশি করতে ছোটখাটো ছাড় দিয়েছে। পেনসিলভানিয়া বিশ্ববিদ্যালয় ট্রান্সজেন্ডার নারীদের খেলায় অংশগ্রহণ নিষিদ্ধ করেছে। এ বিশ্ববিদ্যালয়েই ট্রাম্প পড়াশোনা করেছেন। আর ভার্জিনিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ের বৈচিত্র্য কর্মসূচির ওপর নজরদারি শুরু হওয়ার পর প্রতিষ্ঠানটির প্রধান পদত্যাগ করেছেন।

মিশিগান স্টেট বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক ব্রেনডন ক্যান্টওয়েল বলেন, বিশ্ববিদ্যালয়গুলোর ওপর এত বড় মাত্রায় সরকারি হস্তক্ষেপ আগে হয়নি। সম্ভবত যুক্তরাষ্ট্রের ইতিহাসে এমন ঘটনা আগে ঘটেনি।

কিছু বিশ্ববিদ্যালয়ের কর্মীরা মনে করেন, চুক্তি করে দ্রুত ফেডারেল তহবিল আবার চালু করাই দ্রুততম উপায়। তবে ব্রেনডন ক্যান্টওয়েল সতর্ক করে বলেন, ভর্তিপ্রক্রিয়ায় জাতিগত তথ্য সরকারকে দেওয়ার মতো ছাড়কে ভবিষ্যতে 'অস্ত্র হিসেবে' ব্যবহার করা হতে পারে ও সরকারের নতুন তদন্তের সুযোগ (বিশ্ববিদ্যালয়ের বিভিন্ন অভ্যন্তরীণ ঘটনায়) তৈরি করতে পারে।

অধ্যাপক স্টিভেন লেভিটস্কিও একমত পোষণ করেছেন। তিনি বলেন, একবার ছাড় দিলেই তারা থেমে থাকবে না, তারা আরও ছাড় চাইবে। খুব সম্ভবত এটা প্রথম ধাপ মাত্র।

অধ্যাপক ডেভিড পোজেন মনে করেন, ছোট শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের চেয়ে বড় গবেষণামূলক বিশ্ববিদ্যালয়গুলোর জন্য সঠিক অবস্থান বজায় রাখা আরও কঠিন হবে। কারণ, ছোট শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানগুলো ফেডারেল তহবিলের ওপর কম নির্ভরশীল।

তবে এখনো হার্ভার্ড বিশ্ববিদ্যালয়কে শক্তভাবে লড়াই চালিয়ে যাওয়ার আহ্বান জানিয়ে যাচ্ছেন লেভিটস্কি। তিনি বলেছেন, 'কর্তৃত্ববাদী সরকারের বিরুদ্ধে লড়াই করাটা কঠিন, কিন্তু আমাদের এটা করতেই হবে। এটা একটা নজিরবিহীন আক্রমণ। সব বিশ্ববিদ্যালয়কে একসঙ্গে কাজ করতে হবে।'

GOLDEN AGE HOME CARE
GOLDEN AGE
HOME CARE
আমরা শীর্ষস্থানীয় PCA HOME CARE
সেবা প্রদানকারী প্রতিষ্ঠান
PCA HOME CARE সেবা নিতে চান?
আমাদের সাথে যোগাযোগ করুন
আমরা HHA/PCA সার্টিফিকেট প্রদান করে,
আপনাকে HOME CARE সার্ভিস -এ এনরোল
করে নেব এবং সব সধরনের সেবা প্রদান করবো
Please Contact
Shah Nawaz MBA
President & CEO
GOLDEN AGE HOME CARE INC.
Tel: 718-775-7852
Cell: 646-591-8396 Text: 646-591-8396
Email: shah@goldenagehomecare.com
JACKSON HTS OFFICE
71-24 35th Avenue
Jackson Heights, NY 11372
Ph: 718-775-7852, Fax: 917-396-4115
BRONX OFFICE
3789 East Tremont Avenue
Bronx, NY 10465
Ph: 347-449-5983, Fax: 347-275-9834
HILLSIDE AVE. OFFICE
170-18A Hillside Ave Jamaica, NY 11432
Ph: 718-530-1820, Fax: 917-396-4115
BROOKLYN OFFICE
516 McDonald Ave Brooklyn, NY 11218
Ph: 718-540-8870, Fax: 917-396-4115
Email: info@goldenagehomecare.com | www.goldenagehomecare.com
Design by: ihopeprint.com, 929-538-7903

পরিচয় PARICHOY PUBLISHED FROM NEW YORK Issue 1641, Saturday, August 09, 2025 শেষের পাতা

ইসলামিক সাংস্কৃতিক ঐতিহ্যে আর বর্ণাঢ্য আয়োজনে ফিলাডেলফিয়ায় তিনদিনব্যাপী মুনা কনভেনশন শুরু

পরিচয় ডেস্ক : ইসলামিক সাংস্কৃতিক ঐতিহ্যে আর বর্ণাঢ্য আয়োজনে শুক্রবার (৮ আগষ্ট) জুম্মার নামাজ আদায়ের মধ্যদিয়ে পেনসিলভানিয়া অঙ্গরাজ্যের ফিলাডেলফিয়া শহরের ঐতিহাসিক ‘পেনসিলভানিয়া কনভেনশন সেন্টার’-এ মুনা কনভেনশন শুরু হয়েছে। তিনদিনের এই কনভেনশন চলবে ১০ আগস্ট রোববার পর্যন্ত।

‘টচবিয়ার্স অব ইসলাম, স্প্রেডিং দ্যা ফেইথ গ্লোবালী’ শ্লোগানে আয়োজিত হচ্ছে এবারের মুনা কনভেনশন-২০২৫। সংশ্লিস্টরা জানান, ২০ হাজারের অধিক ধর্মপ্রাণ শিশু-কিশোর-কিশোরী, নারী ও পুরুষরা এই কনভেনশনে অংশ নেবেন বলে আশা করা হচ্ছে। নর্থ-আমেরিকায় মুসলমানদের সর্ববৃহৎ এই কনভেনশন আগামী ১০ আগষ্ট রোববার বিকেল ৫টায় আছরের নামাজ আদায়ের মধ্যদিয়ে শেষ হবে। মাঝে শনিবার সকাল থেকে শুরু হওয়া অনুষ্ঠান চলবে রাত এগারোটা পর্যন্ত।

শুক্রবার জুম্মার নামাজের মধ্য দিয়ে কনভেনশনের কর্মকান্ড শুরু হয়। ইমাম সিরাজ ওয়াজ জুম্মার নামাজে ইমামতি করেন। পরবর্তীতে মূল মঞ্চে উদ্বোধনী পর্বের শুরুতে পবিত্র কোরআন থেকে তেলাওয়াত করেন ক্বারী মোহাম্মদ জুনায়েদ হোসেন। এরপর অনুষ্ঠিত বাংলা বাকি অংশ ৪৯ পৃষ্ঠায়

দম্পতিদের গ্রিন কার্ড পাওয়ার নিয়ম কঠোর করল যুক্তরাষ্ট্র

পরিচয় ডেস্ক : যুক্তরাষ্ট্রে বিবাহ-ভিত্তিক পরিবার-ভিত্তিক অভিবাসন ভিসার ক্ষেত্রে ভুয়া আবেদন ঠেকাতে নতুন ও কঠোর যাচাই-বাছাই প্রক্রিয়া চালু করেছে মার্কিন নাগরিকত্ব ও অভিবাসন সংস্থা (USCIS)। ১ আগস্ট থেকে কার্যকর হওয়া এ নির্দেশনার ফলে এখন থেকে সকল বিবাহ-ভিত্তিক গ্রিন কার্ড আবেদনেই বাস্তব সম্পর্কের শক্ত প্রমাণ এবং সশরীরে সাক্ষাৎকার বাধ্যতামূলক করা হয়েছে। বাকি অংশ ৪৬ পৃষ্ঠায়

ডিটেকটিভ দিদারুল ইসলামের স্মরণে বাংলাদেশ সোসাইটির স্মরণসভা

পরিচয় ডেস্ক : গত ৬ আগস্ট বুধবার বিকেলে জ্যাকসন হাইটসের ডাইভারসিটি প্লাজায় আয়োজিত অনুষ্ঠানে সম্প্রতি নিউ ইয়র্কের ম্যানহাটনে সন্ত্রাসীর গুলিতে নিহত বাংলাদেশি বংশোদ্ভূত এনওয়াইপিডির ডিটেকটিভ দিদারুল ইসলামকে গভীর শ্রদ্ধায় স্মরণ করেছে বাংলাদেশ সোসাইটি। স্মরণসভায় বাকি অংশ ৫২ পৃষ্ঠায়

নিউইয়র্কে ‘ডিয়ার মা’ চলচ্চিত্রের মিট অ্যান্ড গ্রিট

আন্তর্জাতিক পরিসরে মুক্তি পাচ্ছে ৮ আগস্ট

পরিচয় ডেস্ক : ভারতের দুই দুইবার জাতীয় পুরস্কারপ্রাপ্ত ভারতীয় নির্মাতা অনিরুদ্ধ রায় চৌধুরী পরিচালিত নতুন বাংলা চলচ্চিত্র ‘ডিয়ার মা’ ‘নিউইয়র্কসহ উত্তর আমেরিকায় মুক্তি পেয়েছে গত ৮ আগষ্ট শুক্রবার। পারিবারিক সম্পর্ক, মায়ের প্রতি সন্তানের অনুভূতি এবং না-বলা কথাগুলোর সূক্ষ্ম অনুভবকে কেন্দ্র করে নির্মিত এ ছবিটি ইতিমধ্যেই চলচ্চিত্র মহলে আলোচনার কেন্দ্রবিন্দুতে পরিণত বাকি অংশ ৪৬ পৃষ্ঠায়

কলাম্বিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ের সঙ্গে ট্রাম্পের চুক্তি মার্কিন বিশ্ববিদ্যালয়গুলোর জন্য বিপজ্জনক নজির

পরিচয় ডেস্ক : যুক্তরাষ্ট্রের কলাম্বিয়া বিশ্ববিদ্যালয় ও প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প প্রশাসনের মধ্যে ২০ কোটি ডলারের চুক্তির মধ্য দিয়ে কয়েক মাসের টানাপোড়েনের অবসান ঘটেছে। তবে শিক্ষাবিদদের আশঙ্কা, এটি উচ্চশিক্ষার ওপর সরকারের ‘আক্রমণের’ প্রথম দফা মাত্র। কলাম্বিয়া বিশ্ববিদ্যালয় ও ট্রাম্প প্রশাসনের মধ্যে হওয়া এ চুক্তিতে বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষকে অনেক বিষয়ে সমঝোতা করতে হয়েছে। বিশ্ববিদ্যালয়ের ওপর সরকারের নজরদারিও বেড়েছে। বাকি অংশ ৫২ পৃষ্ঠায়

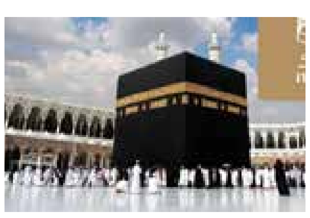

ওমরাহ ও হজযাত্রীদের জন্য বড় সুখবর

পরিচয় ডেস্ক : এখন থেকে ইন্টারনেট বা মোবাইল ডেটা ছাড়াই সম্পূর্ণ বিনামূল্যে ব্যবহার করা যাবে নুসুক অ্যাপ (Nusuk App)। সৌদি বাকি অংশ ৫১ পৃষ্ঠায়

অনেক ইহুদি ভোটার মামদানিকে সমর্থন করছেন, একমত তাঁর গাজা ইস্যুতেও, রিপোর্ট নিউইয়র্ক টাইমস এর

পরিচয় ডেস্ক : নিউইয়র্ক শহরের ডেমোক্র্যাট মেয়র প্রার্থী জোহরান মামদানির প্রচারে প্রায় হাজার মানুষের দরজায় কড়া নেড়েছেন প্রচারক বেন স্যাডফ। ভোটারদের সঙ্গে কথা বলতে গিয়ে বারবার উঠে এসেছে কয়েকটি অভিন্ন বিষয়-বাড়িভাড়ার চড়া খরচ, শিশু যত্নের ব্যয় ও শহরের পরিস্থিতি ভুল পথে এগোচ্ছে এমন বাকি অংশ ৪৮ পৃষ্ঠায়

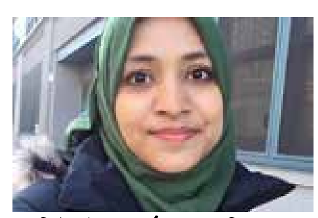

নিউ ইয়র্কে আমেরিকান রাজনীতির মঞ্চে বাংলাদেশি মেরি জোবাইদা

নজরুল ইসলাম মিন্টু: যুক্তরাষ্ট্রের রাজনীতি আজ আর শুধু সাদা, কৃষ্ণ কিংবা লাতিনো প্রার্থীদের হাতে সীমাবদ্ধ নয়। দক্ষিণ এশীয় বিশেষ করে বাকি অংশ ৪৫ পৃষ্ঠায়

নতুন পত্রিকা আনছেন রুপার্ট মারডক, নাম দ্য ক্যালিফোর্নিয়া পোস্ট

পরিচয় ডেস্ক : খবরে ‘হেডলেস বডি ইন টপলেস বার’ড় ধরনের চটকদার শিরোনাম দিয়ে দারুণ জনপ্রিয়তা পাওয়া ট্যাবলয়েড দ্য নিউইয়র্ক পোস্টের ধাঁচে খবর পড়তে চলেছে ক্যালিফোর্নিয়াবাসী। রুপার্ট মারডকের নিউজ করপোরেশন প্রায় ১৫ বছর পর যুক্তরাষ্ট্রে তাদের সবচেয়ে বড় দৈনিক পত্রিকা চালু করার প্রস্তুতি নিচ্ছে, যার লক্ষ্য এবার বাকি অংশ ৫১ পৃষ্ঠায়